Cordless Hathpakha

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

কর্ডলেস হাতপাখা

রসরচনা

গার্গী ভট্টাচার্য

পৃথিবীর সেইসব মানুষদের

যাঁরা হাসতে ভুলে গেছেন

রসরচনা অথবা রম্য রচনা যাই বলা হোক তা লেখা হয় মানুষকে নির্ভেজাল আনন্দ দেবার জন্য । হিউমার ; সারকাজম নয় । হাসির মাধ্যমে চরিত্র শোধন, টিটকিরি নয়।

ভালো লেখকেরা সার্জেনদের মতন । তাঁরা প্রতিটি চরিত্রের খুঁটিনাটি অদৃশ্য ছুরি কাঁচির সাহায্যে বার করে আনেন ।

মানুষের চরিত্রের নেগেটিভ দিক, অহং, অহেতুক দাপট লেখকের রসের অক্ষরে ধরা যেমন দেয় সেরকমই তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর কোনো মেসেজ যা শিক্ষনীয় ।

কাজেই ভালো রসরচনার মূল উপাদান হাসি হলেও গভীরতাও বটে ।হাসলে হার্ট ভালো থাকে তবে তা যেন অহেতুক কাউকে হার্ট না করে ।

স্পর্শকাতর হিয়াদের কথা থাক আমরা লজিক দিয়ে হাসবো, কেমন ।

মটুদার টুইট : কাল্পনিক রচনা

মটুদা এক মজার মানুষ। উনি আজকাল নিয়মিত টুইট করেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপ। ওজন মাত্র ১০০ কিলো। বেশি নড়াচড়া করেন না কেবল বসে বসে টুইট করেন আর সময় কাটান।

তারই কিছু অংশ :

এবার সংগীতে অস্কার পেলেন মন্নু বেল্লিক।

দূর্ভাগ্যবশত: ওঁকে পুরস্কারটি দেওয়া গেলো না কারণ ওঁর সব সুরগুলি হলিউডের কাছে রয়েছে। ওরা নব সুরের সন্ধানে আছেন !

মনের অসুখের ওষুধ সম্পর্কে মটুদার পরামর্শ হল : আন্তর্জালের ফোরামে বসে পড়তে হবে। বাক্যবাণের ঠেলায় ডিপ্রেশান হয়ে যাবে অ্যাগ্রেশান।

বিদেশে সব জায়গায়ই প্রায় মেড ইন চায়না দ্রব্য দেখা যায়। তাই নিয়ে মটুদার টুইট :

এক ভদ্রমহিলার নাতি হয়েছে তবু উনি খুশি নন কারণ সে তাঁর সমাজে অচ্ছ্যুৎ। সে তো মেড ইন অস্ট্রেলিয়া নট ইন চায়না ----

বিখ্যাত এক স্পিরিট হিলার (আত্মার ডাক্তার) এর চেম্বারে যাঁর নাম মলয় ধর এক রুগী --

আমি কি ভুল জায়গায় এসেছি ? আপনি তো রসায়নবিদ !

আজ্ঞে না, আমার পদ্ধতি স্পিরিট ল্যাম্প।

টেকনো মন্ত্রীর পরামর্শ চাই :

নেত্রী বলছেন যে তারা বহু অপকর্ম করেছেন ভোট পাবেন না তাই কী করনীয় ?

মন্ত্রী বলছেন : এক কাজ করুন, পুরোটা আনডু করে দিন !

অনেকে আধুনিক কবিতাকে বলেন দুর্বোধ্য কবিতা। মটুদা সেই নিয়ে টুইট করলেন :

তোমার কবিতা কোন ভাষায় লিখেছো সোমনাথ ?

সোমনাথ : কেন মটুদা ? মর্স কোডে !

কল্কি অবতার আসবেন, করবেন দুষ্টের দমন। তারা কারা ?

রোবট দেহী অবতার দুই হাতে বিশেষ গান নিয়ে মারবেন টেররিস্ট ও কমিউনিস্ট। মটুদার মতে।

শিশুর নামকরণ করেছেন মটুদা -ওবামা ----সেই নিয়ে কনফিউশন।

কেউ জানতে চান কী নাম ওসামা ---- মটুদা বলেন -ওবামা -

মনে রাখতে না পেরে অন্য পক্ষ বলেন : কনফিউজিং --ওবামা ওসামা ওবামা ওসামা !!

পিতৃ পরিচয় জানতে চান মটুদা এক স্কুলে গিয়ে, শিশুরা বলে ওঠে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানী, ফিল্মমেকার, রেপিস্ট ----

করিনা কাপুরের সাইজ জিরো হতে গেলে মটুদার মতে কঙ্কালের থেকে ভালো ক্যান্ডিডেট আর কেউ নেই।

যেসব মাওবাদী পুলিশকে ভয় পায় তারা নাকি ম্যাওবাদী, মটুদার মতে।

স্বামী বামতন্ত্রদেবকে নিয়ে মটুদা লিখলেন যে উনি যোগা গুরু তাই যোগ করতে ভালই জানেন, অল্প সময়ে লক্ষ থেকে কোটিপতি হন, ধ্যান ব্যাবসা ফেঁদে। এবার ভুখ হরতাল করে আরো কামিয়ে নিলেন দান থেকে।

সাইকিক যখন অদেখা ঘটনা বলে ওরা উন্মাদ আর মেশিন বললে সে আদরের রেডিও। এ কেমন বিচার ! মানুষ বড় না যন্ত্র ??

মা সরস্বতী স্বস্তি পেলেন শিল্পী হুদা হাসান মারা যেতে মটুদা টুইট করেন কারণ মা নাকি ওকে স্বপ্নে বলেন যে এবার জামাকাপড় গুলি আলনায় রাখা যাবে।

বিখ্যাত এই শিল্পী কেন ইসলামের আরাধ্যদের নগ্ন আঁকেন নি হিন্দু দেবীদের বাদ দিয়ে তাই নিয়ে এক পাঠক লিখলেন তার জবাবে মটুদা টুইট করেন যে প্রশ্নকর্তা মূর্খ -- ইসলামের আরাধ্যদের তো কোনো মূর্তিই নেই, আগে দেখবেন তবে তো আঁকবেন !!

মটুদার ছেলে ফেল করেছে। কারণ ? পরীক্ষার খাতায় সে গাদাখানেক ইমোটিকনস্ দিয়ে এসেছে পরীক্ষকের উদ্দেশ্যে। উনি খচে বোম।

ওর ছেলের ক্লাসে পড়াচ্ছেন শিক্ষক যে আয়নায় উল্টো দেখায়। আয়নায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব সুন্দরী। বিশ্বসুন্দরীর মুখের বদলে দেখা যাচ্ছে বনমানুষের মুখ। টুইট করেছেন আমাদের মটুদা।

মুম্বাইয়ের জাভেরি বাজারে মটুদার এক গার্লফ্রেন্ড গয়না কিনতে গেছেন। একজন জানতে চান যে নাচের গয়না কিনতে গেছেন কিনা কারণ উনি

নর্তকী। ভদ্রমহিলা কোন নাচ নাচেন জিজ্ঞেস করাতে মটুদা বলেন : ব্লাস্ট নাট্যম। মুম্বাইতে আজকাল যা ব্লাস্ট হচ্ছে !

এক মেয়ে শিশুর জন্যে স্কুলে অ্যাডমিশান নিতে গেছে। দিদিমণি জানতে চান ওর গার্ডিয়ান কোথায়, মেয়েটি বলে যে সে তার আনবর্ন বেবীর জন্যে নিতে গেছে, একদিন তো হবেই !

মটুদার মতে স্কুলে এত রাশ আজকাল।

সাবকন্টিনেন্টের নেতাদের প্রিয় খাদ্য কী ? মটুদার মতে : আম আদমি।

দুনিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল কে ? মটুদার মতে : ভালোমানুষ।

Most wanted criminal in this bad people's world----

স্টেজে আসছেন নভেল লরিয়েট না না অমর্ত্য সেন নন ----অন্য বাঙালী -

মটুদা ভাবছেন ইউনুস সাহেব তো নন তাহলে ইনি কে ?

শ্রী অনিল পাঁজা -----আর হ্যাঁ ইনি প্রখ্যাত নভেলিস্ট অর্থাৎ নভেল লরিয়েট নোবেল নন !

মটুদা শুধান এক পাঠক কে : তুমি কোন বাজনা বাজাও ? স্যাক্সোফোন ?

সে বলে : নট অ্যাট অল, আই প্লে সেক্সো ফোন,

ডার্টি সেক্স ভায়া মোবাইল ফোন।

বিজ্ঞান বিরোধী মানুষের প্রিয় বন্ধু কে ? মটুদার মতে জঙ্গলের পাগলা গোরিলা আবার কে ?

দুই জাতের লেখক মন দিয়ে লেখেন প্রতিভাবান লেখক সৃষ্টি করেন আর পরিশ্রমী লেখক পাথর ভাঙেন, মটুদার মতে।

এক পথচারিকে শুধান কোথায় যাচ্ছেন। উনি বলেন কমনওয়েলথ গেমস্। মটুদা বলেন : সে তো হয়ে গেছে। ভদ্রলোক হেসে বলেন : আরে দাদা এটা আমাদের মন্ত্রীদের কমন ওয়েলথ মানে সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের গেমস্।

তোমাকে ভারতে থেকে ভাগিয়েছে কেন ? তুমি তো নগ্ন সরস্বতী আঁকোনি ! মটুদা প্রশ্ন করেন ওর শিল্পী বন্ধুকে।

বন্ধু গোমড়া মুখে বলেন : আমি আসলে মাকালীকে পোশাক পরিয়েছিলাম।

ক্যানসার সেরে গেছে মটুদার বন্ধুর তাতে অবশ্যি উনি খুশি নন। কারণ জানতে চাইলে উনি বলেন যে কেমো ও রেডিও থেরাপি করে করে ওর দাঁত নখ চুল লোম সব পড়ে গেছে। এরকম ভাবে বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

ভিখারিরা আজকাল ভিক্ষা নিতে চায়না। ওরা মোবাইল কিনেছে তাতে ইমেল দেখে ও নেটে ডলার ও পাউন্ডে ভিক্ষা চায় ☺

এক মেয়ের মা কে জিজ্ঞেস করেন মটুদা যে পুজোতে কোন পোশাক কিনে দিয়েছেন। মহিলা বলে ওঠেন কিছুই না। এখন থেকেই স্বল্পবসনা হওয়া প্র্যাকটিশ করাচ্ছেন, শুধু দুটি সুতলি কিনে দিয়েছেন।

মিস ইন্ডিয়া কল নাও য়ের অ্যাড আসে জিমেলে। মটুদা ভাবেন কল করবেন। কিন্তু বোকা বনে যান। ওরা বলেন যে কেউ ভারতকে মিস করলে এখানে কল করতে পারেন বিশ্ব সুন্দরীকে নয়।

বিখ্যাত কবিতার লাইন : ফুল দিয়ে মেরোনা আমার লাগছে নিয়ে মটুদার টুইট :

লাগবেই তো ও যে পেতলের পদ্ম !

দুই জাতের সম্পাদকের কথা : ওয়েবজিন ও হার্ডকপি : একজনের অফিস সিলিকন পার্কে অন্যজনের ভারতীয় যাদুঘর মানে মিউজিয়ামে !

এক অনুরাগী এসে বলেন যে উনি সিনেমা দেখতে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না খালি এফ এম মিডিয়া পার্টনার রিলায়েন্স এইসব দেখালো। তো আমাদের মটুদা হেসে বলেন : আরে বুদ্ধু ওটাই তো সিনেমাটা। নামটা খেয়াল করোনি ?

পর্দায় দুই সেকেন্ড করে !!

মটুদার বন্ধু মার্কেটিং ম্যান। সে বোবা ও কালা। কাজ চলবে কী করে ?

মটুদা হাসেন। বলেন : এ তো সোজা হে ! শর্ট মেসেজ সার্ভিস এস এম এস এর সাহায্যে।

মটুদা টুইটিং - এ বাংলায় শায়েরি লিখলেন।

১। হিমালয়ের বরফে কাঁপি ঠক্‌ঠক্, কী যে করি
হিমালয়ের বরফে কাঁপি ঠক্‌ঠক্, কী যে করি
কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রেমাগুনে কেন যে পুড়ে না মরি !

২। কূটনীতি দিয়ে যখন করতে চাও মনজয়
কূটনীতি দিয়ে যখন করতে চাও মনজয়
তাহলে মানুষের কান্নাকে কেন পাও এত ভয় ?

৩। আহা কী আনন্দ, নির্মল আকাশ বাতাস
আহা কী আনন্দ, নির্মল আকাশ বাতাস
তবে কেন গাছ কেটে ফ্ল্যাট বানাবার আশ ??

৪। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে
বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে
তবে কেন রেখেছো ওদের খাঁচায় ও হোস্টেলে ভরে ?

৫। ভালোলাগে মারাদোনা ও শচীন তেন্দুলকরের খেলা
ভালোলাগে মারাদোনা ও শচীন তেন্দুলকরের খেলা
কোন মুখে সন্তানের দামাল শৈশব ছেঁটে ফেলা ??

ডাক্তার বোসকে প্রশ্ন করেন মটুদা উনি কোন মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে এসেছেন। উত্তরে উনি বলেন : ডাবলু ডাবলু ডাবলু ডট গুগুল ডট কম।

আগামীদিনের যানবাহন কেমন হবে মটুদা ? জানতে চাওয়ায় উনি বলেন যে মার্সিডিজ গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে দুটি আস্ত বলদে। কারণ পেট্রল ক্রমহ্রস্বমান।

উইকি-লিকসের জুলিয়ানকে কী করে দেশে নিয়ে যাবে সেই নিয়ে মানুষের চিন্তা। মটুদা টুইট করলেন : কেন ? এতে চিন্তার কি আছে ? ওকে ইমেলে অ্যাটাচ করে নিয়ে যাবে !

দুগ্গা পুজোর সময় মা আক্ষেপ করলেন মটুদার কাছে। কী সব জোব্বা পরাচ্ছিস ! আধুনিক পোশাক পরা, স্প্যাঘেটি স্ট্র্যাপ ফ্যাপ ।। গ্লোবালাইজেশানের যুগে প্রাগৈতিহাসিক জামা কেনে ??

সেক্সি সাইরেন

তাপসী ঘোষের বাসা ইউ- পি তে। বাপ রেলের বুকিং ক্লার্ক। ঘটি তো তাই বাংলাদেশী ও বাঙালদের ওপরে বেজায় খাপ্পা। ওরা নাকি সকলে ছোটলোক - কেমন সোটলোকের মতন কথা কয় - খাইছো আইছো কইরা - খুব আনসিভিলাইজ্‌ড। নিজে আদি বাড়ির হিসাবে বনগাঁর গেঁয়ো ভূত। জাতিতে সদ্‌গোপ। মেয়ে দেখতে জঘন্য। অনেকটা লেজকাটা শুয়োরের মতন। কথা বলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। মা মারা গেছে কৈশোরে। বিয়ের বয়স আগত। বাবা বিজ্ঞাপন দিলো কাগজে। স্বপ্নের পাত্র। রেলের হফিসার (অফিসার, মুদ্রণ ভুল) চাই। জুটলো না একটিও। বাংলার বাঙালী পাত্রদের নাক বড্ড উঁচু।

আম-আদমীর মতে কেলো মেয়ে, বাঁটকুল, হোঁৎকা এইসব ব্র্যান্ড বিলকুল না পসন্দ। আর এতো খোটুঁয়া--খোও-ট্টা। স-স করে কথা বলে।

বিয়ে হল-নি। তাই বাপ চাললো এক চাল। রাস্তা দিয়ে কোনো যুবক গেলে মেয়ে অজ্ঞানের ভান করে তার সামনে পড়ে যেতো। এইভাবে ইমোশন্যাল ব্ল্যাক মেইল করে এক পাত্র ধরলো। বাঙালী নয় অবশ্যই। গুজরাটি। বিরাট ব্যবসা। নাম কি যেন একটা ইয়ে মানে ভাই। ওরা পতিদেবকেও ভাই বলে।

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে মুণিভাই কাপাডিয়া। ভদ্রলোক তো গুজরাটি, জাত ব্যবসায়ী। তাই হিসেব করে নিলেন। একে বিয়ে করলে বিদেশে নিয়ে গিয়ে ডোমেস্টিক হেল্পের খরচটা বেচে যাবে। আরো দু একটি রূপবতী

কলাবতী বৌ রেখে দেবো এদিক সেদিক - অন্য বাড়িতে । এটাকে চাকরানি বলে চালিয়ে দেবো বন্ধু মহলে, আড়ালে ।

কাজেই বিয়ে হয়ে গেলো ।

পাড়ি দিলো ওরা সোও-জ্জা অ-স্ট্রেলিয়া । অস্ট্রেলিয়া । মেয়ে খুব খুশি ও সুখী । লোকটির এখানে বিরাট বেওসা । খুব বড়লোক । বাড়ি, গাড়ি, ব্রা, প্যান্টি, ট্যাম্পন, সেক্স টয়েজ । ধোনা বানানা শুখানা, আব গ্যায়া ও জমানা ! এখন শুদ্ধু ট্যাম্পন । ইন্সার্ট দা ডিস্ক ।

ভারত সম্পর্কে তার ধারণা হল : ওখানে সব পুওর আর লো ক্লাস লোকেরা থাকে । গেলে গায়ে চাকা চাকা স্কিন র‍্যাশ হয়, শ্বাসে দম বন্ধ হবার উপক্রম আর লোকজনগুলি বেজায় অভদ্র ।

তা এই তাপসী নাম্নী মেয়ে বুড়ি হতে চায় না । বয়স হল ৬৫ তবুও । ধাড়ি দুটো মেয়ে, তবুও । তারাও প্রায় ৩৫ তবুও । তবুও, তবুও----

এক মেয়ে এক অস্কার উইনারের কাছে কাজ পেলো সিনেমা লেখা শেখার । লোককে বলতে গেলে হোঁচট খেতো । যদি কেউ হিংসা করে । আরে বাবা সবাই অত হিংসুটে হয়না । মন খুলে বলুন না দিদিভাই । সেলিব্রেট করুন এত্তো ভালো খবর ! মদের বোতল খুলুন -এই হুউশ - এনজয় ! এরা মনে হয় চোর জোচ্চোর বদমাইশ ব্যাতীত মানুষ দেখেন নি ! ভালোমানুষ ও ভদ্রলোকও যে দুনিয়ায় আছেন যাঁরা লোকের খুশিতে আনন্দ করবেন সেরকম কাউকে সেক্সি সাইরেন আজও দেখেনি । আসলে নিজেই এসেছে লো কালচার, সমাজের নিম্ন বর্গ থেকে । আড়ালে লোকে বলে ল-ল-ল লিলি ।

লিলি ওর ডাকনাম। আর ল ল ল হল, ললিতপুরের লঙ্গরখানায় খাওয়া ও ল্যাং খাওয়া লিলি। এতই লো কালচার ওর। অহেতুক ঝগড়া, পি এন পিসি, লোকের টাকা মারা, লোককে ম্যানিপুলেট করে টাকা ও সুবিধে বাগানো, চিমটি কেটে কেটে কথা বলে অ্যাসিড ঢালা মনে এগুলো ওর মজ্জাগত স্বভাব। এককথায় অত্যন্ত ইরিটেটিং পার্সোনালিটি। কোনো স্নিগ্ধতা নেই ওর সান্নিধ্যে। ও আলোও দেয়না, জোছনাও নয়। শুধু কামানলে জ্বলে।

তবে নিন্দুকের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বজ্জাত বটে ওগুলি !

বলে কিনা তাপসী মানে আমাদের ট্যাপ্স এই অস্কার উইনারের সাথে শুয়ে পড়াতে তার কন্যা চান্স পেয়েছেন। কেন ? না ভদ্রলোক ভেবেছেন : চারকোল, প্রেটি ফেটির থাই-পেটি তো অনেক দেখলাম এবার অমাবস্যার গহীন রাতে- এলোচুলে প্রেতিনীকে ন্যুড দেখবো -ঐ বিরিয়ানি খেতে খেতে নিমপাতা খাবার স্বাদ হয় না ? তাই ওকে নিয়ে খেলেছেন। হতশ্রী রমণীর সাথে রমণ -তার ততোধিক কুৎসিত গোপন অঙ্গগুলি নিয়ে পুতুল খেলেছেন তাই তার মেয়েও পেয়েছেন চান্স। তা অস্কার উইনারের হল গিয়ে weird imagination, সেক্সিকে নাকি কালো রং মাখিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে বলেছেন : নাচ ভূতনী নাচ। ওর হিপোর মতন মুখে চুমু খেয়েছেন চাকুম চুকুম করে। অথবা গাছের ডাল ভেঙে খোঁচা মেরেছেন ওর গোপন অঙ্গে। পরের সিনেমার নাম সাইকো কিলার, তারই কিছু সিনের রিহার্সাল হল আর কি !! তাপসী ব্যাথায় কঁকায় : আহ্ !

অস্কার উইনার বলেন : ও বাবা ! বেশ্যার মুখে বাইবেলের বুলি দেখি যে !

দেখো দেখি কেমন বদমাইশ লোকজন সব। আমাদের তাপসী বেশ্যা না। সে তার সেক্স অর্গ্যানগুলি ব্রা প্যান্টির ভেতরেই রাখে, খাসির মাংসের মতন ঝুলিয়ে রেখে কিলো দরে বাজারে বিলায় না : বাই ওয়ান অ্যান্ড গেট টু ফ্রি - না না এরকম কিছুই নয়। সে কেবল একটু সেক্সি এই যা।

আর ঘরের ভেতরে অস্কার উইনারও তো সেই মানুষই !

পপ সম্রাজ্ঞী ডোনাকেও তো তার এক এরকম জাঁদরেল স্বামী বেসবল ব্যাট দিয়ে প্রচন্ড মেরেছিলেন। তিনিও এইরকম বিশ্ববিখ্যাত এক পুরস্কার পেয়েছিলেন ও মানব দরদী বলে পরিচিত লোকমহলে।

তবে লোককে ঐ অস্কার উইনারের সম্বন্ধে বলার সময় তাঁর নাড়ি নক্ষত্র, উইকিপিডিয়ার বায়োডেটা পাঠিয়ে দিতে ভুলতেন না পাছে কেউ সন্দেহ করে। ঠিকুজি কুষ্ঠিও দিতেন।

লোকটি খঞ্জ বিভাগে মানে প্যারা অস্কার পেয়েছেন। মানুষের মন তো সব নষ্টামির আঁখড়া ! অস্কার শুনলেই কানের মধ্যে রিন রিন করে, অস্ -কার - সেটা প্যারা বিভাগে হলে হে হে কেমন যেন লাগে না !

যাইহোক অস্কার ইজ অস্কার ! তো এই যোগাযোগের সুত্রে মহিলা বলিউডে এসেছেন। কারণ তরণ জোহার তার নতুন ছবির জন্যে নতুন ধারার নাচ খুঁজছেন। কোরিওগ্রাফার ফিয়ামাক সান্ডারকে বলেছেন ঐসব হাত পা এদিক ওদিক অনেক হল এবার অন্যকিছু দেখাও। তাই সান্ডার স্থির করেছেন যে এইবার ধারাভিতে গিয়ে ছারপোকার সাহায্য নিয়ে নতুন ধরণের নাচ সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ বিছানায় ছারপোকার কামড়ে যখন হাত পা ছোড়ে মানুষ সেই ভঙ্গিমাগুলিকে উনি মুদ্রায়

ধরবেন। কিন্তু কোনো নর্তকী যেতে ইচ্ছুক নন। না পাখী সাওয়ান্ত : নো নো আই ওন্ট। ইন দ্যাট ফিল্‌দি প্লেস।

সালাইকাও যাবেন না। পিপস্ ও না। পল্লিকা সরবৎ না।

কেউ না। কে যাবেন তাহলে ? তাপসী রাজি। আমাদের ট্যাপ্স্। সেলিব্রিটিদের দেখা হবে প্লাস নাম হবে সেক্সি সাইরেন হিসেবে।

আর বুড়ো তো উনি মোটেও নন কাজেই !

এক শুভ প্রাতে উঠে বসলেন প্লেনে। সোজা মুম্বাই। সেখান থেকে ধারাভি।

সেক্সি ড্রেসে মাতোয়ারা মন। ছোট প্যান্টিতে ঢাকা শুধু গুহ্য। আর ক্লিটরিস। বাকি সব মুম্বাইয়ের সমুদ্রের বাতাসে দোদুল্যমান। বুকের (Book) ও দুটো কম্পোনেন্ট কে কবে বলেছে ? ও দুটো ভাওয়েল শুধু নয় সেক্সি সাইরেন ওগুলো ভায়োলেট রং-এ রাঙিয়ে এসেছে। মিহিন ভোরের আলোয় মেতে উঠেছে খুশিতে হৃদয়। পাগলপারা সব। উহ্ সেক্সি সেক্সি ! সেক্স ! সেক্স ! সেক্সি সেক্সি - যোনি স্যুপ - ক্লিটরিস কাটলেট ---কে বলে উনি বুড়ি ! তার মুখে আগুন ! কামাগ্নি এই অস্তমিত যৌবনেও শুষে নিচ্ছে আরব সাগর !

কাম কাম ও কাম !

আহারে সেক্স বাহা রে সেক্স ! মধ্যরাত্রে বিছানায় উবু হয়ে বসে সেক্স টয়েজ নিয়ে খেলেন ! বাড়ির সবাই শুয়ে পড়লে। দেখেন সব ঠিকঠাক হচ্ছে তো ! দর্পণে নিজেকে বার বার পরীক্ষা করেন !

মেনোপজ ! তা চুকেবুকে গেছে করেই । তবুও স্যানেটরি ন্যাপকিন কিনে আনেন । প্রতি মাসে । তাতে টমেটো সস ঢেলে জায়গা মতন ফিক্স করে রাখেন । শিথিল যোনি, ট্যাম্পন ব্যান করেছে ।

একবার শিশু নাতি টমেটো সসের বোতল সরিয়ে চিলি টমেটো সসের বোতল রেখে দেয় টয়লেটে -ভুল করে ----কেলেঙ্কারি !

যুবতী থাকাকালীন কোনোদিন ভাবেনি যে কোনো পুরুষের বাহবন্ধনে একদিন আবদ্ধ হবে । এমনই রূপ তার । এখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন । খোদ অস্কার উইনার ওর সেক্স অর্গ্যানগুলি নিয়ে লুডো খেলেন । আমি না ; লোকে বলে ।

শুটিং নানা স্থানে, তবে পি কে স্টুডিওতে বেশি হল । লরিনা কাপুর ওর প্রিয় স্টার ।

যদিও ওর মেয়েরা বলিউডি এইসব অভিনেত্রীদের অপছন্দ করে । তারা হার্ভার্ডে মেডিক্যাল ও কেউ সিনেমা নিয়ে পড়ে । লরিনাও তো হার্ভার্ডে পড়েছেন । মাইক্রো কম্পিউটার । সেক্সি সাইরেনের কন্যাদ্বয়ের জি কে এত পুওর কেন ? এত আমাদের বোকাহাঁদা গুপ্তর মতন লেখিকা । কোনো তথ্য সংগ্রহ না করেই লেখেন । তারপর চেয়ারম্যান স্বামীর কল্যাণে সোজা নামী ম্যাগাজিনে ল্যান্ড করেন ।

লরিনার সাথে দেখা হল । কথা হল,উঁহ্ ! সাজেশান দিলেন : তোমার বিয়েতে একটা বিরিয়ানি কম ছিলো ।

লরিনা, চোখ পাকিয়ে : হোয়াট ?

সেক্রি সাইরেন : ইয়েস ম্যাম, লাচছা বিরিয়ানি ---সব জানি, আজকাল যা মিডিয়া হাইক (হাইপ নয় ☺)

লরিনা : হোয়াট ? প্রাইস হাইপ ? সেটা কি ?

সেক্রি, একটু হেসে : লচছা পরাঠা কেটে ওতে মাংসের পুর দিয়ে বিরিয়ানিতে দিয়ে দিতে হয় !

লরিনা : হোয়াট রাবিশ ! আর ইউ ম্যাড ?

সেক্রির এই বকুনিতে কি বা যায় আসে ? কথা তো হয়েছে প্রিয় স্টারের সাথে ! আর ম্যাড তো উনি একটু আছেনই নাহলে এই বয়সে !

একদিন শুটিং শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো । ছারপোকার কামড়ে এমনিতেই গা ফুলে গেছে । প্রোডিউসার এই সব চুনোপুঁটি অভিনেত্রীর জন্য টাকা খসাবেন না । তাই গাড়ির ব্যবস্থা নেই । ঐশ্বর্য বা প্রিয়ঙ্কা হলে মার্সিডিজ থাকতো হয়ত --বা একটা ডজ / বুইক অন্তত । সেক্রি সাইরেনকে রেতের বেলায় যেতে হবে বাসে কিংবা ট্যাক্রিতে । উনি কিপ্পুস । তাই সরকারি বাসই ভরসা ।

রাত বারোটা । সরকারি বাস নেই । বেসরকারি বাস ধরলেন- হোটেলের পানে যাবেন । হোটেল সমুদ্রের দিকে । রেখার বাড়ির কাছে আছেন ।যদি উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখা যায় ওঁকে ।

কী ভাবে ধরে রেখেছেন যৌবন, রেখা । যৌবনকে রেখায় বেঁধেছেন, জেনে নিতেন সেক্রি ।

হলনা । সব কি আর হয় ??

সেই একই পরিবেশ। অমানিশা। সেই বাস, ড্রাইভার, খালাসী, যাত্রী নেই কোনো। ভয়াবহ সব মুখেরা। সদ্য হয়ে গেছে দিল্লীতে গণ্‌ধর্ষণ ভয়। ভয় চেপে ধরলো সেক্সিকে। এবং ভয় পরিণত হল বাস্তবে।

এক এক করে এগিয়ে এলো ওরা। বাস রুট বদলে সমুদ্রের গভীরে। চারদিকে বালি ধূ ধূ। দূরে মাল খালাস করছে কোনো স্মাগলারের গ্যাং।

তারাও বাঁচাবে না বরং এসে ধর্ষণ করে দিয়ে যাবে আরো। সেক্সি ছোট প্যান্টি ও ব্রা পরে। হালকা তোয়ালে। আর কিছু ইচ্ছে করেই আনে নি। সেক্সি সাইরেন যে!

নিজেকে আলখাল্লায় ঢাকবে নাকি ? এত ফুলিশ ?

কি যে বলিস !! পুরুষদের নারীকে সম্মান দিতে হবেই। সে যাই পরে আসুক। স্বল্পবসনা হলেও, সব উপচে পড়লেও নিজেকে সভ্যতায় বেঁধে রাখতেই হবে। তা পারে কজনায় আর ?

- হে হে হে তেরি সব কুছ উঁতার দু ! কুছ কুছ হোতা হ্যায় ? কাল হো না হো?

বদন মে সিতারে লাপেটে হুয়ে ? এক বার দেখো হাজার বার দেখো ! দিল ওয়ালে তুঝকো লে জায়েঙ্গে ! লাগে রহো মুন্নাভাই।

- নাংগা হ, কাপরা উঁতার - উঁতার শালি। ভড়াপাউঁ খেতে খেতে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলো সেক্সি সাইরেনের যোনিতে।

এন আর আই যোনি বলে কথা ! একটু শক্ত, ওয়েল বিল্ট। খাঁটি খাবার খায় তো ওরা। ভেজাল কম। যোনি অক্ষত, লাঠি গেলো ভেঙে। সেক্সি

উঠে পোঁ পাঁ দৌড়। ওরাও দে ছুট। ধরে ফেললো। তারপরে হল মজা। জাপটে ধরে যৌনাঙ্গে সুড়সুড়ি দিতেই খুলে পড়লো এক এক করে সমস্ত। সব ফলস্ ! মায় ক্লিটরিসটি।

বিদেশে এগুলি অপারেশান করে বসানো যায় - labiaplasty ইত্যাদি নাম আছে এগুলির। এগুলি সুন্দর নাহলে নাকি লোকের ভারি লজ্জা করে ! সিলিকন করে বসিয়েছে স্তন। সুগঠিত বক্ষ। পশ্চাৎ দেশ যাকে আদর করে ওর স্বামী ডাকেন পাছাম -- আমার বৌয়ের পাছাম পাছাম, বাংলায় বলেন গুজরাটি পতিদেব।

সেটিও ফলস্। আদতে ঐ সিলিকন বসানো। সব খুলে এসেছে ড্রেরাইভারের হস্তে।
আর দন্ত ও কেশ তো নকলই।

ও সেক্রি হায় সেক্রি ! ট্যাপ্স সেক্রি ! সেক্রি সেক্রি !

খালাসীরা খচে বোম। হবেই। এক রাশ আশা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো ধর্ষণ উন্মুখ ওরা সবাই। অতীত থেকে লোকে শিক্ষা নেয় তাই এবার মুখোশ পরে এসেছিলো যাতে লোকে আইডেনটিফাই না করতে পারে ওরা কে। সব ভেস্তে গেলো। মুখে বুট দ্বারা সজোরে আঘাত করে ও নিষ্ঠিবন ফেলে দিয়ে গেলো সেক্রি সাইরেনে গায়ে।

যাবার সময় দিলো কিছু কুৎসিত গালি : শালি বুড়ি মাগী- ফলস এঁটে, সেজে এসেছে একেবারে এক কচি খুকি।

ওরা দূরে মিলিয়ে যেতেই ব্যাথাতুর চোখে চেয়ে দেখে চারপাশে যুবতী তাপসী ওরফে ট্যাপ্স।

কোনোক্রমে উঠে মোবাইলে মেয়েকে কল করে বলে : *হ্যাল্লো হ্যাল্লো, হ্যাঁ ইন্ডিয়া থেকে তোমার বৃদ্ধা মা বলছি। আজ জোর বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস্ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলাম। উঁহু ইন্ডিয়ায় আর এসো না। ইট ইজ আ ডেঞ্জারাস প্লেস ফর ইয়াং অ্যাডাল্টস। অল রাউন্ডিজ অল নটোরিয়াস চ্যাপ্স। অনলি ওল্ড পিওপেল লাইক মি আর সেফ।*

ফট -আওয়াজ হল। সেক্সির কঙ্কাল নিষ্পাঙ্গ থেকে ফার্টিং এর শব্দ।

তারপরে আবার কথা শোনা গেলো, ফোনে : আচ্ছা অস্কার উইনার কোথায় ? ধারে কাছে আছে ?আর তোমার হার্ভার্ডের ক্লাসের খবর কি ? মার্সের টিকিট বুক হয়ে গেছে ? স্পেস শিপে ?

পাশ দিয়ে কিছু মানুষ যাচ্ছিলো সেইসময় আসলে। তারাই ওকে টেনে তোলে। মেয়ে বুঝতেই পারলো না তার সেক্সি মায়ের আজ হঠাৎ কি এমন হল যে নিজেকে **সশব্দে ওল্ড** ঘোষণা করে বসলেন যিনি কেউ বুড়ো বললে তার মুখের ওপরে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিতে ও রাস্তায় দেখলে ফুটপাথ বদল করতে অভ্যস্ত - হ , আমাকে বুড়ো বলেছে!

ধর্ষণ সব সময়ই ঘৃণ্য অপরাধ ও অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিৎ।
বৃদ্ধবয়স বাঁচিয়ে দিলো কাহিনীর নায়িকাকে - চূড়ান্ত অবমাননার হাত থেকে।
এই লেখা মুম্বাই রেপ কান্ডের বহু আগে রচিত।

ফেসবুকে গদাই লস্কর

গদাই লস্কর একটি পাঁচতারা হোটেল চালায় । কলকাতার উপকণ্ঠে । আসলে পুণেতে কিছুকাল একজনের বাড়ি কাজ করতো, ফলত দেখে এসেছে কি সমস্ত জিনিস মানুষ অর্থাৎ বড়লোকেরা সেখানে ভক্ষণ করেন । এখন হরিণঘাটায়, ধানক্ষেতের পাশে একটি হোটেল খুলে চালায় । নাম ফাইভ এস্টার রি -শর্ট । কলকাতার আর্বান মিডিল ক্লাস বাবু বিবি মিনি ফাইভ স্টারে খেতে ওখানে যান । নতুন কেনা ন্যানো চড়ে । কিংবা আরো ধনীরা যাদের বাসায় লিফট আছে তারা মারুতি ভ্যানে চড়ে ।

রিসোতা-ওর কথায় (ইতালীয় **Risotto**) বেক্ড বিন্স, ম্যাশড্ পোটাটোজ, চার্কোল্ড ব্রিনজল (চারকোল রোস্টেড ব্রিংঙ্গল) সবই মেলে সস্তায় । আসলে গদাই ওরফে গ্যাডস্ ওরকম দেখতে খাবার বানিয়ে দেয় সস্তায় । যেমন রিসোতা (**Risotto**) উইথ ছোফু মানে রেশনের মোটা চালের ফ্যান সমেত ভাতে ছানা ভাজা দিয়ে হয়ে গেলো উইথ ছোফু, টোফুর জায়গায় ছোফু । ইতালীয়র ভারতীয় সস্তা ভাই । ম্যাশড্ পোটাটো হল আলু ভাতে মাখা, কাজের মাসির হাজা হাতে । আরো সুস্বাদু । বেকড্ বিন্স ? বাজার থেকে পাকা বরবটি কিনে খোসা ছাড়িয়ে বীচি বার করে সেদ্ধ করে নিলেই বেকড্ বিন্স । একটু পচা টমেটো রসে ভিজিয়ে নেওয়া যেতে পারে । আর চারকোল্ড ব্রিনজল (ওর কথায়, চারকোল রোস্টেড নয়) হল বেগুন -মাটির উনুনে পুড়িয়ে নেওয়া । গ্যাস বাঁচে তাতে । শুকনো খড় কুটো জুটিয়ে ক্ষেতের পাশে দোলপূর্ণিমার আগের রাতের ন্যাড়া না বুড়ি কি একটা পোড়ায় না সেরকম । বেগুন চারকোলে কেন হাজার হাজার ডক্টর হাজরার কোলে পুড়িয়ে নেবেন । সান ড্রায়েড টোমাটো সেও আছে । গ্রামের মেয়ে বৌয়েরা নবদ্বীপের খেয়াঘাটে, প্রখর রোদের তাপে শেঁকে নেয়

টোমেটো, ব্যস্ । চিকেন ব্রেস্ট উইথ লেমন অ্যান্ড পেপার, সেটাও পাবেন একেবারে পাঁচতারার মতন । টাটকা চাষী ঘরের মুর্গা । তার বুক, সেটা নিয়ে লেবু ও গোলমরিচ গুঁড়ো ঘষে নিলেই হল ! দাম সেরকম নয় । আর্বান মিডিল ক্লাস ভালই খায় । এখন তো ঘরে ঘরে ক্যান্সার আর সুগার প্রেসার হার্ট এর ব্যামো । ৩০ - ৪০ এই খাবা বসিয়েছে । খায় কম লোকে । এক প্লেটে অল্প । সবাই ওজন সচেতন । আগের মতন এক একজন পাঁচ কিলো চালের ভাত সাঁটায় না। একটি ছোট চায়ের কাপের প্লেটে দিব্বি এঁটে যায় সব খাবার । সাথে প্লাস্টিকের ছোট চামচ । একেবারে ফাইভ এস্টার এস্টাইলে । কেন যে লোকে কারি কারি টাকা খসিয়ে ফাইভ এস্টারে খেতে যায় !

একটি নতুন আইটেম করেছে গদাই : সিম সিম ।

অনেকটা ডিম সিমের মতন নাম । সেরকমও অবশ্য আছে । ওটা ডিমের ভেতরে সিমের চচ্চড়ি পুরে করেছে । মোটা মোটা করে । তবে সিম সিম যেটা সেটা ওর পেটেন্ট নেওয়া একদম নতুন ধরণের ডিশ, ঐ বানিয়েছে, আর এই যে খাবার সিম সিম এটা হল শুধু সিমের তরকারি । সিম সিম, কোনো ফোড়ন নেই কিছু নেই, সিমের পরে সিম জন্মেছে । আসলে শেষ বাজারের সস্তা সিম কিনে কেটে বুড়ো সিমগুলোর হিল্লে করা আর কি ---সিম সিম ।

--শেম শেম ! গদাই একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও নেই তোমার আজকাল কার যুগে ?

তুমি দেখছি গাগীর মতন পিছিয়ে আছো আদ্দ্যিকালের লোকেদের মতন !

খুলে ফেলো একটি। বললেন পুরনো ক্লায়েন্ট রতনলাল ঝুনঝুনওয়ালা। ঝুনঝুন করে ভুঁড়ি বাজান যখন হাসেন। এতই মোটা। এদেরই তো বাজার এখন, কলকাতায় বাঙালী কই ?

এর বেয়াই চুনচুনওয়ালা। তার বেয়াই টুনটুনওয়ালা, তার বেয়াই নাহ্ থাক গে !

সে যাই হোক গদাই ধাই করে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললেন।

ফেসে একেবারে বুক আটকে অর্থাৎ ছবি তুলে ফটোশপে ফেলে কিম্ভূতকিমাকার করে ওখানে লটকে রাখলেন। এমন কাউকে চেনেন না যারা এসে কমেন্ট দেবেন। ক্লায়েন্টরা এতই ব্যস্ত যে দেবো বলে যান কিন্তু দেন না। শেষে বিভিন্ন রাজ্যের ক্লায়েন্টের সাথে মিশে মিশে নানান ভাষা শিক্ষার সুবাদে নিজেই বসে বসে কমেন্ট লিখতে আরম্ভ করেন নানা ভাষায় নানা নামে। এবং দক্ষতার সাথে।

কেউ ধরতেই পারেন না। সবাই এসে বলেন : তোমার তো অনেক চেলা, খুবই জনপ্রিয় ফেসবুকে। কত লোক তোমায় ফলো করে !

গদাই সমস্ত আপডেট করেন। টুকিটাকি। সব। এই মুখ ধুচ্ছি। খাচ্ছি। হোটেলে যাচ্ছি। তোয়ালেতে হাত মুচ্ছি। ইত্যাদি।

মনিষা কৈরালা ওর প্রিয় স্টার। তার ক্যান্সার ধরা পড়লো।

তার আগে মনিষা লিখলেন উনি ফুড পয়জনে ডাউন। ব্যস গদাইকে পায় কে। সীমারেখা মুছে গেলো। যেটুকুও বা ছিলো।

: আমি এখন সকালে কমোডে বসে।

: হচ্ছে।

: কাল ইসবগুল খাই নি।

: ভালই বেগ।

: এখনও ফ্লো ভালই।

: ব্লাহ ব্লাহ ব্লাহ !

ওর স্ত্রীর নাম ছিল মঙ্গলা। ঝি টি বোধহয়। ক্যানিং সাইডে বাসা। নখ ওঠা। হাতে হাজা। মরে গেছে। নাকি মেরে ফেলেছে কে জানে। সে পুণে যাবার আগের গল্প। এখন তো ও ফেসবুকের এক মহিলার সাথে পিরিত করে। নাম ক্যাথলিন। শর্টে ক্যাথি। আদর করে গদাই ডাকে ক্যাথা। সে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। আই টি ক্যাপিটাল। হাই ফাই মহিলা মনে হয়। গ্যাডসের ফাইভ স্টার হোটেল আছে ক্যালে। আর ক্যাথি সেরকমই কেউ হবে। ও নাকি কোন জায়গার হেড, তবে কারো মিস্ট্রেস নয়। তুখোড় পিয়ানো বাজায়। আর গান গায়। ক্লিফ রিচার্ড। ফোনে গেয়ে শুনিয়েছে গদাইকে :

ইউ আর মাই থিম ফর আ ড্রিম ---

নিয়মিত কথা হয় চ্যাটে। জিমেল। ইয়াহ। আরো যতরকম আছে। এস এম এস। মোবাইলে ছবি। অর্ধ নগ্ন। নগ্ন। সেক্স চ্যাট। চ্যাট চ্যাট করে চেয়ার। কামরসে। চেয়ারে আটকে যায় গদাই কথা শেষে। রসে ডুবে যায় রসাতলে।

এই তো কমিউনেকেশান যুগের সুবিধে। বটতলা ঘরেই আগত।

গদাই লস্করেরা সভ্য সমাজে বসেই মুখোশ পরে চালিয়ে যাচ্ছে কাজ-কাম।

মাধ্যম সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইট।

ক্যাথি খুব ব্যস্ত। ক্যাথলিন। মনে হয় কেরালাইট। একটু কালো বরণ। তবে রং চং মেখে ধবধবে ফর্সা। নাহলে আছে কসমেটিক সার্জারি। মাধুরি দীক্ষিতের মতন মুখ, মিনিষা লাম্বার মতন নাক, ঐশ্বর্যের মতন চোখের মণি, এসব সবার হাতের মুঠোতে। আজকাল। ফেসবুকের যুগে। ঐ যে বললাম : ফেস ও বুক দুটৈ এখন হাতের মুঠো। বিপাশার সুডৌল বক্ষ, সোনাক্ষীর ফেস, অমুকের মতন ক্লিটরিস যা চাও। নায়িকারা আজকাল সিনেমায় নগ্ন হন যেমন দ্বিমর্ত্য সেনের কন্যা হয়েছেন। চন্দনা সেন। তাই ক্লিটরিসের মাপও লোকের হাতের মুঠোয়। মেয়ে বলে : বাবা আমি ওরকম ক্লিটরিস নেবো। বাবা বলেন : কে দেখবে মা ?

মেয়ে : আমি ওয়েবক্যামে সারা দুনিয়াকে দেখাবো তারপরে ইউ টিউবে ভিডিও রাখবো,কিছু ভেবোনা !

গণধর্ষণের কবলে পড়ে দিল্লীতে বেচারি অবলারা। চন্দনা নাঙ্গা হন ঠান্ডা স্টুডিও তে, ক্যামেরা ম্যানের সামনে যোনি কাঁপিয়ে - এবার এদিকটা ফোকাস করুন, আমার অ্যানাল সাইড ---নিজের নগ্নতা কে জাস্টিফাই করেন : পেপসির বোতলে মুখ ডুবিয়ে -- হোয়াট্স রং ইন দিস ? শিল্পীর মডেল উনি। এই নাকি নারীর শক্তি।

যোনিতে নারীর শক্তি আছে বটে তবে তা মাতৃত্বের শক্তি।

যারা পোশাক খুলে পর্দায় নাচে তাদের নারী বলেনা। বেশ্যা বলে।

আর ওদিকে কোন হা ঘরে ছোটলোক আম আদমি যার মেয়ে বৌ ধর্ষিতা ও মৃতা সে বুঝি কান্নাভেজা নয়নে বলেও গেলো:

ওর মা বই লিখেছে নটী মধুমিতা ও এবার বই লিখুক, নাঙ্গি চন্দনা !!

আজকাল যা চাও পেয়ে যাবে লক্ষ কোটি টাকা খসালেই। সবাই হতে চায় এক একটি মিস বা মিসেস ইউনিভার্স -কেউ নারী হতে চায় না ! তা খসাতে পারে ক্যাথা। কাজ করে তো ---কোন কোম্পানির হেড।

চড়ে বসলো একদিন গদাই ব্যাঙ্গালোরের সস্তার প্লেনে। প্লেনে উঠে জানালা খোলানো নিয়ে হুলুস্থুল। জানালা যে খোলেনা সেই নিয়ে বিমান সেবকের সাথে গোলমাল। এতদিন জানতো রূপসী সেবিকা থাকেন এখন দেখছে সেবক। সেটাও রাগের কারণ। সেবিকাকে ডেকে ওর ফেস ও বুকে একটু হস্ত লেপন করবে অকারণে সেও হবার নয়। আসলে আমাদের গদাই আর যাইহোক গে তো নয় !

তারপরে আগের রাতে নিজের হোটেলের বেকড বিন্স খেয়ে প্লেনে ওঠায় একটু পৈটিক গোলযোগ হওয়াতে বায়ু নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। ফার্টিং নিয়ে ফেসবুকে পেজ আপডেট ও হয়ে যায় এয়ার পোর্টে বসে।

: ভীষণ হচ্ছে। চারিদিকে দারুণ দূর্গন্ধ। বদ্ধ এ সি ঘর তো ! লোকে আমার দিকে তাকাচ্ছে। সন্দেহ করছে না তো !

আসলে তাকাবেই তো ! পোশাক আশাক মলিন। লো কস্ট এয়ার লাইনের যাত্রী। কাজেই সন্দেহের তালিকায় সেই প্রথমে আসে।

শেষে বেকড বিন্সের কল্যাণে বেচারা অন্য যাত্রীদের ভোগান্তি । প্লেন ল্যান্ড করলো ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে । জরুরি ল্যান্ডিং । গদাই লস্কর অর্থাৎ এয়ার লাইনের লস করিয়ে - ওর পেটের বায়ু লস করিয়ে, নিচে নামিয়ে পেট ফাঁপা কমিয়ে, ঝেড়ে ঝুড়ে, ওষুধ দিয়ে তোলা হল আবার । সন্দেহের কারণ শুদ্ধু মলিন পোশাক । আর কিছু নয়, কেউ একবারও জানতে চায় নি : কি হচ্ছে নাকি বায়ু লস, নট ভেরি জেন্টেল ম্যান ??????

তারপর অনেক রাতে পৌঁছালো স্বপ্ন নগর ব্যাঙ্গালোরে ।

একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে এগোলো ক্যাথির নির্দেশ করা দিকে । কারণ অত বড় কোম্পানির হেড সে । হরিণ ঘাটার পথপাশের পাতি হোটেলের মালিককে স্বচক্ষে দেখে সে কেমন স্বাগতম জানাবে কে জানে ! এতদিন তো শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে, মোবাইল বিভায় ।

এগিয়ে যায় ক্যাথলিনের বলা গাড়ি পার্কের দিকে । মোবাইলে কল এসেছিলে বিমান থেকে নামার পরই । নামার পরই অবশ্য জানা যায় যে চালক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ককপিটেই । এক সেকেন্ড দেরি হলেই হয়েছিলো । কেন ? না তার বয়স প্রায় ৯০ । বিমান চালানোর কথাই নয় এই বয়সে । লো কস্ট প্লেন বলেই চলেছে - এর আগে দুটি হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে । পেস মেকার আরো যতরকম হয় শিরা উপশিরা, রক্তের নালি সব বসানো তাতে বেঁচে ছিলেন । ছেলেপুলেরা সবাই ডাক্তার । সবাই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ । কেউ শিরা কাটেন কেউ বেলুন পায়ে লাগিয়ে ফুলিয়ে হৃদয়ে পাঠান কেউ বা বেলুন চড়ে হার্টে গিয়ে নামেন তো কেউ রক্তরেখা ধরে সোজা ল্যান্ড করেন ফুসফুসে । মড়ার খুলি নিয়ে তান্ডব নাচেন ওখানে । করোটি নিয়ে ঠোকাঠুকি খেলতে খেলতে হারিয়ে যান হাড্ডির গভীরতায় । এইসব ছেলেপুলের দয়ায় জীবিত ছিলেন

এতদিন । প্রতি ফ্লাইটের শেষে সন্তানেরা বাবা বাড়ি ফিরলে মল যুক্ত লার্জ ইন্টেস্টাইনের মালা পরিয়ে স্বাগতম জানাতো যে নাহ্ আরেকটি বিপদ গেলো । দিতো মানুষের লিভার ভাজা খেতে । হয়ত অর্গ্যান পাচার চক্রে জড়িত । এক্সট্রা ইনকাম আরকি এই চিকিৎসক পরিবারটির । এবার একেবারে ফুস করে উঁড়ে গেলেন হাওয়ায় । গদাই একটুর জন্যে বেঁচে গেলো ।

বাইরে এসে ক্যাথাকে খুঁজতে গিয়ে দেখে সবাই চলে গেছে লটবহর নিয়ে । শুধু কালো ধুমসো কিছু ট্যাক্সিওয়ালা রয়েছে । কিসব ভাষায় কথা বলছে । শুনে মনে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে জোরে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে । ক্যাথা কোথাও নেই ।

অবশেষে দেখা গেলো একটি ঝুমকো টুমকো পরা মেয়ে কালো মতন -- জরির শাড়ি এসে হাত টাত নাড়ছে, নাকে নথ । কাচের চুড়ি । নামছে অটো থেকে । ঐ আসলে ক্যাথলিন। সাথে এসেছে ওর মালিকেরা । যেখানে ও কাজ করে সেই সফটওয়্যার ইঞ্জীনিয়ারেরা । সব ব্যাচেলার । ক্যাথি ওদের ওখানে রান্নাবান্না, ঘরদোর সাফ করে, অবসরে ওদের ভাঙা ল্যাপটপটি নিয়ে ফেসবুক পেজ আপডেট করে । ইংরেজিটা পারে শৈশব থেকে অর্ফানেজে ফাদার অগাস্টিন হোমস্ চেরিয়ানের কাছে মানুষ হওয়ার জন্যে ।

হরিণঘাটার খুড়ি হরিণ ঘাটের জল খাওয়া গদাই কি করে বুঝবে যে এও একটি ঝি ? ওর এক্স বেটার হাফ মঙ্গলার মতন ?????

ফেসবুকে ক্যাথলিনের শিষ্য সংখ্যা দেখে রীতিমতন ওকে এফ এম্নে সাক্ষাৎকারে ডেকেছিলো স্বপ্নসুন্দরী ট্যারা রেডিও জকি সুলোচনা সিং । যে শো করে ম্যাঙ্গালোরের দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ---লুকিং লন্ডন

টকিং টোকিও ।। কানা মেয়ের নাম পদ্মলোচনা আর কি !! যুগটাই যে ম্যানিপুলেশান- এর !! কলকাঠি নাড়ো, দুনিয়া জয় করো ।

ক্লিক

কাল্পনিক কাহিনী

সম্প্রতি একটি চমকপ্রদ ওয়েবসাইট খুলে বলিউডি মসালা খবর পড়ছিলাম। লেখকদের চোখ কান খোলা রাখতে হয়, কোনদিক দিয়ে কোন তথ্য ঢুকে পড়বে কেউ জানেনা ! তো সেখানে মনিষা কৈরালার বিচ্ছেদ সম্রাট দাহালের সাথে এই সম্পর্কে পড়তে গিয়ে নজরে এলো বাকিটা পড়তে ক্লিক করুন এখানে।

কোথায় ক্লিক করতে হবে ? না ঐশ্বর্য রাইয়ের নামের ওপরে।

ভাবলাম ওখানে গিয়ে কী হবে ?

দেখি ওঁদের দুজনের ঝগড়া নিয়ে বিস্তারিত লেখা। ঐশ্বর্য নাকি মনিষার কোনো এক বয়ফ্রেন্ড কে কেড়ে নিচ্ছিলেন তাই ঝগড়া ও বচসা। মিস ওয়ার্ল্ড এই বিষয়ে বলেছেন যে মনিষা জামাকাপড় ছাড়ার মতন বয়ফ্রেন্ড বদলান। ব্যস্। অবস্থা চরমে। আমাদের এক ক্লাস মেট কলেজে রোজ এক একটি নতুন জামা পরে আসতো। তাই না দেখে ছেলেরা বলতো : এই দীপঙ্কর তোর বাপের কি লন্ড্রির ব্যবসা নাকি ? দীপঙ্কর, আজিকার জমানায় যিনি হতে পারতেন ডীপ্স্ তিনি মানে সে খচে বোম। এই একদম ফাজলামি করবি না, আমার বাবা পফেসর।

-প্রফেসর নন পফেসর। অর্থাৎ লন্ড্রি ওয়ালার ছেলেই মনে হয়। বলে হেসে ওঠে ফচকের দল।

সত্যি ভদ্রলোক পড়াতেন তবে রেইকির ক্লাস নিতেন। বিচ্ছু ছেলের দল বলতো : গরম হাওয়া নিয়ে খেলে। লোকের থেকে টাকা নেয় আর হাওয়া পাস করায় আসলে কিছুই করেনা একটি ঠগবাজ।

তবে লোকের শরীরে তাপ লাগে শুন্যে হাত দিয়ে থাকলেও। পরে একদিন কে যেন দেখেছে যে গ্লাভসের ভেতরে ছোট একটি যন্ত্র আছে সেটা থেকে তাপ বার হচ্ছে।

যাইহোক ঐ ওয়েবপেজের লেখায় ফিরে আসি। লেখার ওখানে, দুই রূপসীর ঝগড়া এই ক্লাইমেক্সে তুলে দিয়ে আবার লেখা যে বাকিটা পড়তে ক্লিক করুন জ্যাকি শ্রফে। ভাবলাম : বাব্বা, জগ্গু দাদা তো কোনো স্ক্যান্ডেলে থাকেন না। তা ওখানে গিয়ে কী হবে ?

তবুও গেলাম। দেখি জ্যাকি শ্রফ নাকি এই ঝগড়ায় মনিষার দলে ছিলেন।

ঐশ্বর্য প্রটেস্ট করতে বলেন : ওহ্ তুই মানুষ ? আমি ভাবতাম আকাশ থেকে নেমে এসেছিস। তুই-ও মান অভিমান করিস ? আমাদের রক্ত মাংসের মতন ?

লেখাটা শেষ হলনা। আবার ক্লিক। এবার শাহরুখ খাঁয়ে। গেলাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও। একটি ফিচার বা গসিপ নিউজ পড়ার জন্য এতবার ক্লিক করতে মন চাইছিলো না। আসলে আমি অতি অলস। জীবন চালানোর জন্য যা করা প্রয়োজন তাই করি এক্সট্রা কিছু করিনা। তাই এই ক্লিকের সমাহারে বেশ বিরক্ত হচ্ছিলাম। যাইহোক দেখি ঐ পাতায় গিয়ে যে শাহরুখ খাঁ য়ের সাথে মনিষার কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি। ব্যস্ আবার ক্লিক। এবার মধুবালা তে। শাহরুখ খাঁ য়ের সাথে মধুবালার কী করে যোগাযোগ হতে পারে ?

লম্ফ দিয়ে গেলাম সেই পাতায় । ওমা লেখা আছে যে শাহরুখ খাঁয়ের মতন সুপারস্টার কোনোদিন মধুবালাকে নায়িকা হিসেবে পেলেন না ।

লাও ঠ্যালা ।

আর্টিকেল এখানেও শেষ না । এবার ক্লিক করুন সোনিয়া গান্ধী তে ।

ভাবলাম : সেরেছে !

এঁরা একবার ক্যাট্রিনা কাইফকে ঝাড় দিয়েছিলেন । কেননা উঁনি বলেছিলেন যে আমি বিদেশিনী তো কি ? রাহুল গান্ধীও তো হাফ বিদেশী ।

ভাবলাম সোনিয়াজী এইসব বলিউডি ঝামেলায় কী করছেন ?

গেলাম ক্লিক করে । লেখা আছে : সোনিয়াজি কোনোদিন শাহরুখ খাঁয়ের সিনেমা দেখেন নি ।

এখানেও শেষ নয় । ক্লিক করতে হবে রাখি সাওয়ান্তে ।

করেই দেখিনা, যদিও বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছেছি ।

রাখী সাওয়ান্তের সাথে সোনিয়াজির কী সম্পর্ক থাকতে পারে ?

দেখি রাখি সাওয়ান্ত বলেছেন যে উঁনি স্বামী রামদেবকে বিবাহ করতে চান তাই সোনিয়াজি ওঁকে হুশিয়ারি দিয়েছেন যাতে উঁনি এই ধরণের কথা রাহুল গান্ধীর সম্বন্ধে কোনদিন না উচ্চারণ করেন ।

আবারো ক্লিক। হাত ব্যাথা হয়ে গেছে। হাত খুলে পড়ার উপক্রম। একটি হাসির লেখা পড়তে গিয়ে উঁহ্!

তবুও কৌতুহলের বশে গেলাম। কোনক্রমে একহাতে শুয়ে পড়ে ক্লিক করছি। দেখি রাখী সাওয়ান্ত কোনোদিন ভাবেননি যে উনি ঐশ্বর্য রাইয়ের মেয়ে আরাধ্যাকে দেখতে পাবেন।

বলেছেন : আরাধ্যাকে দেখতে গেলে আরাধনা করনি পড়েগি।

রাখীর ঠোঁটকাটা হিসেবে বদনাম আছে।

আবার ক্লিক, হাজার হাজার বার ক্লিক। ভাবলাম শেষ ক্লিকটি করেই দেখি!

আর করবো না। এবার ক্লিক করতে হবে আইনস্টাইনে।

উরিব্বাস! রাখী সাওয়ান্ত আর আইনস্টাইন?

এও সম্ভব? রাখী কি আইনস্টাইনকে কবর থেকে উঠিয়ে বিয়ে করবেন নাকি?

করলাম ক্লিক অনেক আশায়। দেখি কি হয়, কি জানি কি হয় --

সে এক বৈশাখে ক্লিক করলাম গসিপ কলমে, জ্যোতিতে হল ক্লিকের জয়----

লেখা আছে : বলিউডি সেক্স বম্ব রাখি সাওয়ান্ত কোনোদিন আইনস্টাইনের নাম শোনেনই নি!

আর ক্লিক নয় কারণ এবার ক্লিক রামকৃষ্ণ তে কী জানি কি হবে এবার যেভাবে জল গড়াচ্ছে --- পাশে বসা এক ব্যাক্তি বললেন : করেই দেখুন না একটা, রামকৃষ্ণকে নিয়ে কী খেলা খেলছে।

ওঁর অনুরোধে করলাম, দেখি লেখা আছে : রাখী সাওয়ান্তকে দেখলে রামকৃষ্ণ খুব রেগে যেতেন : কেন মরতে সেন্ট হলাম ?

এরপরে আর ক্লিক করা সমীচিন হবেনা, ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াচ্ছে মনে করে বন্ধ করতে যাবো দেখি লেখা আছে : এখানে ক্লিক করে আমাদের ধন্য করুন, এক বিলিয়ন টাকার মালিক হবেন নিমেষেই।

লোভ, মানুষের মন তো আর আমি হদ্দ গরীব কাজেই লোভ সামলাতে না পেরে অন্তিম ক্লিক করলাম চিরতরে ক্লিক বন্ধ করার নিমিত্তে। কারণ অত টাকার মালিক হলে ক্লিক করার লোক রাখবো যে বসে বসে আমার হয়ে ক্লিক করবে। এই ভেবে যেই না ক্লিক করেছি দেখি লেখা : পেজ ক্যানট বি ডিসপ্লেড। থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস। ইওর জার্নি টিল দিস পেজ হ্যাস মেড আ বিগ ডীফারেন্স। উই হ্যান্ড আর্ণড আ লট অফ মানি সিন্স ইউ হ্যাভ ক্লিকড্ সো মেনি টাইম্স।

নিচে দেখি বড় করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন লেখা। অর্থাৎ আমি অতি বোকা, এটা অবশ্য আগেই জানা ছিলো আবার নবরূপে জানলাম ।। এতক্ষণ গসিপ পড়ার নাম করে নানান অ্যাডে ক্লিক করছিলাম।

শুধু অ্যাডের পাতাটা একটু ভিন্ন ভাবে তৈরি করে প্রেজেন্ট করা হয়েছে।

নামাবলী

সম্প্রতি এক সাইকিকের কাছে গিয়েছিলাম । নিজে মিডিয়াম বলে প্রায়শই যাই মনের তাগিদে । নিঝুম সন্ধ্যায়, শীতল আবহাওয়া ও বায়বীয় দেহের আনাগোনা মনে মাধুরী ছড়ায় আমার । অনেক আত্মার সাথে যোগাযোগ হল- যেমন হয় । জানা গেলো ওদেরও নাম হয় । দুই আত্মার লেখা বইও পড়েছি । ওদের নাম রাতু ও ভিসপি । নামজাদা কোরিওগ্রাফার **Shiamak Davar** এর স্পিরিচুয়াল গুরুর দুই পুত্র গাড়ি দূর্ঘটনায় নিহত হন । পরে তাঁরা স্পিরিট দুনিয়া থেকে এসে তাঁদের মায়ের মাধ্যমে এই বই লেখেন । মা ছিলেন মিডিয়াম ।

এই বইতে পড়েছি যে স্পিরিটদেরও নাম হয় । তবে নামগুলি কেমন তাই না ?

রাতু ও ভিসপি । ওঁরা ছিলেন ৭০ এর দশকে । কিংবা ৬০ এর শেষদিকে ।

তখন অবাঙালীদের নাম হত বিচিত্র । ওরা আমাদের নামের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকতেন । যেমন আমরা কলেজে পড়তে ওদের নাম দেখা যেতো খগেন কিংবা হরিশ । এইসব নাম আমাদের বাঙালীদের আগের যুগে হত । তবে ওরা এত মিষ্টি করে এগুলো উচ্চারণ করতেন যে শ্রুতি মধুর মনে হত ।

খোগেন না বলে খ্যাগেন, বা ন্যাগেন কিংবা হ্যারিশ ।

আমাদের খগেন নগেন শুনলে মনে হয় দাঁড়ি গোঁফ পেঁকে গেছে এক খুড়খুড়ো বুড়ো লাঠি নিয়ে আসছে। আর ওদের গুলো আসছেন ডেনিম পরে, আর্মানি মেখে।

একবার একটি শিশুকে দেখেছিলাম যার নাম কালীচরণ। ভাবা যায় ? একটি বাচ্চা আসছে যার নাম খোকা কিংবা বান্টি না হয়ে কালীচরণ ?? শুনি কালীচরণকে কোলে নিয়ে আসছে একজন। ভাবলাম : বাব্বা গায়ে নিশ্চয় খুব জোর, পালোয়ান হবেন নাহলে একজন সোমত্ত মানুষকে কোলে নিয়ে আসবেন ! পরে দেখি একটি পুঁচকে বাচ্চা কালীচরণ। ওঁরা বললেন : ক্যালীচারাণ।

পরেরজন আসছেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে। নাম ফণিভূষণ। জানি শিশু আসছে। কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ। হা হা করে উঠলেন। আমাকে কোলে নিতে চান ?? এই বলে।

ভেতরের অন্যজন বললেন : হি ইস ফানী।

হেসে বলি : ভেরি ভেরি ফানি !!!

উহ্ !

কপালের ঘাম মুছে দেখি মেয়েদেরও একই দশা ! মাধুরী, সত্যবতী, ভারতী, মাধবী, আশা !

আমাদেরগুলি কি সুন্দর !

চিরশ্রী, শিল্পিতা, ইরানী, ঈষিকা, লোপামুদ্রা, বহ্নিশিখা, সোহিনী, মন্দ্রিতা ----আর ওরা ?? ☹

কত্তো পিছিয়ে !

আজকাল অবশ্য ওরাও অনেক এগিয়ে এসেছে । কথায় বলে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে ইন্ডিয়া থিংক্স টুমরো । দেখা যাচ্ছে এখনো এইকথাগুলি যথেষ্ট মূল্য রাখে ।

এখন ওদের নাম হয় আরাধ্যা, নৈশা, আরিহন, রায়ান, রিহান, বৃষা, আদ্রা, কল্পা।

অনেকটাই এগিয়েছে নামে । সেই আদ্যিকালের দীপালি, জয়া, নমিতা, উষা আর হয়না । আমার মায়ের যেমন নাম ওদের ঘরে আমার সমবয়সীরও একই নাম ।

বাঙালিরাও এগিয়েছে । অন্যভাবে । আমার এক নিকট আত্মীয় তাঁর কন্যা হওয়াতে আমাকে ধরেন নামের জন্য । ঐ আমি একটু লিখি টিখি শুনে ☺ বলি : দাদাভাই আমি অত বাংলা জানিনা । অভিধান মুখস্থ নেই । তবে শব্দের শিহরণ বুঝি ।

তার মেয়ের ডাক নাম ঠিক করে দিলাম বৃষ্টি ।

খুশি হলেন । আরেকজন এলেন ওয়ার্ড অফ মাউথ থেকে । বিনা পয়সায় পত্রিকা চালিয়েছি, অভ্যাস আছে কাজেই বিনি পয়সায় নাম বিলাই এবার ।

ঐঁর মেয়ের নাম দিলাম স্ফিতা । ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে বললেন : কী করে জানলেন আমার মেয়ে মোটা ?

আমিও অবাক হলাম খুব। সত্যিই জানতাম না। আন্দাজে দিয়েছি। একটু অন্যধাঁচের নাম। এইভাবে চেহারার সাথে মিলে যাবে কে জানে!

ক্রেডিট নিতে ছাড়িনা। বলি : আরে আমার সাইকিক পাওয়ার আছে হে হে!

পাওয়ার কিছু সত্যি আছে, হে হে এমনি হাসি না! শৈশবে বা কৈশোরে মামাবাড়ি গেছি। আগের দিন স্কুলে পড়েছি কালাচাঁদ রায়রার পদ্য। ওখানে গিয়ে একটি ছোকরাকে দেখে মনে হল এর নাম কাঁলাচাঁদ না হয়ে যায়না! সত্যি দেখি ওর নাম তাই। লোকে আমাকে বিশ্বাস করেনি। বাচ্চার বালখিল্যপণা ভেবে ভুলে গেছেন। আমি নিজে জানি এই ব্যাপারটি কতখানি সত্যি। কাজে কাজেই।

আরেকজনের দিয়েছি কেলেভূতিয়া। আবলুস কাঠ না হয়ে যায়না! নামকরণ আগের লজিকে, শুনি সে নাকি ধবধবে ফর্সা। পছন্দ হলনা।

স্ফিতার বাবা মানে ঐ ভদ্রলোক এরপরে জনা ৫০ য়েক মানুষ এনে হাজির। নাম ঠিক করে দিতে হবে!

বিনা পয়সায় সাইকিক নামকরণ করবেন চাট্টি খানি কথা!

আমিও নামের ওয়েবসাইট খুলে এক এক করে দিয়ে যেতে লাগলাম।

পরিমিতা (পরিমিতি ক্লাসের কথা মনে হতে পারে), অনুষ্টুপ (শুনলে ফুলস্টপ মনে হয়, কদাকার নাম !) দিতি (আগের জেনেরেশানে কেউ ভয়ে দিতেন না কারণ দৈত্যদের মাতা), ধৃতি, অসুরা (একই লজিক দিতির মতন), হিব্বা,

টোর্সা (তোর্সা নদীকে একটু বেঁকিয়ে) এবার কঠিন নাম কিছু :

দোদুল্যমান, বিশ্বমিত্র, প্রজাপতিকা, তুলিকণাদ্রষ্টা, বিংহলা, বৃশ্চিকা, দ্রংষ্টা,ফুল্লরাপায়ী, নিপিশিনা, শীর্ষপতিকা, ভ্রমরাঞ্জলি, বোবাকিনি, হিড়িম্বালিনী, নগ্নিকামালী, কষ্টিকা, কোন্ঠ্যকাঠিন্যময়ী, ঐন্দ্রিকা,সমাভাষণজিৎ, দোবারুচুণী ---আরো কত। হল এইসব নামও পছন্দ।

এবার লোকে বলে আরো আধুনিক নাম চাই। দিলাম ঠুকে একটি : চেয়ার। একজন নিলেন অন্যজন নিলেন না। বললেন : কেমন জড় ভরত মার্কা। বলি : বেদ ফেদ পড়া আছে কি না ? জানেন না সব কিছুর চেতনা হয় ??

ওরাই বা বাদ যায় কেন ?

ভদ্রলোকের কি মনে হল বললেন : তবুও একটু প্রাণ আছে টাইপের হলে ভালো হয় !

বললাম : তুলোর সোফা। পুরো নাম তুলোর সোফা চ্যাটার্জি। বা আরাম কেদারা ঘোষ। মশারি পাল। কাপপ্লেট দত্ত। কার্পেট ঝাড় দিচ্ছো না কেন সেনগুপ্ত।

জমে গেলো। আরো লোক আসছে। নাম ব্যাবসা ভালই চলবে। এবার থেকে টাকা নেবো। বিজনেস রেজিস্টার করলাম। ব্যাবসার নাম নামাবলী ইনকরপরেশান।

এবার প্রতি নামে টাকা নিই। বেশি আধুনিকের জন্য এক দাম অত্যাধুনিকের জন্য আরেক।

একজনের নাম হারজিৎ ধর। পুত্রের নাম চাইলেন। ঠিক করে দিলাম ড্র। মানে ড্র ধর। উনি হার কিংবা জিৎ কে ধরতে চাইছেন। আমি একেবারে ড্র এনে দিলাম। উনি হেসে খুন।

যাঁরা ফাংকি নাম চান তাঁদের জন্য ঐ চাক্কি, টক্কা, ডিংকি, ঝিন্ডি এসব আছে।

শ্রুতিমধুর চাইলে : দেয়ালি, ঐকতান, ঐশী, মেম, শৌণকি।

আবার এক প্যারা নাম চাইলে :

মেঘের পরে মেঘ জমেছে

তারপরের জন : আঁধার ঘনিয়ে আসে।

বিস্তীর্ণ দুইপাড়ে অসংখ্য মানুষের

আবার দেওয়া যায় : কাল রইবে কিনা কে জানে।

একটু রাস্টিক ক্লাসের জন্য :

প্রেম কেঁদেছে কচু বনে

অথবা :

সখা নাকে নোলক পরে নাচো দু হাত তুলে !

এইসব।

নাম ব্যবসা করে আমি ধনী।

বড়লোক হবার আমার বহুদিনের শখ।

শখ মিটলো তাহলে।

আমাদের এক পরিচিতের নাম ছিলো সেইকালেই কসমোনটিকা আর অ্যাস্ট্রোনটিকা। দুই বোন।

আবার কসমোলজি, সুইটমিতা, ডেয়াশা (ধোঁয়াশার মত) কুহেলিকা আর ভৌতিক। এগুলো রিয়াল লাইফ থেকে নেওয়া।

কলেজে একজনকে চিনতাম যার নাম ছিলো হলো। **হলো বোস।**

কলেজ ছাড়ার সময় একদিন ওকে রাস্তায় দেখে ডাকি -- এই হলো শোন !

ও মেয়েদের সাথে বেশ কেতা মেরে যাচ্ছিলো। প্রেস্টিজ পাংচার। চোখজোড়া পাকিয়ে বলে : আই অ্যাম নট হলো ডিয়ার অ্যাসহোল। মাই নেম ইজ পুষ্পিত পল্লব বাসু।

এতো সুন্দর নাম কী করে হলো হল জানিনা আজও। আমি যেমন স্কুলে ছিলাম গায়েত্রি কিংবা গাগরী। গার্গী কেউ বলতে পারতো না। অবাঙালীরা তবুও পারতো বাঙালী পা পিছলে আলুর দম।

এখানে আমি গাডি কিংবা গার্জি।

আমার এতো অপরূপ নামখানি কেউ উচ্চারণ করতি পারে লাই গা !

ডেয়াড্রি নামও বাঙালীর। ডেয়াড্রি সেনগুপ্ত। বাবা পল্টু সেনগুপ্ত। পল্টুর মেয়ে কি করে ডেয়াড্রি হল জানিনা।

আবার আরেকজন কে চিনি যার পুত্রদের নাম জর্জি, রর্জি, ফর্জি (ফৌজি নন) এবং বুর্জি (বুর্জুয়া নন) এগুলোও রিয়ল লাইফ। ওঁরা

লাহিড়ি। আরেকজন আছেন লহরী লাহিড়ি। ঘোষা ঘোষ। বসুমতী বসু। রায়া রায়। মিত্রা মিত্র। পলা পাল।

আর আছেন অ্যাঞ্জেলাএনা (নট অ্যাঞ্জেলিনা জলি) দাস। আমার পড়শী, কলকাতায়।

মুকুন্দমিতা আমার ক্লাস মেট।

আগামী শতকে নাম হবে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসের নামে। অথবা অসুখ।

লেপটো স্পাইরি ইকটারো হেমারেজিকা মুখোপাধ্যায়।

অথবা ইবোলা ইবোলা টেরিটেরিকা পালচৌধুরী।

গ্লিও ব্লাস্টোমা পালিত। অডিনোকারসিনোমা ব্যানার্জি। এগুলো সব ক্যান্সারের নাম।

ভালো লাগছে তাই না ?

লাগবেই তো। নাম তো আর নাম নেই হয়ে গেছে পাগলামি।

নামের আসল উদ্দেশ্য ভুলে আমরা হয়ে উঠছি অ্যাডভেঞ্চারাস, ভেঙে ফেলছি দন্ত পাটি ---জড়িয়ে একুশ শতকের জিন্স নামাবলি ।। এখন পসার বাড়বে দাঁতের ডাক্তারের। আগামী শতকে : জয় দন্ত চিকিৎসকের জয়।

কৈশোরে রাতে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠতাম। কাকু বলতেন : কী হয়েছে ? বলতাম: স্বপ্ন দেখেছি যে আমার সবকটা দাঁত

পড়ে গেছে। ফোক্‌লা হয়ে গেছি। কাকু বলতেন : তো কী হয়েছে, বাঁধানো দাঁতে খাবি।

বাঁধানো দাঁতকে আমার খুব ভয়। কেমন মনে হয় মাংসের হাড্ডি মুখে নিয়ে বসে আছি সারমেয়দের মতন। এখন দেখছি নামাবলি ধারণ করলে তমন অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। ২৫ বছরের ফোক্‌লা যুবতী আসছেন।

ভাইয়ের নাম ধরে ডাকতে গিয়েছিলেন :

কিংকর্তব্যবিমূঢ়াকুঙ্মটিকাদংষ্ট্রানিরাবরণজিৎ -----

হেন হার হাই ফাংশান

সম্প্রতি আমার এক পরিচিত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে হাসপাতালে আমি হঠাৎ হো হো করে হাসতে আরম্ভ করি। লোকেরা খুব অবাক হয়ে বলেন : একি এইরকম সময় আপনি এত হাসছেন কেন ?

মৃদু স্বরে বলি : নিজের রম্য রচনার কথা মনে পড়ে গেছে তাই !

উনি বলেন : রম্য রচনা পড়ে তো লোকে হাসবেই।

বলি: আজ্ঞে না, আমি এরকম মানুষকেও চিনি যারা রম্য রচনা পড়ে কেঁদে ফেলেন।

আসলে গিয়েছিলাম একটি এন আর আই ফাংশানে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবো ভাবছিলাম। তাতেই বিপত্তি।

পর পর সিন গুলো মনে পড়ে গেলো। আর মরণাপন্ন রুগীর পাশে বসে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি আমি ! লোকে পাগল, অভদ্র যা খুশি ভাবছে। ভাবুক গিয়ে ! হু কেয়ার্স?

শুরুটা হয়েছিলো এক রবিবার বিকেলে। ঘনেশ ট্যারা মিস্টার রামপাল আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন। আমি এখানে গাড়ি চালাই না। লাইসেন্স পাইনি ইন্সুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়বেটিস বলে তাই আমাকে কেউ না কেউ সর্বদা ক্যারি করে। যেমন ট্রেনের বাঙ্কে, লোকে ট্রাঙ্ক তুলে রাখতো সেরকম আমি মালবাহকের ঘাড়ে চেপে বাঙ্কে উঠে পড়ি আর কি ! এখন ট্রেনের নাম মিস্টার রামপাল। কেন ওকে ঘনেশ ট্যারা বলা হয়

সেটা আগে বলি । লক্ষ্মী ট্যারা শুনেছি, হয়ত সরস্বতী ট্যারাও হয় ।কিন্তু ঘনেশ ট্যারা ? জানা গেলো উনি টেরিয়ে গণেশ দেখেন । আদতে গণেশ এর মূর্তি কালেক্ট করেন । কারো বাড়ি গণেশ থাকলে টেরিয়ে দেখে নেন ও সুযোগ বুঝে পকেটস্থ করেন তাই নাম গ-থুরি ঘনেশ ট্যারা ।

মিস্টার রামপাল আমাকে একটি জবরদস্ত সিটে বসিয়ে দিয়ে গেলেন । একদম প্রথম দিকে এই সিট । পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব ।

এক এক করে এন আর আই রা আসছেন স্টেজে । এদের দেখলেই বোঝা যায় কে কবে দেশ ছেড়েছেন । যে যেই সময় দেশ ছাড়েন সেইসময়ের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকেন । যেমন যার সাধনা কাটের লকস্ উনি সেই নায়িকা সাধনার সময় দেশ ছেড়েছেন । যার মাধুরী দীক্ষিতের মতন সাজগোজ উনি মাধুরীর সময় ছেড়েছেন, এইরকম ।

এককোণে বীণা নিয়ে বসে মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায় । টুং টাং করে চলেছেন । শ্রুতিমধুর কিছু নয় বাজাতে হয় তাই । ঘাড়ে করে বয়ে এনেছেন বাসা থেকে । কবিতার সাথে সংগীত ।

প্রথমেই কবিতা পাঠের আসর । স্টেজে উঠলেন মিসেস চন্দ্রগুপ্ত । বিয়ের আগে ছিলেন চন্দ্র পরে গুপ্ত হয়েছেন, মৌর্য্য সম্রাট !

আগে শুধু গুপ্তই লিখতেন । আজকাল ইন্ডিয়ায় দুই দিকের পদবী ব্যবহার করেন মেয়েরা তাই উনিও কাগজে সইসাবুদ করে চন্দ্রগুপ্ত হয়েছেন ।

একটি কবিতা পড়লেন । মনে হল ওড়িয়া ভাষায় লেখা কিংবা অহমিয়া । আমি দুটোর কোনটাই জানিনা । আবৃত্তির ভঙ্গিমা সুন্দর । ভাষা যাই হোক । তরতর গাধুলু নইলো মারম্বসি ----গোছের কিছু পড়ছিলেন ।

স্টেজ থেকে নামতেই হাততালিতে ফেটে পড়লো অডিটোরিয়াম।

উনি আমাকে হেসে জিজ্ঞেস করলেন : কেমন লাগলো ?

আমি: দারুণ। কোন ভাষা ?

-কেন ? বাংলা !

-সে কি ? কোন যুগের ? কার লেখা ? লাউসেন না বড়ু চন্ডীদাস ?

-আমি তো এরকমই জানি। এইভাষাই পড়েছি। বক্কার সময় থেকে তো এই ভাষাই চলেছে। বক্কা একবার বলেছিলো যে : বাংলা ভাষার আমিই রূপকার রবীন্দ্রনাথ নন !

-বক্কা ? হু ইজ বক্কা ? দা গ্রেট বঙ্কিম চন্দ্রা ? আপনি ওকে দেখেছেন ? ওর সাথে আপনার কথা হয়েছে ? দূর্দান্ত ব্যাপার। আমি ওঁর বিশাল ফ্যান।

-আরে নানা, মুখটা কাচুমাচু করে ভদ্রমহিলা বলেন : ঐ কাগজে ওঁর বক্তব্য পড়েছি।

আমি হেসে বলি : আপনার এই ভাষা আজকাল চলেনা তাই ধরতে পারিনি যে এটা বাংলা। আধুনিক কবিতার ভাষা বদলে গেছে।

উনি জানতে চান -সেটা কেমন ?কী করতে হবে ওঁকে?যাতে বাংলা বলে মনে হয়।

বলি : বিশেষ কিছুই নয়। আপনার কবিতাটি উল্টোদিক থেকে লেখা শুরু করুন। আধুনিক কেন অত্যাধুনিক কবিতা হয়ে যাবে। মহিলা

হেসে সরে যান ।বেণী দুলিয়ে । বেণী মানে হয়ত সুপ্রিয়ার সময় দেশ ছেড়েছেন । সুপ্রিয়া পাঠক নন, উত্তমপ্রিয়া । দেবী ।

পরে অসমের ভুলোমণি হাজারিকা বললেন: এই যে কবিতার ভাষা, এটা অহমিয়া।

জানতে চাই : আপনি কোথায় পড়েছেন ?

ভেবেছেন আমি কলেজের কথা জিজ্ঞেস করছি । ক্ষুদে চোখে চমক এনে বলেন : ময় ভুলোমণি হাজারিকা ।কটনো কলজো পড়িছু ।

কলকাতা থেকে এসেছেন লেখিকা স্তনধরা রায়চৌধুরি । বয়স আন্দাজ ৪৫ । রোগাপাতলা । মোট ১০০ জনকে টপকে এসেছেন অর্থাৎ ১০০ জন আসার জন্যে মুখিয়ে ছিলেন । ভদ্রমহিলা বাস্তব ঘেঁষা লেখা লেখেন । লেখায় কোনো substance থাকেনা, শুধু মনহরণ করার জন্য লেখেন, ভালো রকম যৌন সুড়সুড়ি থাকে । তার জন্যেই বিখ্যাত । আদতে খবরের কাগজ পড়ে নিউজ আইটেমগুলিকে নানান চরিত্রে বেঁধে গল্প লিখে দেন । যেমন সদ্য ভুবন কাঁপিয়েছেন মমতার কার্টুন কারিগরকে ধরে নিয়ে যাওয়া এই সাদামাটা বিষয় নিয়ে যৌন লেখা লিখে । লোকে বলেন : এর টার্গেট অডিয়েন্স যে সোসাইটির কোন ক্লাস কে জানে !অস্কার ওয়াইল্ডের মতন যৌনতাকে শিল্পে নিয়ে যেতে সবাই পারেন না । বেশির ভাগই যা লেখে তা হল বটতলা ।

ওঁর নামটা খুব ভালগার । জানতে চাই কেন । বলি : ধরুন আপনি স্কুলে প্রাইজ পেলেন । হেডু কি বলে অ্যাড্রেস করবেন ? এবার প্রাইজ পেলো ড্যাশ ড্যাশ ধরা -- তা উনি বলেন : এটা হল সেক্সের যুগ তাই এরকম নাম দেখেই লোকে হেসে বই কিনে নিয়ে যাবে । এস এম এস জোক আছে এই নিয়ে জানেন না ? হাউ টু মেক আ বুক বেস্ট সেলার ? টু পুট

আ গার্ল অন দা কভার অ্যান্ড পুট নো কভার অন দা গার্ল। আমার আসল নাম সুরধরা রায়চৌধুরি। এই অশ্লীল নামের কারণ ঐ বই বিক্রি হলেও আসলে আমি আমার বক্ষযুগল পুরুষ ও লেসবিয়ান সম্পাদকদের ধরিয়ে ধরিয়েই নাম করে ফেলেছি। আপনাকে বললাম শুধু, কাউকে বলবেন না কিন্তু এটা আমার ট্রেড সিক্রেট। আপনাকে দেখে মনে হল সব খুলে বলা যায়। বলি : খোলার কিছু দরকার নেই যা বলার বলে যান।

বলেন : আর আমি মোটা টাকার বিনিময়ে লিটিল ম্যাগাজিনের লেখকদের বইয়ের প্রথম পাতায় নিজেকে সাহিত্যিক পরিচয় দিয়ে কয়েক কলম লিখে দিই। যে এইসব লেখা পড়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। লিটিলের লেখক পরে সেটা নিয়ে চালিয়াতি করে। সাহিত্যিক ড্যাশ-ধরা আমার বইয়ের ইয়ে লিখেছেন যে ওর খুব ভালো লেগেছে।

স্টেজ কাঁপিয়ে আসছেন মিসেস ডাটা (দত্ত)। ৬৫ বছর বয়স। কেউ বুড়ো বললে চটে যান। তাই লোকে ওকে কচি খুকি মিসেস ডাটা বলেন। সপ্তাহান্তে বাজার করতে গিয়ে সব বাজারের ওপরে, ট্রলিতে কয়েকটি স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট রেখে দেন যাতে লোকে ভাবেন উনি এখনও ঋতুমতী হন। তো এই ফাংশানে ইনি নাচবেন। আধুনিক বলিউডি ধামাকা। আজকালকার লিরিসিস্টরা আরো সাহসী। এটা ফিউশান ল্যাঙ্গুয়েজের যুগ, তাই হরেক ভাষার মিলন ক্ষেত্র এক একটি রি -মিক্স কিংবা নির্ভেজাল গান।

চোলি কি পিছে কেয়া হ্যায় এর আধুনিক ভার্সান হল : বুবস্ কে নিচে কেয়া হ্যায় বুবস্ কে নিচে ! এন আর আইরা ততটা বোল্ড নন। নিজের দেশের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকতে চান, খারাপ জিনিস ছেলেপুলেদের সামনে আনেন না বড় একটা। ওরা বলেন : ইন্ডিয়া দারুণ মেরা ভারত

মহান । ওখানে কেউ সেক্স করেনা । ছেলেমেয়েরা আকাশ থেকে ডাইরেক্ট হাসপাতালের বেডে এসে পড়ে ।

তাই স্থির হয়েছে আরো একটু ভীতু মানে অন্য গানের সাথে নাচবেন ৬৫ বছরের কচি খুকি মিসেস ডাটা ।

কাঁচুলি পরতে হবে । নাচের ওরকমই ক্রাইটেরিয়া । মেয়ে বিদেশী পোশাক পরে । তাকে ভারতীয় পোশাক পরাতে চান । তাই কলকাতার শ্রীরাম আর্কেড থেকে জরির সালোয়ার কামিজ কিনে এনেছেন । তারই ওড়নাটি বুকে বেঁধে কাঁচুলি এস্টাইলে মাউন্ট এভারেস্ট ও গডউইন অস্টিনের মতন বক্ষযুগল কাঁপিয়ে শুরু হল প্রলয় ভালগার নাচন --

আরে ধক্ ধক্ করনে লাগাহ্ ---ও লাগাহ্ --

আমার পেছনের সীটে ডক্টর তরফদার, পেশায় জিওলজিস্ট । সবসময় মহিলা মহলে গিয়ে বসেন আর অশ্লীল জোকস্ শোনান । আমার পাশে চন্দনা । স্কুলে পড়ায় । ওকে ডেকে বললেন : আচ্ছা চন, তোমরা মেয়েরা বুকে এরকম দুটো ভারী গ্রানাইট পাথর বেঁধে চলাফেরা করো কেমন করে ? এই দেখো না মিসেস ডাটা এমন স্টেজ কাঁপিয়ে নাচছেন যে মনে হচ্ছে বক্ষভারে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যাবেন ! বলে হেসে ওঠেন ।

আমি কটমট করে ওর দিকে তাকাই । চুপ করে যান । পরে পেছন ঘুরে জানতে চাই : চ্যাট করেন ?

-হ্যাঁ ।

-ইয়াহু না জিমেল ?

- যখন যেটা সুবিধে হয় ।

-আপনার স্ক্রিন নেম কি ?

- যোনিদা। চ্যাট পাড়ায় যোনিদা।

-ঠিক জানেন ?

- হ্যাঁ রে বাবা।

-সত্যি কথা বলছেন?

-আরে বাবা হ্যাঁ রে হ্যাঁ।

হেসে বলি : আমার মনে হয় আপনার নাম পাল্টে করা উচিৎ জনিদা। এইসব টিপ জোকস্ বলে কি আনন্দ পান আপনি ? চ্যাট সংস্কৃতির ফসল এইসব ভাষা ?

- আসলে জানেন তো কোকেন নেবার সাহস নেই তাই এগুলো করেই মনের ক্ষিধে মেটাই। বিয়ে করিনি কিনা ! মেয়েদের ভয় পাই ভীষণ তাই ছাদনা তলায় যাইনি। কলকাতার বস্তি বাড়িতে মা ও বৌদিমণি-কূলের রণচন্ডী রূপের কল্যাণে বাবা ও দাদাদের করুণ অবস্থা দেখে ভীষণ ভীষণ টেররাইজ্ড্।

ওদিকে স্টেজে তখন বুলন। বুলন ঘোষ। ও স্পিচ দেবে। ভারতীয় সংস্কৃতির আনাচে কানাচে এই টাইটেল নিয়ে। যিনি স্পিচ লিখে দিচ্ছিলেন উনি দেখলাম প্রতিটি লাইনের পরে ড্যাশ ড্যাশ কিংবা কমা কমা দিয়ে লিখেছেন। আসলে বুলন তোতলা। মানে কথায় মালগাড়ি। তাই সুপার ফাস্ট ট্রেনের মতন স্পিচ পড়া সম্ভব নয় অথচ ওর বাবা-ই এই এন আর আই ফাংশানের আয়োজক তাই হেভি ওয়েট কিছু ওকে দিতেই হবে ! তাই ঐ ড্যাশ ও কমা ফমার ব্যবস্থা। যাতে ঐ গুলো যখন আসবে ও ত ত করে পরের কথাটা ধরতে পারে। আমার কলেজে এক

সহপাঠী ছিলো জীবন চক্রবর্তী নামে। ওর রোল নম্বর ছিলো ৬৭ আর ও ছিলো তোতলা। ৫৭ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ত ত করতো। আমি একবার ইন-অর্গানিক কেমিস্ট্রি ক্লাসে হেসে ফেলেছিলাম। খুব বকা খেয়েছিলাম স্যারের কাছে। আমার কলেজের কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স এর বেশির ভাগ ফ্যাকাল্টিই আমার বাবা মায়ের পরিচিত কিংবা সহপাঠি ছিলেন। খুব বকেছিলেন, বাড়িতে জানাবার হুমকি দেন।

তাই এইবার মুখটা গম্ভীর করে বসে থাকি। অন্যরা হাসছিলো। সেটা ও তোতলা আর স্পিচ পড়তে উঠেছে বলে। কারণ পড়ার সময় ঐ ড্যাশ ও কমার জন্য জায়গা মতনই কথা বার হয়ে আসছিলো। ত ত না হয়ে গড়গড় করে। মালগাড়ি চলেছে রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন।

মিসেস পাকড়াশি। দেখতে কদাকার। বিয়ে হয়েছে এক প্রযুক্তিবিদের সাথে। ভদ্রলোককে ইমোশন্যালি ব্ল্যাকমেল করে বিয়ে করেছেন বলে গুজব আছে। ভালোমানুষ, পড়ুয়া পাঁঠা ভদ্রলোক ফেঁসে গেছেন মায়াবিনীর জালে। লোকে বলে : একে দেখলে পাকড়াশিদার শরীর জাগে ? নির্ঘাত উনি আগে প্যামেলা অ্যান্ডারসন কিংবা সেক্স টুনের নগ্ন ছবি দেখে তবেই শয্যায় যান। কারণ ভদ্রলোকের সাতটি সন্তান। এখানে সন্তান হলে সরকার টাকা দেয় কারণ লোক সংখ্যা বেশ কম। অষ্টম সন্তান হয়ত হবে, আরো টাকা ব্যাঙ্কে জমা হবে এইরকমই ভেবেছিলেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে ওর বাচ্চা হবার বহর দেখে একদিন তুলে নিয়ে গিয়ে পথচারী সারমেয়কে যেরকম কলকাতায় করা হয় সেরকম নাসবন্দী করে দেয়। ব্যস্, বাচ্চার দফারফা অর্থাৎ শিশু প্রসব ব্যবসার।

মণিপুরের ডোম্বা। আসল নামটা খটমট তাই আমি ওকে এই নামেই ডাকি। ও দেখাবে শ্রীকৃষ্ণে রাসলীলা। স্টেজে নামলো। কেষ্ট ঠাকুর সেজে।

সাথে হাজার হাজার গোপিনী। ও আবার রাসলীলার সময় গোপিনীদের বস্ত্র হরণ গোছের কিছু করবে।

স্টেজ তো বিদেশের তাই ওতে আধুনিক সুইমিং পুল। এখানে মেয়েরা তো সবাই স্বপ্নবসনা তাই কোরিওগ্রাফারের মনে হয়েছে যে নতুন কিছু দেখানো যাক-- স্বল্পবসনা তেমন খাবে না লোকে, সেইজন্যে স্থির হয়েছে যে হবে বস্ত্র হরণ নয় আদতে বস্ত্র বরণ। কৃষ্ণ এসে সুইমিং পুলের পাড় থেকে ওদের জামাকাপড় চুরি না করে আরো জামা রেখে যাবে। ডোম্বা এক গাদা জামাকাপড় নিয়ে এলো ঝুড়ি করে যেমন ভাবে কয়েন লন্ড্রিতে নিয়ে যায় লোকে ! তারপর কয়েকটি রেখে হস্ করে পড়ে গেলো স্টেজে। ওর নাকি মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। আগের দিন কোন অ্যাফ্রিকান রেস্তোরাঁতে কাঁচা মাংস খেয়ে এসেছে কোন ডিশে তাতেই ফুড পয়জন।

--আরে বাবা ভাজা পোড়া খাওয়া পেটে কি ওগুলো সয় ?? বললেন নন্দিতা বৌদি।

সোনালী পল বলে ওঠে : আরে রে রে, বুঝলি না ব্যাটারি খতম তাই MMS (*Multimedia Messaging Service*) বন্ধ হয়ে গেলো হট করে।

ইদানিং কোন শোয়ে অভিনেতা পরেশ রাওয়াল এর স্টেজে অজ্ঞানের এস্টাইলে নাকি ও আসলে ওটা করেছে। পৈটিক কিছু হয়নি। ইচ্ছে করে করেছে, সেটা পরে জানা গেলো।

---বিখ্যাত ব্যক্তিদের কপি করার হিড়িক আর কি ! অসুখও বাদ যায়না -অডিটোরিয়াম কাঁপিয়ে হেসে বলেন স্খুলাঙ্গী নন্দিতা বৌদি।

লোকে ভূমিকম্প ভেবে অহেতুক ছোটাছুটি শুরু করে।

রবি চাউড্রি (চৌধুরি) কে জিজ্ঞেস করলেন নন্দিতা বৌদি : আপনি তো নিজেই এন আর আই তবে কেন এদেরকে নিয়ে সারকাস্টিক লেখা লেখেন ?

চাউড্রি লেখক। মধ্যভারতের মানুষ।

-হো হো হো করে দিলখোলা হেসে বলেন : আরে আমি বড় অ্যাওয়ার্ড চাই আর সেটা দেবে ইন্ডিয়ান গভর্মেন্ট। ইন্ডিয়া থেকে প্রাইজ পেতে হলে এন আর আইদের কপচে লিখতে হবে। তাতেই যেগুলো আসতে পারেনা এখানে ওগুলো খুশি হবে, বই বিক্রি বাড়বে সেই সাথে বড় প্রাইজের সম্ভবনা। সিম্পেল স্ট্র্যাটেজি।

মিসেস সুরভি দত্ত বোস দাস ডাইসন দীক্ষিত সিংহ সাহা এগিয়ে এলেন। পরণে ইককৃত শাড়ি।

আসলে উনি বহবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাই টাইটেলের ঘনঘটা। বারবার তো আর কাগজ কলম করে বদলানো যায়না ! বর্তমান স্বামী চক্কানিনাদ সাহা।

মিসেস সুরভি -সুবিশাল পদবীধারী নিজেকে মধুবালা মনে করেন।

-আমাকে সবাই বলে আমি মধুবালার মতন।

- হু ইজ মাড়ুবালা ? কিশোর রকির প্রশ্ন। অবাঙালী ছোকরা।

- বহৎ পুরানা হিরোইন আছেন। মিসেস সুরভি ভাঙা হিন্দিও বলেন।

জয়ন্তী দেব বলেন : মধুবালার কোন জায়গাটা ? মুখটা তো ওরকম নয় আপনার ?? আর আপনার পতিরা কি কেউ দিলীপ কুমার কেউ দেবানন্দ ??

-এই নিন, মুর্গি ভাজা খান। প্লেট বাড়িয়ে দেন সম্প্রতি ভদ্রলোক হওয়া ডক্টর তরফদার। এখন ওকে মেয়েদের মধ্যে নয় পুরুষদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

নটবর পাকড়াশী এলেন হন্তদন্ত হয়ে। ওর ছোট মেয়ের নাকি পরেরদিন বার্থ ডে। পার্টি দিয়েছেন বড় হোটেলে। কাজ করেন পিওন হিসেবে পোস্ট অফিসে। আসলে এখানে অনেকেই পার্টি দিয়ে গেস্ট দের নিজের পয়সায় খেতে বলেন। এরকমই রীতি। নটবর ও সেরকম। নিজের পয়সায় যত পারো খাও। তাই পার্টি যত বড় হোটেলে পারো দাও। স্টেটাস থাকে তাতে।

ডক্টর তরফদারকে জিজ্ঞেস করি : যাবেন তো জন্মদিনে ?

হেসে বলেন : আমি বাল যাবো। নিজের পয়সায় কে খাবে ??

মুখটা ভেচকে বলি : এখন তো আর কলকাতার বস্তিতে নেই, এখন অস্ট্রেলিয়াতে। মুখের ভাষাটা বদলান।

হে হে গোছের একটি হাসি দিয়ে সরে গেলেন।

এর মাসতুতো ভাই মুখার্জী। আমাদের ভিকটোরিয়া স্টেটের স্বঘোষিত পুরুৎ। এদের আত্মীয় পরিজনেরাই সব পুজো করেন বাঙালী মতে মানে

হোল ফ্যামিলি পুরুৎ গিরিতে নেমে পড়েছে ।আমি দক্ষিণ ভারতীয় মতে পুজো দিতে অভ্যস্ত, তাই এদের ডাকি না।

মুখার্জী নাস্তিক। তবুও পুরুৎ। গুচ্ছের পাঁচালি কিনেছেন। সেই দেখেই অং বং চং সারেন। এক্সট্রা ইনকাম আর কি ! একবার বিয়ের সময় অকৃতদার দেবতা কার্তিক এর পুজোর মন্ত্র পড়ে দিয়েছিলেন। ধরে ফেলে পাত্র যে কিনা সংস্কৃতে এম এ। এখানে এসে আই টি নিয়ে পড়েছে। কম্পিউটারে সংস্কৃতের লজিক দিয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টি করছেন। সেইসব করেন।

হঠাৎ গানের আসর। তুমুল শব্দে গান শুরু হল। কান ঝালাপালা। গাইছেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মিসেস ঢ্যাং। এত জোরে যে কর্ণ কুহর ফেটে যাচ্ছে।

তা না না ধে রে ধে রে --- মেরে কেটে রে ---

পরে শুনলাম ঐ সঙ্গীত ব্ল্যাকদের জন্য। সভায় একটিও ব্ল্যাককে দেখিনি। মানে অ্যাফ্রিকান। শেষে বুঝলাম ব্ল্যাক মানে ভদ্রভাষায় কালা। সেই কালাদের জন্য গান। অনেকেই হিয়ারিং এড খুলে রেখেছিলেন।

আর আমি তখন ব্ল্যাকদের দলের নব সদস্য প্রায় ! কর্ণ কুহর আমার নেই আর।

শো শেষ হতে চলেছে। আধা ইংলিশ আধা বাংলায় বক্তৃতা রাখছেন এক সংগঠক। বাংলার অংশটা বেংলিশে লিখে এনেছিলেন।

শেষ আইটেম : মেণকার কোন সে এক সাধুর ধ্যান ভঙ্গ।

সবাই ফিসফিস করছে মেণকা কার ধ্যান ভঙ্গ করেছেন।

কেউ বলেন দূর্বাসা, কেউ কণ্ব মুনি কেউ বা বাল্মিকি।

বেদ পড়ে ছোকরা রোহিতাশ্ব বসু। এক্সপার্ট। সে গম্ভীর মুখে বলে : ওটা বিশ্বামিত্র হবে।

এই নিয়েই তুমুল আলোচনা। এমন সময় স্টেজে উঠলেন মেণকা। আমাদের খুউব পরিচিতা ডাক্তার দিব্যা ভারতী।

কোনো বয়ফ্রেন্ড বাগাতে অক্ষম। মুখটা নাকি তারকা রাক্ষসীর মতন অবশ্য নিজেকে মনে করেন ক্যাট্রিনা কাইফ। তা মনে করতে কি ? পয়সা তো লাগেনা ! লোকে বলে ডিব্বা ভর্তি ওর স্তনের সাইজ এবং ঘনত্ব দেখে। এমন পোশাক পরেন যে না পরারই সামিল। মাইনাস ২-৩ ডিগ্রী তেও নগ্নিকা হয়েই থাকেন।

গরম জামা তো সুদূরে,জামাই নেই তো গরম জামা !

-বলে ওঠেন এক রসিকা।

ডিব্বা ভর্তির বাবা মা তাদের চার ভাইবোনকেই চিকিৎসক করেছেন। তিনজনের অন্য কিছু হবার বাসনা ছিলো কিন্তু বাবা মা রাজি হননি। মধ্যবিত্তের বড়লোক হবার সোজা রাস্তা ডাক্তার হওয়া।

এখন বাড়ির ড্রয়িং রুমে ফুল টুল না রেখে কঙ্কাল, হাড্ডি, দাঁত রাখেন। ওগুলো শো পিস। করোটিতে করে চা পান করতে দেন। চিনি দিয়ে গোলার সময় ব্যবহার করেন হাড্ডি।

-নাচের ক্লাসে কোনোদিন এক্সট্রা ছাড়া রোল পেত না কোনো ফাংশানে। রাণীর সখী কিংবা রাজার বাড়ির চাকরাণী। এইসব। একটু আধটু হাত টাত ঘুরিয়ে চলে যেতো। এখানে একদম মেণকা! লোমশ, চ্যালাকাঠের মতন হাত ঘুরিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। নানা ভঙ্গিমার পরে স্টেজে নেমে আসেন আকাশ থেকে একি বিশ্বামিত্র কৈ? এ তো স্বয়ং ব্রহ্মা! চারমাথা!

ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ করলেন মেণকা। পেছন থেকে দুষ্টু এক ছেলে ফোড়ন কাটলো : ইন্ডিয়া হলে এটাকে ঘাড়ে ধাক্কা মেরে স্টেজ থেকে ফেলে দিতো! শালা এ কি নাচ? মনে হচ্ছে ঝ্যাঁটা নিয়ে মেথর রাস্তা ঝাড় দিচ্ছে!

ধ্যানমগ্ন নন, ধ্যান ভঙ্গ হওয়াতে ব্রহ্মা চার মাথা দিয়ে কিস করতে আরম্ভ করলেন মেণকাকে। কোনটা বাটারফ্লাই কিস, কোনোটা ইয়ার লোব তো কোনোটা ফ্রেঞ্চ কিস।

স্বয়ং ব্রহ্মাকে পেয়ে সে কি চুম্বন ডিব্বা ভর্তির! কৌমার্য ভাঙলো কুমারীর।

ব্রহ্মাও ডিব্বায় বিস্কুট খুঁজছিলেন কিনা দেখা হয়নি!

খু-উ- ব ফ্রেঞ্চ কিস হচ্ছে চাকুম চুকুম করে, একেবারে মেণকার কণ্ঠনালী চেটে আনছেন ব্রহ্মা, মেণকা মাথায় দিলো না ঘোমটা, মেণকা সুযোগ পেয়ে একেবারে ল্যাংটা! এগুলো এন আর আই প্রতিষ্ঠিত পুরুষ! কে বলে ল্যাংটার নেই বাটপারের ভয়? এতো বাটপারই চায়!

শ্রেণকা অভিনেত্রী ও নাচিয়ের থেকে বেশি পার্সোনাল। পোশাক খুলতে আরম্ভ করলেন ডাক্তারনি। অনেকটা যেন ব্রহ্মা স্ট্রিপ করলেন শ্রেণকাকে।

হাততালিতে ফেটে পড়লো চরাচর। শো শেষ।

সবার প্রশ্ন ব্রহ্মা কেন ? কেন বিশ্বামিত্র নন ?

কোরিওগ্রাফার খুব ক্রিয়েটিভ। বলেন : আরে বিশ্বামিত্রের একটা মাথা মানে একটাই মন। আর ব্রহ্মার চার মাথা মানে চার চারটে মন। সেই মন বশ করা শ্রেণকার পারদর্শীতার পরিচয় দেয় বৈকি ! তাই ব্রহ্মা।

সবাই উত্তরে যারপরনাই খুশি।

বিদায় আসন্ন। হেসে খেলে কেটে গেলো ফাংশান। প্রশংসা করছেন সবাই সংগঠকদের। কাজেই আমিও। খুব করছি : দারুণ হয়েছে, দুর্দান্ত হয়েছে। উঁহ্ ! ভাবা যায় ?? ফাটাফাটি হয়েছে। ঘ্যামা।

পরদিন আন্তর্জাল খুলে দেখি ঐ সংগঠকদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। কেন ? না সিডনি থেকে অ্যাব হিন্দু (অ্যাব অরিজিনের মতন নাম নেওয়া) জাগরণ সমিতি কমপ্লেন করেছে এদের বিরুদ্ধে রিলিজিয়াস ব্লাসফেমির। ব্রহ্মার নামে বজ্জাতি। ঠাকুর দেবতা লইয়া ফাইজ্‌লামি ??

কাজে আজ সংগঠকের অনেকেই জেল হাজতে।

মাকালীর হাত থেকে যারা সিঙ্গারার ঠোঙা পান এবং তা পাবলিসাইজ করেন বসে বসে নিজেকে কেউকেটা প্রমাণ করা জন্য -এরপর থেকে তারাও সাবধান হয়ে যাবেন, ভয়ে। মাকালীরে লইয়া ফাইজলামি ??

নোট : মহাপ্রভু গণেশকে নিয়ে ব্যঙ্গ করায়, এরকম এক ফাংশানে - ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছিলো। বাকিটা কল্পনা।

গ্লোব ট্রটার

আমি ভু -পর্যটক। বাড়িতে হাঁফ ধরে যায়। বেরিয়ে পড়ি অজানায়। এক এক করে ঘুরে ফিরি অচেনা পথঘাট, দেশ, ভূমি।

হ্যাঁ, নানান মানুষের সাথে মোলাকাৎ হয়। কেউ লম্বা -সাত ফিট, কেউ বেঁটে - গুলিভার কেউ বা সাক্ষাৎ রাবণ।

এক সুন্দর স্বর্ণালী সকালে আমি গুলিভারের দেশে। বসে আছি একটি চৌকিতে। বেঁটে কাষ্ঠিকেরা আমার সারাদেহে পিঁপড়ের মতন কিলবিল করছে, কেউ বা মাথায় চড়ে ছোট্ট ডান্ডা দিয়ে বাড়ি মারছে, কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে আর কেউ নিছক আমার কোলের ওপরে নাচছে। ওরা এত ছোট যে দেখেই হাসি পাচ্ছে। হিহিহি ---বলি : এত যে ছোট অসুবিধে হয়না ?

- না হয়না। তোমরা আমাদের কাছে দৈত্যের মতন। তোমাদের নিয়ে আমরাও হাসি। এই দেখোনা ঐপাশে একটা বাড়ি আছে ওখানে আমাদের ঢুকতে দেয়না। আমরা তো গেটের নিচে দিয়েই ঢুকতে পারি কিন্তু ওরা নিচেও তার লাগিয়ে দিয়েছে। ঢুকলে বকা দেয়। আমরা ওর নাম দিয়েছি সেলফিশ জায়েন্ট।

কয়েকটাকে তুলে নিয়ে শুঁকে দেখলাম। কেমন আঁশটে গন্ধ গায়ে। বোধহয় স্নান করেনা। জানতে চাইলে বললে : আসলে আমাদের তো স্নানঘর নেই আমরা ঘোলা জলে স্নান করি পথের ধারে। বৃষ্টি ফৃষ্টির জলে।তাই হয়ত এই দুর্বাস।

দূর্বাসা, ঐ ছোট মানুষের নাম। মুণির নামে কেন নাম জানতে চাইলে বলে ও নাকি তপস্যা করতো যাতে পরের জন্মে ও এরকমই বেঁটে হতে পারে। এতে নাকি অনেক সুবিধে। ট্রামে বাসে টিকিট লাগেনা। বাজারে সবজি কিনতে পয়সা লাগেনা, সাইজ দেখেই হেসে দিয়ে দেয়।

আর রোগভোগ হলে ওষুধের খরচ অনেক কম, জামাকাপড়ের খরচ কম তাইজন্য।

খাটো মানুষের দেশ থেকে সোজা ইউরোপে। ঠান্ডা আবহাওয়া। পাঞ্জাবী বৃদ্ধের তৈরি মসালা চায়ে। গরম গরম আলু বোন্দা। ওখানেই যেচে আলাপ করলেন এক বান্দরী। সুন্দরীর বিপরীত যারে কয়। উচ্চতা সাত ফিট। আমি একটি মই বেয়ে উঠে ওর মাথায় বাড়ি মেরে ওকে বেঁটে করলাম, বলরামের রোহিনীকে খাটো করার মতন নাহলে কথা বলবো কী করে ?

মহিলা নিজেই নিজের বিজ্ঞাপণ করেন। শেষে টিং টং দিতেও ভোলেন না।

পরেরটা ব্রেক কে বাদ।

- জানেন আমাকে সব বড় বড় সাধুরা বলেছে আমি খুব স্পেশাল, দৈব মানুষ। আমি বিশেষ কেউকেটা। আমাকে দেখতে কোলাব্যঙের মতন, কাজের মাসির মতন দৈহিক গড়ণ - মোটামাথা, হলে কি হয় আমি ফেলনা নই, হাম কিসিসে কম নেহি কারণ আমি স্পেশাল, ভেরি ভেরি। শিবের সাথে আড্ডা দিই, স্বয়ং বিষ্ণু এসে আমাকে আদর করে যায়। আর ব্রহ্মা ? ও তো সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমার রূপ নিয়ে হোরি খেলে। বয়স একটু বেশি -তাতে কী ? ভায়াগ্রা আছে কী জন্য ?

- স্বয়ং মা কালিকা আমার ঘোর অমাবস্যার মতন চুল বেঁধে দেন।

এবার আর থাকতে না পেরে বলি : আপনি স্পেশাল হলে আপনার আচার ব্যবহার, কথাবার্তায় সেটা ফুটে উঠবে। নিজের কথা আগ বাড়িয়ে বলার দরকার নেই। এতে লোকে আপনাকে স্পেশাল সোল নয় পা-গোল বলবে! পচা ডিম ও টমেটো ছুঁড়বে।

মা সারদাময়ী অথবা আনন্দময়ী কেউ কিন্তু নিজেকে স্পেশাল বলতেন না। ওদের সুমধুর ব্যবহারে তা ফুটে উঠতো। আপনাকে পাগল বলবে লোকে এরকম বললে।

মহিলা সাথে সাথে : কৈ আমার পা তো গোল নয়, লম্বা ও সরু!

সত্যি তুমি এসস্পেশালই বটেক -মনে মনে বলি। মুখে দন্ত বিকশিত হাসি। হে হে যেন কত সাপোর্ট করছি ওকে।

জানলাম ইনি এস্‌কিমোদের সাথে থাকেন। কোথায়? নাহ যোধপুরে।

যোধপুরে এস্‌কিমো শুনে ভাবলাম গুল দিচ্ছেন। পরে বুঝলাম থাকেন হিমালয়ে একটি মিউজিয়ামে যার নাম যোধপুর।

এস্‌কিমোদের উনি আইসক্রিম বানানো শেখান ও কুলফি খাওয়ান। বললাম : কেন ওরা তো বরফের দেশের মানুষ, উঠতে বসতে বরফ ---ওদের বরং গরম দেশের কিছু শেখান ও খাওয়ান। বললেন : আমি ক্যাপসিকামের বড়া ও ইয়েতির রোস্ট শেখাবো। বলি : ইয়েতি তো সেই বরফে!

হেসে বলেন : আরে না না আমি দেখেছি সাহারায়।

- সাহারায় ইয়েতি, এতো বোম্বাস্টিক ব্যাপার !

পরে বুঝলাম কোনো দুষ্টু বাচ্চা ইয়েতি সেজে খেলছিলো।

ভারতের এক ছোট শহর। নাগপঞ্চমি পুরা। বাস স্ট্যান্ড। বাসের অপেক্ষায় আমি। জরাজীর্ণ এক ভিখারি এলো। একটি টাকা গুঁজে দিলাম হাতে। এমন সময় বাস এলো। লম্ফ দিয়ে উঠে বসলাম। এই যানবাহনে করে যাবো এক গ্রামে। চলমান বাসে বেশি লোক নেই। জনাকতক।

আমার পাশেই বসে এক মানুষ, চোগাচাপকান পরা।

কথায় কথায় জানা গেলো সে উগ্রপন্থী। বোম টোম ছোঁড়ে। এরকম এক দূর্ধর্ষ দুশমনকে পেয়ে কেউ ছাড়ে ?

জমিয়ে বসলাম ঝালমুড়ির ঠোঙা নিয়ে !

- আচ্ছা দাদাভাই সব প্রশ্নের উত্তর পাবো তো ?

- নিশ্চয়ই বন্ধু বোন।

- এই লাইনে কেন ?

- সমাজ গড়তে চাই, নবরূপে। আমরা ঈশ্বরের দূত।

- কি আই এ এস নাকি আই এফ এস ?

- আরে কি যে বলেন, ওসব নয়। আমাদের কোনো ডিগ্রি লাগেনা।

- কি করেন ?

- বোম মারি, একটা, একটা- উত্তেজনা, ধ্বংস, দৌড় ঝাঁপ, পুলিশের নাকি কান্না! উঁহ্ ! দারুণ লাগে। এই যে অপগন্ড জনতা, আম আদমী, ভোট দিয়ে ন্যাতাদের ইলেক্ট করে ওদের কয়েকটাকে ফিনিস্ করে দি-ই আর কি ! বোমা নামক কয়েকটি আম ওদের দিকে ছুঁড়ে দি-ই !

- তা আপনাদের দু:খ হয় না ? এইসব বোম টোম ছুঁড়তে ? বিবেকে বাধে না ?

- আজ্ঞে না ! আপনি বাঁচলে বাপের নাম। মহাভারতে কেষ্ট তো অর্জুন নামক মুখে সোনার চামচ করে জন্মানো ও দ্রোণাচার্যের সুনজরে থাকা যোদ্ধাকে দিয়ে নিজের সবকটা আত্মীয়কে ফিনিশ করালো। তখন ওটা মহাকাব্য। আর আমরা তো অচেনা লোক মারছি ! তাতে আমরা হলাম গিয়ে উগ্রপন্থী ! লাও ঠ্যালা !

বলি : ওটা তো সত্য ও অসত্যের লড়াই।

সে বলে ওঠে : আমরাও কেউ কেউ সেরকমই করছি, আপনারা বদনাম দিচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে বাস এসে থামলো একটি ধাবায়। পাঞ্জাবী ধাবা। সৎ শ্রী বিকাল নাম। জানা গেলো মালিক বাঙালী। ওর লজিক হল : সৎ মানুষেরা, শ্রীমন নিয়ে শুধু বিকেলে আসুন খেতে।

বললাম : তা ধাবা কেন ? হোটেল খুললেই তো হত ?

- আসলে দিদিভাই ধাবায় ইনভেস্টমেন্ট কম লাগে। সন্ধ্যায় খুলবেন, যত রাজ্যের ট্রাক তখনই আসে। দিনে তো ট্রাক চলে না তত। আর

দু একটি খাটিয়া, লেবুর প্লেট, বাচ্চা ছোকরা চাকর। ব্যস্। মাঝে মাঝে রাখী সাওয়ান্ত এস্টাইলে দু- একটি মর্ডান খ্যামটা মানে আইটেম সং ! বি পি ও তে কাজ করা অর্ধ নগ্ন মেয়েরাই এই পথ দিয়ে বসের সাথে রাত কাটাতে যাবার সময় কয়েকটা দেখিয়ে যায় - ভোজপুরি ঠুমকা --হাতো মে মেহেন্দি মাথে সিন্দুরয়া--- হাহাহা, একটু বেশি করে তড়কা দিয়ে দিই সেদিন ওদের !

এখানে খেলাম ডিম তড়কা। দারুণ স্বাদ। একটি আরশোলাও পেলাম। ব্যাগে ভরে নিলাম চীনা বান্ধবী লিলিয়ানের জন্য। ও সব খায়। সাপ, ব্যাঙ, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, ইঁদুর, কেঁচো। ওর বাড়িতে আরশোলা হয়। ও পার্থে থাকে। ওখানে ইয়া ইয়া সাইজের সব আরশোলা। ও পেস্ট কন্ট্রোল ডাকেনা। ভেজে কিংবা রেঁধে খেয়ে ফেলে !

একদিন বাড়িতে নেমতন্ন করে কেঁচোর বিরিয়ানি দিলো। আমি খাইনি। আগেই বুঝতে পেরেছিলাম কি হতে পারে তাই ব্যাগে করে চিকেন বিরিয়ানি নিয়েই গিয়েছিলাম, তাই খুব খেলাম।

এবার এস্টার্ট দিলাম বাসে। মানে চড়ে বসলাম। দেখি উগ্রপন্থী হাওয়া তার উগ্রপন্থার স্লোগান নিয়ে, যাক বাঁচা গেলো। বদলে পেলাম এক জনসেবককে। জনগণের টাকায় রাজা সাজা এক উজবুককে।

লোকটি হোঁৎকা। দুনম্বরী টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আমার পাশের সীটে বসেছে। আমি প্রায় পড়ে যাই আর কি !

জানালায় মুখ লাগিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। ভুপেন হাজারিকার গান গাইছে। সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত !

জানতে চাই : কোথাকার মানুষ ?

- ডায়মন্ড হারবারের।

- বাবা কি করতেন ?

- বনে মধু আনতে যেতেন, যখন অফ সিজন তখন লোকের বাড়ি চুরি করতেন। বাড়িতে, উঠোনে গোলাগুলি শুকানো হত। পাড়ার উঠতি সুন্দরীকে রেপ করি মাত্র ১৪ বছর বয়সে। জেল হয় মানে লোকদেখানো সেখান থেকেই সোজা পার্টি অফিসে। আগে বামপন্থী ছিলাম, এখন ঘাসমূল পাওয়ারে বলে ওতে চলে গেছি। বাড়িতে প্রমিতা ব্যানার্জীর ছবি পুজো করি। আগে দিব্যজ্যোতি বসুর করতাম। এই পেশায় এসেছি কারণ আমি অনেক টাকা করতে চাই। পলিটিক্সের থেকে সোজা রাস্তা আর কিছু আছে নাকি বড়লোক হবার ?? সরল প্রশ্ন। উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না অভদ্র আমি।

গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। হোটেলে ঢুকে স্নান সেরে, চা পাকোড়া খেয়ে একটু বাইরে গেলাম। দেখি রিসেপশান বসে আছেন এক এন আর আই।

লাল প্যান্টুলুন। সবুজ গেঞ্জি। কাঁধে ক্যামেরা। পটপট করে ছবি তুলছে।

ভারত বদলে গেছে। ১৫ বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলেন সেরকম আর নেই।

শপিং মল, দামি গাড়ি, ফোর লেন রাস্তা বিশাল ব্যাপার। ভেবেছিলেন : আমি তো কেটে পড়লাম, এবার যেগুলো আছে সেগুলো পচে মরুক। ওখানে গিয়ে এমন লম্বা লম্বা ডায়লগ দেবোনা বাংলা ফোরামে, লোকে ভাববে আমি কী না কী একটা !

ওমা ! এসে দেখি আমার দেশজ ভাইবোনেরাও পিছিয়ে নেই !

মনটা ভেঙে গেলো। তাহলে আমার আর রইলো টা কি ?

আসলে মেমসাহেব বলতে সমাজের নিচুতলার মেম সাহেব। তাদের সাথে অনেক শুয়েছি। ভালো মেমরা তো পাত্তাই দেয়না আমাদের। বলে আমরা নাকি কেলোভূত। যাইহোক বিয়ে করার সময় সুশীলা খুঁজেছি। তাই আন্তর্জালের মাধ্যমে এক মহিলাকে ফিট করেছি। রোজ চ্যাট হত। বাতাসি গুপ্ত ওর নাম, হিজলপুরে থাকে। চ্যাটে এমন সব রগরগে জিনিস লিখতো যে বহুবার বিবাহিতের ন্যায় জীবন যাপন করা আমারও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। এলাম এখানে। দেখি মহিলাটি খঞ্জ, বয়স ৪৫। দেনা ব্যাঙ্কে কাজ করে। হইল চেয়ারে চলে।

কুঁচকির কাছ থেকে দুই পা নেই। বলেনি একবারও। ওয়েবক্যামে নিজেকে দেখিয়েছে কিন্তু পা তো দেখা যায়না তাই ওর মতে ও অনেস্ট ! ওয়েবক্যামে শুধু মুখ ও গলা। জঙ্ঘা মাইনাস। ও কমিউনিস্ট। নোংরামোতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউ পেরেছে ?? কোনো কোনো কমিউনিস্ট দেশে তো শুনেছি বলা হয় যে চাঁদ সূর্য ওরাই ওঠায় নামায়।

এখন আমাকেই দোষী করছে। আমি কেন ওকে বিয়ে করছি না ! আরে ডিস-অনেস্টি করছে যে তাকে কি বিয়ে করা যায় ?? কি বলেন দেখি-----এই ভাঙা রিক্সাকে নিয়ে আমি করবো কি ? টেডি বিয়ারের মতন এই সোফা থেকে ঐ সোফায় বসাবো ? আবার বলে কি শুনুন, আমার পা নেই তো কি তোমার তো প্রেম আছে ! ভাবুন কি হতচ্ছাড়ি ! বেটি কমিউনিস্ট আবার যাবার সাধ ম্যারিকা মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র !

হোটেলের কাউন্টারে আমাকে ডাকছে বলে পুরোটা শোনা হল না !

যা বুঝলাম ভদ্রলোক বেজায় চটেছেন।

বিল মিটিয়ে চলে এলাম। লোকটি হাওয়া। হয়ত নতুন কোনো কুঁড়ির সন্ধানে। বুকে লাগানো যে এন আর আই তাকমা। অনেক সুযোগ সন্ধানীই আসবে, মধুলোভী ভোমরা।

যেমন আশি, নব্বই বছরের বৃদ্ধরা কচি কচি মেয়েদের বিয়ে করে আনে এখানে। তারপরে মেয়েগুলো বিয়ে ভেঙে অন্য পুরুষে যায় পার্মানেন্ট ভিসা পেয়ে গেলে!

হোটেল থেকে চলে এলাম রাজস্থানের রাজ প্যালেসে। এগুলো এখন ফাইভ স্টার, সেভেন স্টার হোটেল। রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার। অভিজাত।

দেশে খেতে পেতোনা এখন বিদেশে গিয়ে মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করে ও ডলার ভারতীয় মুদ্রায় কনভার্ট করে কিঞ্চিৎ বড়লোক এরকম মানুষের ভীড় দেখলাম।

আমাকে একজন বললেন : তুমি যেন ব্যাঙ্গালোরের কোন সাবার্বে থাকো ? দিবানিদ্রা ভট্টাচার্যের মেয়ে তো ওয়েল ডেকরেটেড্ ফ্ল্যাটে থাকে শহরের মধ্যস্থলে। আমি গেছি ওর বাড়ি। আমি তো লিখি তাই এখন দিবানিদ্রার পা চাটা আরম্ভ করেছি, মহানন্দায় লেখা পর পর বেরিয়ে যাচ্ছে। ভালো লেখকেরা চান্স পাননা এই আমাদের জন্যে। আমি তো ভালো বাংলাও লিখতে পারিনা, কবরকে লিখি কবরিস্থান।

আরো চাটবো ওর দুই পা, রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতন- হ্যা হ্যা হ্যা করে। তুমি কারো পা চাটো না কেন ?

বলি : আমি আপনার মতন নেড়ি কুকুর না। আমি আমের আচার চাটি। ওটাতেই স্বচ্ছন্দ। সেলিব্রিটি পায়ে নয়। আর দিবানিদ্রা কন্যা ? আসলে সেও থাকে সাবার্বেই। ইনি জানেন না শহরের বিস্তার।

নতুন তো ! ঐ সাবার্ব তৈরি হয়েছে আমাদের চোখের সামনে। আমি হেসে বলি :

আমি ভবঘুরে। আমার কোনো বাড়ি নেই। যাযাবরের জীবন আমার। আর ডেকরেশান তো মানুষের মনে। এই দেখুন না আপনি এতো বড় হোটেলে উঠেছেন অথচ আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনাকে এক্ষুনি ছুঁড়ে ব্যালকনি দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া উচিৎ কারণ আপনার মনটা নোংরা, আপনি ধান্দাবাজ, কূট। অচেনা লোককে অপমান করছেন। তাই এই সুসজ্জিত হোটেলে আপনাকে মানাইসে নাই রে ! এক কে বারে মানাইসে নাই রে ----

হোটেল ব্যাডলি ডেকোরেটেড হয়ে গেছে আপনার হতশ্রী মনের কারণে।

মহিলাটি কথা বাড়ায়নি।

-নোঙ্গি আন্টি। বিশ্ব নিন্দুক। লোককে চিমটি কাটা স্বভাব। কিন্তু জানা নেই ভালো লেখকদের চটালে গুপ্ত স্থানে এমন রাম চিমটি দেবে, সর্ব সম্মুখে নাঙ্গা নাচিয়ে ছেড়ে দেবে ! চমকে উঠি। এরকম ন্যাস্টি কথা কে বলছে এখানে ? দেখি এইসব বলে উঠলেন হোটেল সেবক মানে সোজা বাংলায় চাকর -রামশরণ। আমাদের সব কথা কান পেতে শুনছিলো।

দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও একটি চাকর। স্যুট বুট টাই পরা চাকর। বুকে ব্যাজ লাগানো।

বললো : দিবানিদ্রা ওরকম পা চাটলে এবার ওকে চিমটি দেবে। বেড়ে বজ্জাত মহিলা এটা। এগুলো যা বাথরুম নোংরা করে রেখে যায়না ! মাটিতে জল ফেলে টেলে ! আসলে মফ:স্বলের শ্যাওলা ধরা, স্যাঁতেস্যাঁতে বাথরুমে স্নান করে অভ্যাস তো ! জল পড়ে যায় ! বাথটবকে চৌবাচ্চার মতন ব্যবহার করে। এন আর আই, নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়েটস্। বাড়ি থেকে স্টোভ নিয়ে আসে। কার্পেটের ওপরে উবু হয়ে বসে বেগুন ভাজে। ঠিক যেমন মফ:স্বলের বাড়িতে উঠোনে বসে বসে ভাজতো। ম্যানেজার ধমকালো।

বাইরে ফিটফাট, বুঝবো কী করে কার মনে কি? দেশের বাইরে গিয়ে চালিয়াতি করে : আমরা ইন্ডিয়ায় গিয়ে ফাইভ স্টারে থাকি ! এদিকে ফাইভ স্টার ক্লাবের কথা কোনোদিন শোনেনি ! এদেরকে হোটেলে থাকতে দিলেও ফাইভ স্টার ক্লাবে কোনোদিন ঢুকতে দেবেনা, মেম্বারও করবে না ! কে জানে হাওয়াই চপ্পল ফ্যাট ফ্যাট করে কাঁধে ঝোলা নিয়ে দাঁড়ি গোঁফ না চেঁচে ইডিয়ট গুলো চলে আসবে ! নিজের বাড়ি ঘর হোটেলের ঘরের থেকে কতো বড় তাই মাপবে ফিতে নিয়ে ! তারপর হাঁটু মুড়ে সোফায় বসে পান চিবিয়ে পিক ফেলবে কার্পেটে !

আমি ভূপর্যটক। পয়সা কড়ি বিশেষ নেই। ফুটপাথে থাকি। আমার খুঁত ধরার আগেই তাই এক কাপ কফি খেয়ে, সেই কফির দামই শ-খানেক চলে এলাম নিচে। লিফট দিয়ে। কাচের লিফট। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে নানান আকৃতির, রঙ এর মানুষ। দু চোখ ভরে দেখছি।

মনের রহস্য ভেদ করার সাধ্য নেই। দেখেই খালাস।

- Alas ! teraductile timbarutu coccophonetical alobheras pompaai--------

দেখি পায়ে হাওয়াই চপ্‌পল পরিহিত, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো এক বাঙালী। দাঁত মুখ চিপে ইংরেজি বলতে বলতে চলেছে। মাথায় তেল, গাল বেয়ে পড়ছে। দেখে মনে হয় -টিস্যু পেপার দিয়ে বেশ ভালো করে তেল শুষে নিই। মনে মনে তাই করছিলাম। আমি কল্পনায় করি। নানান জিনিস। ভাগ্যিস কল্পনা দিয়েছেন পরমেশ্বর ! যা সত্যিকারের হয়না তা কল্পনার দৌলতে হয়। যাইহোক তেল চিট চিটে বঙ্গ বাবু আমাকে দেখে এগিয়ে আসছে বীরদর্পে। হয়ত প্রণব মুখার্জি সদ্য প্রেসিডেন্ট হয়েছেন দেখে হারানো ঐতিহ্য কিঞ্চিৎ ফিরে পেয়েছেন ! অ্যান্টি আমেরিকান। প্রো বৃটিশ।

বললে : প্রিন্সেস কেটের মতন ভালোমানুষকে নিয়ে আমেরিকান মিডিয়া কি বাজে ছবি ছেপেছে। ও তো কারো ক্ষতি করেনি ! মানুষের উপকার করে, নিজের বাজার নিজেই করে ! আমাদের মতন কমানার। আর তোদের পিরাকের বৌটা ? দেখেছেন ওকে ? ওকে কি দেখতে ? পুরো চিম্পু একটা !

মিন মিন করে বলি : উনিও খুবই ভালোমানুষ। খুবই ডিগনিফায়েড। সহজ সরল। ওকে শ্রদ্ধা করুন। আমার পিরাক ও রাশেল দুজনকেই ভালোলাগে।

ভদ্রলোক ডোন্ট কেয়ার।

আমি লিখি টিখি শুনে কমান্ডিং ভয়েসে বললো : এগুলো লিখবেন ! একদম লিখবেন। কেন লেখেন না আপনারা ? পয়সা পেয়ে বড়লোকেদের তোষণ করা আর্টিকেল লেখেন ? ধনীদের পা চাটতে লজ্জা করেনা ? ঠ্যাং-এ জোর নেই কোমড়ে বাত আবার লেখক হয়েছে দেখো।

: মৃদু স্বরে বলি : আমি অ্যামেচার লেখক। কোনো বড় পত্রিকার জন্য লিখিনা তাই পয়সা দেয়না কেউ।

ভদ্রলোক কেয়ার করলেন না, বলেই চলেন -- আর ঐ প্রাণমর্ত্য সেনের মেয়েটার কথা লিখুন। অভিনয় তো পারেনা একবিন্দুও। এখন সিনেমায় বিবস্ত্র হচ্ছে ! আরে তোকে কে দেখতে যাবে টিকিট কেটে ? রিয়া, রাইমা, সোনাক্ষী, করিনা, আইশ্বরইয়া কিংবা জেনেলিয়া ডিসুজাকে যাবে ! চিন্তা করুন ভোরাইয়া সব খুললে কতো লোক যাবে ! কি বলেন ? এগুলো লিখবেন যে ওকে কেউ দেখতে যাবেনা ! হতকুচ্ছিত দেখতে ! শোভা দে এখনো দেখেনি ওকে ? দু চার লাইন লিখে দিতো ! মুখটা তো পুরো ল্যাব্রাডর কুত্তার মতন !

= বাঙালী কাঁকড়ার জাত। অন্যপ্রদেশের মানুষও নিজের জাতের সম্পর্কে একই কথা বলে। প্রফেসর সেন নোবেল পেয়েছেন বলে কি এত রাগ ?

জানিনা কারণ মিস সেনের রূপ কিংবা অভিনয় নিয়ে কোনদিনই কোথাও প্রশংসা শুনিনি বরং শুনেছি উনি ইন্টেলেকচুয়ালি খুব ব্রাইট। অবশ্যই আর্টসে। রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন সবসময় ।।।।

ওঁর সিনেমায় নামাতে হয়ত সমাজ হারালো এক সম্ভাব্য প্রতিভাকে যিনি দিয়ে যেতে পারতেন নতুন কিছু হিউমানিটিজ স্ট্রিমকে = = =

গ্লোব ট্রটারের পোড় খাওয়া চোখও তেল চপচপে বাঙালী নন্দনের এই রাগের অব্যক্ত ফিলিংস্ ধরতে পারলো না !!

বলাই স্যার

বলাই স্যারকে প্রথম দেখি গোবর গোহ ফ্ল্যাটে। কলকাতার অনতিদূরে এক মফ:স্বলে এই ফ্ল্যাট। আশেপাশের গ্রামবাসীরা ফ্ল্যাটবাসী হয়েছেন। এসেছে চেহারায় অদ্ভুত চমক। কাদামাখা পায়ে দামী বুট। চিলি চিকেন দিয়ে বাসী রুটি খাচ্ছেন।

বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে মুর্গীর গলা ও ডাল্‌ডা দিয়ে। এরকমই এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মিসেস মান্ডাল। আসলে মন্ডল। ভদ্রলোক এস সি, এস টি কোটায় আই আই টি পাশ। চাকরি করেন এক বহুজাতিকে। ভদ্রমহিলা গেঁয়ো সুন্দরী। আগে ইঁসে ইঁসে করে কথা বলতেন, অফিসে যাওয়া কে বলতেন ডিউটি তে যাওয়া এখন স্বভাব বদলে ফেলেছেন। তাদেরই এক জোড়া পুত্র লব ও কুশের জন্যে আসতেন বলাই স্যার। ছেলেদের পন্ডিত নাহলেও সুচাকুরে তৈরি করবেন, ব্যাটে তেন্দুলকর, বলে মারাদোনা, টেনিসে আন্দ্রে আগাসী, সাঁতারে, লং জাম্পে ---- কিছুই আর বাকি নেই। পড়াশোনায় চ্যাম্পিয়ান করার দায়িত্ব নিয়েছেন বলাই স্যার।

বলাই হাতি। হাতি পদবী হয় জানা ছিলো না। উনি আদতে মেদিনীপুরের মানুষ। তাই তো বললেন। তবে দেখতে নেহাৎই রোগাপাতলা। প্যাংলাই বলা যায়। খেতে ভালোবাসেন খুব। ভোজন সারেন ছাত্রদের গৃহে। খাবার না দিলে মনে করিয়ে দেন : আজ তো কিছু দিলেন না!

মূলত: অঙ্কের মাস্টার হলেও অল সাবজেক্ট পড়ান। ইতিহাস, বাংলা সমাস থেকে আরম্ভ করে একেবার ভূগোলে গোল না করে ভূবিশারদ করে তোলেন।

ওর মতে পেরু আফ্রিকায়। মানচিত্রে ওটা ভুল দেখায়। যেমন বিদেশের মানচিত্রে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে দেখায়।

নিজে করছেন অঙ্কে ডক্টরেট, বায়ো ম্যাথসে। লোকে মজা করে বলে : উনি আসলে শুঁয়োপোকার কটা পা তাই গোনেন।

বলাই বাবুকে অনেকেই বালাই ষাট বলে ডাকতো হয়ত ওর জ্ঞানের অবস্থা দেখে। করুণ অবস্থা। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যে কি হতে পারে তা কল্পনা করতে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। মাসে নগদ ১০০০ টাকা নেন মাইনে হিসেবে। প্রতি সাবজেক্টের জন্য ১০০ করে। ইংলিশেরও ১০০। পশ্চিম বাংলার ছাত্রদের ইংলিশে ভরাডুবি। মাস্টার নিজেও ইংলিশে ফুলিশ -আর্থ কোয়েক কথাটা শোনেননি। ছেলেদের পড়াবার সময় ডোনাল্ড ডাকের ভিডিও সিডি দেখে লিখে দেন আর্থ কোয়াক। কারণ ওখানে মজা করে হাঁসের সিনেমা বলে লেখা ছিলো আর্থ কোয়াক (Quack) ছাত্রের ইংলিশের নম্বর সহজেই অনুমেয়।

আজকাল বাবারা ত্রিগুণ চিন্তিত কিশোরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মাস্টারের এলাকায় খুব নাম। প্রতিদিন এই বিদ্যা নিয়েই পড়ান প্রায় ২৫ ছাত্রের দুটি ব্যাচ। একটি সকালে অন্যটি সন্ধ্যায়।

পার সাবজেক্ট ১৫০ টাকা। আজকাল সপরিবারে সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া ঘুরতে যান। আত্মীয়রা নেটে বসে চালিয়াতি করে : আমার বন্ধু সিঙ্গাপুরে ঘুরে এলো, কাকু গেলেন মালেশিয়া।

ইতিহাস ক্লাসে কথা হচ্ছিলো। এক ছাত্র একটু বিচ্ছু। সে স্যার পড়ানোর আগে লাইব্রেরিতে বইপত্তর ঘেঁটে এসেছে। প্রশ্ন করে : আচ্ছা মেগাস্থিনিসের লেখা বইয়ের নাম কি স্যার ?

বলাই স্যার : ইন্ডিয়া।

ছাত্র : কিন্তু তখন তো ইন্ডিয়া বলে কোনো দেশ ছিলই না।

স্যার :হ্যাঁ, ঐ বইটার থেকেই নাম নেওয়া হয় ইন্ডিয়া। বৃটিশরা চলে যাবার পরে।

ছাত্র : কিন্তু আমি তো শুনেছি ঐ বইটার নাম ছিলো ইন্ডিকা।

স্যার : কিছুক্ষণ নীরব থেকে সিলিং য়ের দিকে চেয়ে - আসলে মেগু দুটো বই লিখেছিলো। ইন্ডিয়া আর ইন্ডিকা। ইন্ডিয়াটা চলেনি।

ছাত্র আর কথা বাড়ায়নি।

ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের নাম আলোচিত হচ্ছিল মহিলা ভাস্কর হিসেবে। জিকে বাড়াচ্ছিলো ছাত্র ছাত্রীরা।

বলাই স্যার বলে ওঠেন : উনি প্রখ্যাত স্কাল্পচারিস্ট।

দুষ্টু ছাত্র ধৃতদেশ বলে ওঠে : স্যার ও স্যার ওটা স্কাল্পটর্ হবে। শিল্পী হলেন আর্টিস্ট।

স্যার : আরে তোরা হলি গিয়ে যাকে বলে প্রাগৈতিহাসিক। ।ওগুলো সেকালে হত। এখন বদলে গেছে। দেখছিস না এখন মহিয়সী - মহাপুরুষ কারা ? সলিমা সরিন, লেমন অশদি এরা যাঁরা মহামানবদের আদ্যপান্ত গালি দেয়। যিশু, রামকৃষ্ণ, সারদা মা ডাইনো-সেরাস। তাই ভাস্কর কে বলে স্কাল্পচারিস্ট ----

-আর শিল্পী হল গিয়ে আর্টার, বলে দন্ত বিকশিত করে হেসে ওঠে বাঁদর ছাত্রী হংসিকা।

হংসিকা রাজস্থানী। ওর দিদি সুমন প্রতি ক্লাসে তিন চার বার করে থেকে থেকে হংসিকার থেকেও নিচের ক্লাসে চলে গেছে।

এবার স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দেওয়াতে বলাই স্যারের সুপারিশে এক স্কুলে ভর্তি হয়েছে যেখানে সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়। বাবা মাও পাড়ায় মিষ্টি বিলায়। আর বলাই স্যার ওর মার্কশিট। জেরক্স করে করে। স্কুলটির নাম গোবর্ধন অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র। ক্লাস হয় ধানক্ষেতের ধারে, খোলা মাঠে। শান্তিনিকেতন স্টাইলে। তবে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রীর বদলে আমাদের অল রাউন্ডার, অল সাবজেক্টের মাস্টার বলাই স্যার।

কথা হচ্ছিলো নাসা নিয়ে। বললেন : আরে এইসব মঙ্গল ফঙ্গলে যে জল আছে তা কে বলেছে? কেউ কি দেখেছে ?

ছাত্ররা হয়ত বললো : কেন স্পেস ক্র্যাফট্ তো ছবি পাঠিয়েছে।

স্যার : আরে ধুস্ ওসপ ছবি (স্যার শ কে স বলেন) কম্পিউটারে করা।

তোরাও যেমন গাধা।

বাচাল ঈপ্সিত বলে ওঠে : ঘনাদা বেঁচে থাকলে ঠিক ধরে ফেলতেন।

হা হা হা হেসে ওঠেন গুরুগম্ভীর স্যার : এসপ ঘনাদা ফনাদার লেখক প্রেমেন মিত্তির টিত্তির তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে। তবুও দেখো বাজারে ওসপ বই চলেছে।

কারা যে এগুলো লিখছে আর কারা ছাপাচ্ছে কে জানে !

আবার দেখো কারো লেখা চুরি করলে লোকে বলে কপি করেছে অথচ নিজেরাই বইতে লিখে দেয় কপিরাইট অর্থাৎ কপি করা রাইট ! তাজ্জব হতে হয় এদের দ্বিচারিতা দেখে।

হো হো হো হো -- হেসে ওঠে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা।

টিউশানি স্পেশালিস্ট বলাই স্যারের টিউশানিকে ওর শ্বশুর বলেন : টিবিশুনি।

বলেন : এত বকতে বকতে শেষে তোমার না আবার টিবি হয়ে যায় !

টিবির একটা ভ্যাকসিন নিয়ে নিও।

বিয়েতে নিয়েছেন নগদ এক লক্ষ টাকা আরো বহু দামী জিনিস। অবশ্যি পণ হিসেবে নয়। উনি তো এখনো সেটেল হননি। তাই মেয়ের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য এগুলো নিয়েছেন যাতে ওর কিছু হয়ে গেলে মেয়ে ভালো থাকেন।

মেয়ে সাহিত্যের ছাত্রী। একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সাহিত্য বিভাগে পড়াশোনা হয় লবডঙ্কা। ছাত্রীরা অধ্যাপকদের সঙ্গে শুয়ে থাকে নম্বর বাড়ানোর জন্য কিংবা নিছক পাশের জন্য বলে বাজারে গুজব আছে।

ছাত্রীর স্তনে তবলা বাজান তবলচি মাস্টার হীরক দত্ত।

প্রকাশ্যে এক জোড়া স্তনকে : তবলা আর বাঁয়া বলে ব্যঙ্গ করেন। বলেন : কি রে ! ঠিক ওরকম দেখতে না ? উঁচু আর কালো কালো।

এহেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে এলেও স্ত্রী সর্বগুণ সম্পন্না। ভালো মেয়ে। আসলে পাঁকে তো পদ্ম ফোটে। স্ত্রীর নাম পদ্মজা। হয়ত সরোজিনী নাইডুর মেয়ের নামে নাম।

বলাই স্যারকে রীতিমতন কোর্টশিপ করে বিয়ে করেছে পদ্মজা। যার স্বয়ংম্বরের একমাত্র ক্রাইটেরিয়া ছিল : পাত্রকে ভার্জিন হতে হবে।

আসলে নিজের বিভাগে বেশিরভাগ স্যারেদের দেখে দেখে হয়ত ভয় ধরে

গিয়েছিলো।

বন্ধুরা যখন জানতে চাইলো : কি করে জানলি ও ভার্জিন ?

পদ্মজা মুচকি হাসে। হেসে বলে : যার মুখে ও গায়ে এত দুর্গন্ধ তাকে আজকালকার যুগে কোন মেয়ে আর শরীর দেবে ! দশটা পার্ফিউমের বোতল ঢেলে দিলেও সুগন্ধী করা যাবেনা।

-তাহলে তুই কি করিস ?

-আমি নাক মুখ বন্ধ করে থাকি। যখন চুমু খায় নি:শ্বাস বন্ধ করে থাকি। তবুও তো ভার্জিন তাই আমার পছন্দের ; অন্যের সাথে যারা বিয়ের ফুল ফোটার আগে শুয়ে পড়ে তাদের আমার ভালোলাগেনা।

পদ্মজার সঙ্গে বিয়ের অবশ্য আরেকটি কারণ আছে। বলাই স্যার এই বিয়ের সময় ওর সাহিত্যের ডিগ্রীটা দেখিয়েছেন। উনি গুরমুখি ভাষায়

মাস্টার্স করেছেন। মুখরা পাত্রী লজ্জা ভেঙে বলে ওঠেন ; গুরমুখি তো স্ক্রিপ্ট। ওতে পাঞ্জাবী ও সিন্ধি ভাষা লেখা হয়। হেসে ওঠেন বলাই।

বলেন : বালাই ষাট, গুরমুখি ভাষা হবেনা কেন ? কলকাতায় বসে ওসব জানা যায়না। তারপর মুখে একটা গাম্ভীর্য এনে বলে ওঠেন : জানেন - আসলে বাংলাও কিন্তু একধরণের গুরমুখিতে লেখা হয়। অক্ষরগুলো একটু উল্টে নিয়ে।

পাত্রী পক্ষের কেউ জানতে চান : আজন্ম কলকাতায় আছেন ওদিকে কবে গেলেন ?

আমি ডিস্ট্যান্স এডুকেশান এর সাহায্য নিয়েছি। সাহিত্য ভালোলাগতো। প্রিয় কবি চার্লস ডারইউন ঠমাস (থমাস)।

- ইনি কোন কবি কোনোদিন তো নাম শুনিনি।

- অন্যভাবে প্রখ্যাত। ইন্তেলেকচুয়াল কবি। নাম শুনবেন কি ? বুঝবেন তবে তো পড়বেন আর তারপরে তো উনি নাম কুড়াবেন !

অকাট্য যুক্তি। সবাই নীরব। বাইরের কাউকে এই সাহিত্যের ডিগ্রীর কথা বলেন না। ওর ভয় যে লোকে ওকে ব্যঙ্গ করবে। ছেলেরা আবার আর্টস্ পড়ে নাকি ?

এই বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কারার ঐ লৌহ কপাট লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এটাই জানেন।

বিয়ে হয়ে গেলো। এখন ধর্মপত্নীকে নিয়ে বিদেশে বেড়াতে যান।

পত্নী পাড়ায় লিটিল ম্যাগাজিনে লেখেন । কাঁচা লেখা । রাজ্যের রিকশাওয়ালা আর গৃহবধূদের নিয়ে গপ্পো । আজকাল আবার মফ:স্বলের গৃহবধূদের গল্পে মার্সিডিজও চড়ান । তবে ছাইপাশ যাই লিখুন স্বামীর প্রশংসা পান । বইমেলাতে গিয়ে বসেন । দু চার খানা বই বিক্রি হলেই উন্নাসিক হয়ে যান । স্বামীদেবতাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ - আমার পত্নি লিখেছে, পদ্মুয়া লিখেছে বলে কথা । গোবর ঘুঁটে যাইহোক আমি খাবই ।

বলাই স্যারের এক ছাত্রের বাবা ফুলফলমূলের নেতা ।

ছেলেটির বাবা একই ছাত্রের জন্যে অনেক মাস্টার রেখেছেন । যে যত পারবেন শেখাবেন, সন্তানও যার থেকে যতটা সম্ভব আত্মস্থ করবেন । সেই গ্রুপেরই এক সদস্য বলাই স্যার । ভুলভাল শেখানোর স্যার । সেই ভুল শোধরাবার জন্য আছেন আরেক স্যার । নন্দী স্যার ।

নেতাজি বলেন : ও বড় হয়ে বাবার মতন নেতা হবে তাই এখন থেকেই ওকে পিওপেল হ্যান্ডেলিং শিখতে হবে । বিভিন্ন চরিত্রের স্যারেদের দিয়েই শুরু হোক ।

এহেন বলাই স্যার বসলেন চ্যাটে । ওর কাছে কম্পিউটার মানে সফটওয়্যার পরিচালনা । ওর কথায় : এরা বলে সফট ওয়্যার কিন্তু আমি তো দেখতে পাই পুরোটাই হার্ড ওয়্যার, মেশিন । নরম তুলোর মতন কিছু তো দেখিনা । মাউস বলো যাকে সেও তো পুঁচকে একটি শক্ত প্লাস্টিকের বস্তু ।

সফট কোথায় ? বড় বড় গোল,গোল চোখ মেলে তাকান ।

চ্যাটে বসেছেন । উল্টোদিকের বন্ধু লিখছেন এল ও এল, কিংবা অন্যকিছু যা স্যার জানেন না । উনিও লিখে চলেছেন আই ডি কে (আই ডোন্ট নো) । পি কে পি ।

ঐ বন্ধু শুধান : এর মানে কি ? কোনোদিন তো শুনিনি ! নতুন নাকি ?

বলাই স্যার সপ্রতিভভাবে বলেন : এগুলো আমার পেটেন্ট নেওয়া ।

এক একটি সফটওয়্যারের পেছনে যে হাই এন্ড ম্যাথেমেটিকস্ আছে সেটা শুনে চমকে ওঠেন অঙ্ক বিশারদ ।

- তাই নাকি ? আমি তো ভাবতুম কম্পিউটার মানে ওয়ার্ডের ম্যাক্রো লেখা আর মেল মার্জিং । নাহলে ফটোশপ খুলে ছবি বানানো ।

নিজের পি এইচ ডির বিষয় কি সঠিক বলতে পারেন না । ইমেল অ্যাকাউন্টেও

ড: বলাই হাতি দিয়ে আই ডি খোলেন । ড:বলাইহাতি অ্যাট দা রেট অফ জিমেল ডট কম । থিসিস কিসের ওপরে জানতে চাইলে -

-ঐ এটা সেটা বলে এড়িয়ে যান ।

আজ আট বছর টানা গবেষণা করছেন । এগোচ্ছেও না পিছোচ্ছেও না ।

হয়ত হংসিকার দিদি সুমনের মতন বিশ্ববিদ্যালয় বদলালে ঝট করে হয়ে যাবে পি এইচ ডি ।

ওর কাছে কম্পিউটারে মাস্টার্স মানে এম সি এ ।

মাস্টার্স মানে যে এম টেক, এম ই, এম এস সি-ও হয় সেটা জানা নেই।

অঙ্ক, সাহিত্য ইত্যাদিতে ডিগ্রীধারী বলাই স্যারের কমার্সেও ভালো জ্ঞান আছে। টিউশানির টাকা শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করেন। আর হ্যাঁ সেই বাজারের ওঠানামা মনিটর করেন একটি ছোট্ট ল্যাপটপ মারফৎ। সেখানে ওয়ার্ডের ম্যাক্রো আর ফটোশপ ছাড়া আরেকটি সফটওয়্যার-ও খোলে। যার নাম এমা (ইজি মানি আর্ট) এটাতেও বিস্মিত বলাই বাবু।

বলেন : এটার নাম এমা কে রাখলো? এটা তো যথেষ্ট ভালো ও কাজের। এমা ছি ছি হবে কেন ? নাম হওয়া উচিৎ ছিলো ---

বিচ্ছু ইপ্সিত উচ্চস্বরে : ঘ্যামা।

চীনা মাসাজ

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে দেখি চৈনিক মাসাজের বিজ্ঞাপন। এখানে বহু চীনা মানুষ বসবাস করেন সেই খনির যুগ থেকে। স্বর্ণ খনি ইত্যাদি যবে থেকে পাওয়া গিয়েছিলো তখন থেকেই। তাই এটা হাফ চাইনা। হ্যাঁ ওরা বলে চাইনা, চায়না নয়।ছোট ছোট চোখ, চাপা নাক, হলুদ পাখির মতন রং এই মানুষেরা আরশোলা থেকে কাঁচা সাপ সব খায়। শুনেছি চাইনায় একটি রাস্তা আছে সেখানে দুদিকে কাঁচা সাপ ঝোলানো থাকে। কেটে কেটে ক্রেতারা ভক্ষণ করেন। এহেন চীনাদের বিশেষ মাসাজ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমি মাসাজপ্রেমী। নরম নরম হাতে অতি যত্ন সহকারে কেউ যখন আমার মাসাজ করেন ভারি ভালোলাগে। প্রাণ ঠান্ডা হয়। আত্মা তৃপ্ত হয়।

আমার বাড়ির দশ হাত দূরে একটি ঝাঁ চকচকে শপিং মল। সেখানে এই মাসাজ হয় কিন্তু আমি গেলাম আরো দূরে। আসলে একটি যন্ত্র কিনতে যেতে হয়েছিলো।

সেখানেই মাসাজের বোর্ড দেখে ঢুকে পড়ি।

প্রথমেই আমাকে তোয়ালে মুড়ে একটি শক্ত কাঠের টেবিলে চিৎ পটাং করে শুইয়ে দিলো। তারপর হাত পা ধরে সজোরে টান দিলো- আমি উহ-আহ্ করতেই আমাকে উল্টো করে নির্দয়ভাবে প্যাদাতে আরম্ভ করলেন। প্যাদাচ্ছেই আর প্যাদাচ্ছেই আর প্যাদাচ্ছেই --

থরহরি কম্পমান আমি কোঁকাতে লাগলাম।

তখন একটু দয়া হল। বললেন : আমি তো জেন্টলি মাসাজ করছি।

এই যদি জেন্টলি হয় তাহলে রিগোরাসের নমুনা কী ? পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। যিনি মাসাজ করছেন তাঁর দেহ সাধারণের ন্যায় নরম হলেও হাত ও আঙুল কুস্তিগীরের মতন। ফোলা ফোলা চাউস। তাইনা দিয়ে আমাকে পাশবালিশ ভেবে করতে লাগলেন হালকা মাসাজ। হালকা চালের ঠেলায় আমার দেহ ফুলে উঠেছে মনে হচ্ছে হাড্ডি গুড্ডি একপাশে সরে গিয়ে কাঁদছে।

মিনমিন করে বল্লাম : আর কতক্ষণ ? একটু ব্রেক হবে প্রায় ব্রেক হওয়া শরীরের?

বললেন : হে হে হে, এতেই কাবু, তোমার তো আরাম লাগার কথা !

বল্লাম: নাহ্ আমার ব্যারাম ধরে গেলো এবার একটু ছাড়ো !

শুনলেন। ছেড়ে দিলেন ফট করে। বাইরে গিয়ে কপালের ঘাম মুছে এককাপ কফি খেয়ে এলাম বেশ জমিয়ে বসে, রসিয়ে।

সেখানে আরেকজনকে দেখলাম, আমারই মতন অবস্থা ! তাঁর হাতে ব্যাথা কিন্তু মাসাজ করে সারার বদলে হাত প্রায় ভেঙে ঝুলছে ! মানে মনে হচ্ছে সেরকমই !

পিটিয়েছে। উল্টে পাল্টে তুলোর তোষক বানানোর মতন।

ভদ্রলোক কালা। মানে কানে কম শোনেন না গায়ের রঙ কালো। এত কালো যে কালা কথাটা না বললে ঠিক মনটা শান্ত হয়না ! দেখলে মানুষ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। গা থেকে নীল রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে কালোর চোটে।

- আপনি কী কালা, হে হে ! এত্তো কালা। এগুলো বলতে ইচ্ছে করে। আমিও কালা তাই বলে অন্যকে কালা বলা যাবেনা এরকম নিয়ম তো নেই । বরং একটু বেশি কালা দেখে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিতে ইচ্ছে করছিলো।

সূর্যের রং যেন পিছলে যাচ্ছে ওর হাতির মতন গতর থেকে ! আবলুস কাঠ যাকে বলে!

বেঞ্চের এককোণায় আমি বাকিটা কালার দখলে।

ওকে বলি : তোমার নাম দিলাম কালা। তুমি আমার বন্ধু হলে আজ থেকে।

সে বলে: ক্যালা, হোয়াট ইজ ক্যালা ?

বলি : কেলা হল বানানা মানে কলা আর তুমি হলে গড, কৃষ্ণ কানহাইয়া, কালা।

কালা কী করে ঐ ছোট্ট, শীর্ণ মাসাজ টেবিলে আটলেন আমি জানতে চাইলাম। নিজের ভাষায় (হয়ত আফ্রিকানস্) কী হাউ মাউ করে বললেন বুঝলাম না। বিশদে বলতে বুঝলাম যে দুটি টেবিল জুড়ে ওঁকে শোয়ানো হয়েছিলো !

অর্ধ নগ্ন করতেই উনি প্রতিবাদ করেন: আর উই গে ?

মাসাজ মানুষ একগাল হেসে বলেন: নাহ্ এটাই রীতি, বাইরে বোর্ডে আছে যে মাসাজের আরাম ১০০ ভাগ নিতে চাইলে, উলঙ্গ করা হতে পারে !

আমরা যাকে মাসাজ ভাবি এই জিনিস তা নয়। রীতিমতন প্যাদানি ও অত্যাচার। এক একটি জায়গায় এত চাপ দেওয়া হয় যে মনে হয় নাড়ি ভুড়ি সমস্ত বেরিয়ে আসবে।

এক টেঁকো চীনা একটি ওষুধ বার করেছেন। ওকে কেমন কঙ্কালের মতন দেখতে, সাজানো দাঁতের পাটি, ঢোকা গাল ও চোখ আর মুখে কোথাও এক বিন্দু চুল নেই। তো বোতলের গায়ে সব চীনা অক্ষরে লেখা। কিছুই বোধগম্য হলনা ! বললাম : আমি অল্প চাইনিজ জানি, ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ এইসব আপনি বলুন তো এতে কী লেখা আছে !

বললেন : লেখা আছে --<u>এই ওষুধ একটি বাম। লাগালে ব্যাথা সেরে যায়।</u>

এই সামান্য কথা কটি জানানোর জন্য পুরো বোতলের গা ও পেছন ব্যবহার করা হয়েছে। বল্লাম : আরো কিছু নিশ্চয়ই লেখা আছে ! উনি বললেন : নাহ্ হে এইটুকুই।

অবাক হলাম। খুব অবাক হলাম।

ইন্টারমিশন খতম। বাদামের প্যাকেট নিয়ে ঢুকেছি এবার। খাবার জন্য নয় এবার আমাকে বেশি টর্চার করলে কয়েক ঘা বাদামের বাড়ি দেবো। শক্ত পোক্ত মোটা মোটা বাদাম কিনে এনেছি খোলা সমেত।

রেডি স্টেডি গো--দ্বিতীয় দফা শুরু হবে। একটি অসম্ভব চ্যাটচ্যাটে তেল যার গন্ধ তিমিমাছের বমির মতন মানে আমার মনে হয় সেটা গাত্রে লাগিয়ে আমাকে পদাঘাত করতে লাগলেন। বেড থেকে তুলে শুন্যে ছুঁড়ে দিলেন। আবার ক্যাচ লুফে আমাকে বেডে শুইয়ে দিয়ে মোটা ঝাঁটার মতন একটি কেঠো বস্তু দিয়ে চাবকাতে লাগলেন। মনে পড়ে যাচ্ছিল

আমার ধর্ষণ ধর্ষণ কবিতার কথা। এই মাসাজ মানুষ সেটি পড়েন নি তো বাই এনি চান্স ! হয়ত শোধ তুলছেন। পাবলিক ফিগার হবার এই তো আরেক ঝুস্কিল ! অনেকেই আপনাকে চেনেন। আপনি কাউকেই নন !

সমস্ত শরীরের রস শুষে নিয়ে, পিটিয়ে ছাতু করে শেষ হল মাসাজ। চৈনিক মাসাজ। গিয়েছিলাম গাড়ি চড়ে, ফিরলাম অ্যাম্বুলেন্সে। স্ট্রেচারে করে নামানো হল আমাকে। প্রতিবেশীরা কৌতুহলি। আজকাল ৪০ পেরোলেই লোকের হার্টের ব্যামো হয় তো-হয়ত তাই !

পতিদেবকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে দিলো ওরা : কখন ? গভীর রাতে ? বেশি মদ্যপান করেন নাকি ? ফ্যাটি ফুড ? জাঙ্ক ফুড ? একটু পৃথুলা আছেন তা বয়স হয়েছে সাবধানে থাকতে হবে। আমি এক হার্ট সার্জেনকে চিনি হাত খুব ভালো। লাগলে বলবেন। ম্যাসিভ হয়নি এই রক্ষে। ম্যাসিভ হলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে জীবনতরী পার।

পতিদেব আমাকে চ্যাংদোলা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন : নাহ্ ম্যাসিভ নয়, মাসাজ। চাইনিজ মাসাজ।

ওরা সমস্বরে বলে উঠলেন : ও ইট্স ভেরিবেল। দে টর্চার পিপেল ইন দা নেম অফ মাসাজ। দেয়ার স্মল মাসাজ রুমস্ আর গারাজ হোয়ার দে ফিক্স অটো পার্টস ইন্সটেড অফ হিউমান বডি।

ও চাইনা আর চাইনা তোমার মাসাজ
টানটান শরীরে জমে গেলো রক্ত
ঝকঝকে চামড়ায় মলিন ভাঁজ।

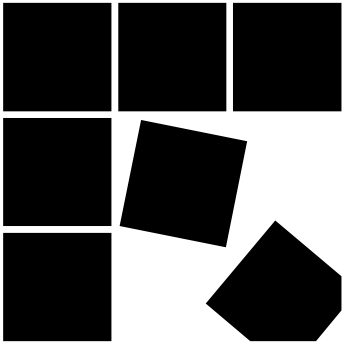

গল্পের গুঁতো

গল্প লেখা সহজ কিন্তু তার ভারবহন করা বেশ কঠিন। নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে পারি।

বিভিন্ন গল্পের চরিত্রদের যখন খুঁজে ফিরি নানান লোকেশানে কিংবা মানুষের মাঝে, বেশ বিব্রত হই।

- মিসেস সিং আপনার ছেলে কোথায় ? সিং এর রেস্তোরাঁতে খেতে গিয়ে ছুঁড়ে দিই সপ্রতিভ প্রশ্ন।
- ছেলে ? আমার তো কোনো ছেলে নেই, একটিমাত্র মেয়ে !
- আপনার দেবর যাঁর সাথে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিলো ?
- দেওরের সাথে বিয়ে ? চাদর ডালনা ? আরে ও তো পাঞ্জাবের গ্রামে হয়। আমার বাড়ি চন্ডীগড়ে।

মুখ ভেচকে চলে এলাম। এরা সবাই আমার গল্পের চরিত্র। কিন্তু মিসেস সিং য়ের গল্পে একমাত্র জ্যান্ত চরিত্র মিসেস সিং। বাকি সব বানানো। তবুও তাঁদের খুঁজে ফিরি।

ব্যাঙ্গালোরে একবার ভাইকে বলছিলাম : পাশের বাড়ির বীর সিং ওর বৌকে ভাড়া খাটায়।

ভাই ঘাবড়ে যায় -কোনটা পাশের ফ্ল্যাট নাকি উল্টোদিকেরটা !

হেসে বলি : আরে না না,আমার একটি গল্পে লিখেছি, জলপরী।

ঘোস্ট হান্টিং ট্যুরের গাইডকে জিজ্ঞেস করেই বসি : আপনি তো নপুংসক !

- হোয়াট ? ইউ আর ইন্সালটিং মি !

প্রায় পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিই ! আমার অণুগল্পের এক চরিত্র নপুংসক ঘোস্ট ট্যুর গাইড !

যাঁকে দেখে সুভদ্রা অণুগল্পটি লিখেছিলাম তাঁকে দেখে বলি : একি আপনার স্বামী এখনো জীবিত !

ভদ্রমহিলা একটু বিরক্ত হয়ে বলেন : মানে ? তুমি কি চাও ও মরে যাক আর আমি তোমার স্বামীকে নিয়ে কেটে পড়ি ! আজব মেয়ে তো ভাই তুমি !

একহাত জীভ কেটে বলি : আরে না না, জানেনই তো, মানে গল্পকার ! হে হে !

মহিলাও হেহে করে দাঁত বার করে বলেন, সবসময় গল্পে না থেকে মাঝে মাঝে বাস্তবেও থেকো গো কন্যে !

কি অপমানকর কথা ! বাস্তবেও থেকো ! আমি কি ইয়ে মানে পাগলা নাকি ☹ ! পতিদেবকে নালিশ জানাতেই বললেন: তোমার গল্পের গুঁতোয় আমিই একা কাৎ নই দেখছি আরো অনেকেই ঘায়েল করেছো।

যেমন কমলালেবু রং এর গাড়ি গল্পের নায়ক এক পুলিশ অফিসারকে বলি : ও বাবা ! হে হে, আপনি দিব্যি বেঁচে !

ভদ্রলোক ও সুরসিক ও আমার গল্পের সমঝদার, বলেন, ইয়েস অ্যাম স্টিল অ্যালাইভ, কিন্তু তুমি চাও আমি মারা যাই তাই না ? তাহলে আমার গিন্নিকে গিয়ে বলো, ও খুব খুশি হবে। আমার অবর্তমানে ওর বেড পার্টনারকে আর আনতে হবেনা। উনি এসে একেবারে গেড়ে বসবেন আমার মখমলের গদিতে।

লজ্জিত হয়ে পাশে সরে পড়ি। গৃহযুদ্ধের কারণ হতে চাই না !

চিমটে দিয়ে চরিত্র টেনে তুলতে চাইনা আর, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তবুও চরিত্র কি গল্পকারকে ছাড়ে ! পিছুধাওয়া করে বাথটব অবধি ও পরে জলসায়।

পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম। আমার এক বন্ধু (তেলেগু, ওঁদের সম্পর্কে মজা করে লোকে বলে ওঁরা তেলে বিঠা ফোড়ন দেয় তাই সম্বরম /রসম এত সুস্বাদু !) ওর অনুবাদ পড়েছিলো। আমাকে প্যারালেলি দুটো ভাষায় লিখতে হয়। কারণ আমার বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধবী ও আত্মীয় পরিজন বাংলা জানেন না। ও কবিতাটির খুব প্রশংসা করলো। নিজেও সাহিত্যের ছাত্রী। চৈনিক ভাষায় ডক্টরেট। চীনাভাষায় না করে অঙ্কনে করতে পারতিস্ !

ওকে বলি, ও শুধায় : কেন ? বলি- তোদের আর আঁকিয়েদের তো একই ব্যবস্থা।

চীনা ভাষা তো ছবির মতন অক্ষরে সাজানো তাই ! তোরা লিখিস নাকি ছবি আঁকিস ?

যাইহোক সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো : তোর পাশের বাড়ির মিস্টার কিরি, মেয়ের জন্যে চাটছিলো না ? কী কেচ্ছা ,কী বদমাইশ !

বেচারা সভ্য ভদ্র কিরির সাথে ওকে আলাপ করাচ্ছিলাম আমার বাড়ির এক পার্টিতে। রোজ ওয়াইনের গেলাসে চুমুক দিয়ে মিস্টার কিরি : হাই বলতেই আমার বন্ধু সুধা লং লম্ফ দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলো। মিস্টার কিরি বিব্রত হলেন। লজ্জিতও।

হয়ত ভাবলেন- পরদেশী যুবতীর সাথে মিসবিহেভ করে ফেলিনি তো কিছু !

ঘরের অন্যপ্রান্তে বিস্কোটি ও সুরায় আলতো ঠোঁট ডুবিয়ে আমি তখন ধ্যানমগ্ন।

হয়ত গল্পের গুঁতো থেকে বাঁচতেই !!

এ পরবাসে রবে কে ??

আবদুল ফিরোজী এসেছেন বেশ কিছুকাল বিদেশে। একটি বাড়ি কিনেছেন বড় শহরে। সর্বগুণ সম্পন্না রূপসী বধূ বেগম বাহার (আদর করে এই নামেই ডাকেন) রাঁধেন চমৎকার। একদিন দুপুরে রান্না আরম্ভ করেছেন। ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই পুলিশ এসে হানা দিলো বাড়িতে।

- ওপেন দা ডোর ! ঠক ঠক !

দরজা খুলতেই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলো স্বামী স্ত্রীকে থানায়। দারোগা পুড়ে দিলেন লক আপে। এবার বিচার হবে !

বেশ কিছুকাল লক আপে থাকার পরে বিচার হল !

এদিকে ততক্ষণে বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ হল তারা বাড়িতে কোনো মানুষকে খুন করে পোড়াচ্ছিলো। পচা গন্ধ এসে নাকে লাগে প্রতিবেশীর। উঁনি আর সময় নষ্ট না করে খবর দেন থানায়।

ফিরোজী ও বেগম বাহার বহু চেষ্টাতেও বোঝাতে পারেন না যে তারা খুনী নন। কাউকে মারেন নি, একটি আরশোলাও মারেন না যারা !

আসলে বাংলাদেশ থেকে আনা পুরনো শুঁটকি মাছ রান্না করছিলেন বাড়িতে ভোজ হবে বলে ! তাতেই বিপত্তি !

যস্মিন দেশে যদাচার, কোথাও ফসিল কোথাও শুঁটকি কালচার !

বিজ্ঞান

সায়েন্স এখন খুব উন্নত। এতটাই যে মানুষের বডি পার্টস্ খুলে নিয়ে ধুয়ে ,ইস্ত্রি করে আবার লাগিয়ে নেওয়া যায়।

এখন হেলথ্ লন্ড্রি দেখা যায়। সেখানে নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এর ধোলাই হয়। ইস্ত্রি হয়। তারপর বিল দেখিয়ে সেসব নিয়ে গিয়ে ফিক্স করা হয়। এক্সট্রা আই বল , গলার হাড় কিনে রাখে অনেক মানুষ। সেগুলি খারাপ হয়ে গেলে নতুন জুড়ে তেড়ে ব্যবহার করা হয়।

অনেকে চার পাঁচটা কিডনি কিনে রাখে , এক্সট্রা শিরা উপশিরা রেখে দেয় স্টোর করে। বিকল হলে সারিয়ে নেয়। অনেকে নিজের বীর্য ধার দেয় পড়শির স্ত্রীকে। বীর্য থাকে ফ্রিজে , কোল্ড স্টোরে।

অনেকে রোবটের অঙ্গ ব্যবহার করে। বেশি টেকসই হয়।

এখন বাংলার বেকার লোকেরা দেহ লন্ড্রি চালায়। রেকটাম্, কিডনি খুলে ধুয়ে নেয় আধুনিক মানুষ- কলকাতার ফুটপাথে সজ্জিত হেলথ্ লন্ড্রির ওয়াশিং মেশিনে। এই কলকাতা অন্য শহর। নগরপাড়ের রূপকথা এখন প্রতিটি ফেসবুকে লিপিবদ্ধ।

কমিউনিস্টরা এখন ফুটপাথে সার দিয়ে বসে থাকে। ধনীরা ওদের ফুটো থালায় খাবার দেয় নিয়মিত।

গোরিলা

ঘন অরণ্যে গোরিলার বাস। তাঁবু পড়েছে একদল শখের আলোকচিত্রীর। তার মধ্যে অগ্রগণ্যা নিশা বসু। ফটোগ্রাফির হাত ভালো এছাড়াও সে একটু দামাল মেয়ে। চিরাচরিত ছবির বদলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি করতে বেশি ভালোবাসে।

তাই ওরা তাঁবু গেড়েছে এই বনে। কিছুদিন বাদে নিশা ধর্ষিতা।

জানা যায় একটি বন্য গোরিলা তাকে ধর্ষণ করেছে, শুধু তাই নয় নিজের পায়ুর মধ্যে নিশার স্তন বৃন্ত প্রবেশ করিয়ে রমণ করায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে বেচারীর নরম নিটোল শরীর। খবর পড়ে গোরিলা বিশারদ ডঃ হেমকান্তি কৈরালা জানান যে তিনি জীবনে অনেক গোরিলা দেখেছেন কিন্তু জানোয়ার মানুষের মতন পার্ভার্ট হয়না। তদন্ত বাড়ে এবং ধরা পড়ে এক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী লেখক। আমেরিকার বাসিন্দা। আমেরিকায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। নিজের বিধবা মাকে কামরসে টসটস লেখক *anal sex এ বাধ্য করে। এখন পুলিশের ভয়ে* পালিয়ে এসেছে ভারতের গভীর বনে। ভায়াগ্রা নিয়ে -গোরিলার পোশাক পরে ; বুক বাজিয়ে আদিবাসী মহিলা ও সভ্য জগতের নিশাদের সে টার্গেট করে সীমাহীন দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায়। আরো জানা যায় লোকটি খুব জ্ঞানীগুণী ও ভালো তবলাবাদক।

যদিও ভারতের বনে নাকি গোরিলা নেই । লোকে জানে না তেমন । কিছু হয়ত পাচার হয়ে আসে ।

নাম কল্লোল ভূষণ মিত্র - ওর মা আগে আদর করে ডাকতো কল্লু, এবার থেকে ডাকবে উল্লু। ছদ্মনামে পর্ণো লিখতে অভ্যস্থ আর ৫০ সেন্টে গুহ্য সেন্ট বিক্রি করতে পারদর্শী এই লেখক- এক জিনিয়াস ।

মায়ের যৌনাঙ্গ নিয়ে রতিক্রিয়া একমাত্র কল্লুর পক্ষেই সম্ভব- এই ধরিত্রীর বুকে । মায়ের স্তন অন্যভাবে ব্যবহার করতে একমাত্র কল্লুই পারে ।

আমেরিকার ভালো জিনিস না শিখে অন্ধকারে পা ডুবিয়ে বসে আছে ডঃ কল্লোল ভূষণ । কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এ একটি পি এইচ ডি ডিগ্রী হাসিল করেছিলো বহু যুগ আগে । লম্পট অবশ্য সেই সময় থেকেই ।

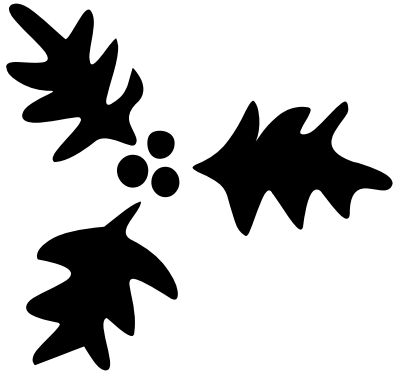

বাঙালী বধূ বনাম জিগোলো

মানসী এসেছে বিদেশে বহুদিন। বৈজ্ঞানিক কাজপাগলা স্বামী বুঁদ হয়ে থাকেন কাজে। মেম বন্ধুরা শুধায় : ডু ইউ হ্যাভ সেক্স রেগুলারলি ? হাউ অ্যাবউট ইওর অর্গাজম চ্যাপটার ? উইমেন হ্যাভ অ্যা পিকিউলিয়ার কাইন্ড অফ অর্গাজম ডু ইউ নো ?

এসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দেওয়া তার পক্ষে মুসকিল কারণ তার স্বামী রণেন তিনমাসে একবার সময় পান সেক্স করার। সাহেবী কালচারে নিজেকে মিশিয়ে দিতে আগ্রহী সে। তাই বান্ধবীদের পরামর্শেই ডেকে আনে এক জিগোলোকে। তারা বললো : ভারতীয় শাড়ি পরে থেকো তাহলে ও এসেই চট করে তোমার এই পেটিকোট নামক পর্দা ফাঁস করে সম্ভোগে ডুবিয়ে দেবে।

একঘন্টার জন্য এসেছে জিগোলো বা মেল সেক্স ওয়ার্কার ড্যান তার গৃহে। বাঙালী বধূ মানসী, সাহেবদের ম্যাল্সি সিঁদুর পরে শাড়ি জড়িয়ে,সেজে গুজে অপেক্ষা করছিলো। দরজায় বেল দিতেই দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলো :

- এই ছেলে, কাম কাম (এসো এসো, কাম মানে সেক্স নয়)। হাসিমুখে প্রবেশ করলো জিগোলো ড্যান।
- হাই ! আই অ্যাম ড্যান, ইওর ফ্রি টাইম ফ্রেন্ড।
- আই অ্যাম মানসী। কাম অন, সিট, সিট। সোফায় বসলো দুজনে।

এরপরে শুরু হল গল্প : বাঙালী সুন্দরী জিগোলোকে ড্যানি ডেকে বসলো। বাকি কথা বাংলায় লিখছি :

- ড্যানি তোমার বাড়িতে কে কে আছেন ?

- ও শুধু মা, মা কী করেন ?

- ও পঙ্কু, আহা রে।

- মায়ের দেখাশোনা কে করেন ?

- কেউ না ? আহা রে !

- আমি মাঝে মাঝে যাবোখন। দেখে আসবো, দেখো না বাড়িতে এত কাজ !

- হ্যাঁ জানি উনি খুব খুশি হবেন, উনি সঙ্গী চান।

- নাহ্ নাহ্ আমাকে কোনো পয়সা এরজন্যে দিতে হবেনা। আমরা ভারতীয়রা স্ক্রিতে জনসেবা করতে বেশ ভালই অভ্যস্ত। কী ? তুমি স্পাইসি ও ঝাল খেতে পছন্দ করো ?

- এই ড্যানি একদম ঝাল খাবার খেয়োনা, পেটের বারোটা বেজে যাবে।

- নাহ্ নাহ্, ঠান্ডায় এইভাবে মাথায় টুপি না পরে, মাফলার না বেঁধে এসো না !

- নটি বয়, আমার কথা শুনবে ! কোন পাগল তোমায় বলেছে যে মেয়েরা সিমপ্যাথিটিক নয়, আমিও তো তোমার মায়ের মতনই, কী বলো ?

  ইতিমধ্য চলে এসেছে গরম গরম বাঙালী চা ও মাছ ভাজা। জিগোলো তো খুশিতে ঝলমল করছে ! তবুও একবার যেন মিনমিন করে বললো : হোয়্যার ইজ ইওর বেডরুম ??

- ওদিকে, বলে ইশারা করলো মানসী, আমি আমার স্বামীর সাথে কশ্চিৎ কদাচিৎ ওখানে শুই, শুয়ে,অ্যাই এসব কথা বাচ্চাদের মোটেই শুনতে নেই।

আমার বর খুব সিনিয়র অফিসার, ভেরি ভেরি সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ওকে কাকু বলবে তুমি বুঝলে !

খেজুড়ে আলাপ ও বেয়াড়া আড্ডায় কেটে গেলো একঘন্টা। জিগোলো ড্যান তার ফিজ্ না নিয়ে চলে গেলো। যাবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো যে শীঘ্রই এসে মানসীদেবী কে তার মায়ের ডেরায় নিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ ,বলবে সে তার আরেক মম, নট ক্লায়েন্ট !!

ক্লান্ত স্বামী ঘরে ফিরতেই মানসী উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো : জানো আজ জিগোলো এসেছিলো। এক পয়সাও নেয় নি ! এমন গপ্পে জমিয়ে দিয়েছিলাম না !

স্বামী কূপোকাৎ প্রতিদ্বন্দীর উপাখ্যান শুনে। গুরু গম্ভীর, বিদ্যার ভারে জর্জরিত পন্ডিতের মুখেও যেন ফুটে উঠলো এক চিলতে

নির্মল হাসি 1☺

প্রেতশিলা

ভূপালি সঙ্ঘ। নারীবাদী ও যুক্তিবাদীদের সমিতি। নারীর কল্যাণে যুক্তি দিয়ে কাজ করে। আর সমাজ থেকে যত কুসংস্কার আছে সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই এদের লক্ষ্য। এহেন সমিতির মধ্যমণি বলাবাহুল্যই একজন ডাকসাইটে মহিলা যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। নামখানাও চমৎকার। *লোলা*। যদিও বিশাল বপুর দরুণ পাড়ার বখাটে ছোঁড়ারা ডাকে - কামানের গোলা বলে। রাস্তা দিয়ে যখন চলেন পেছন থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় দুষ্টু ছেলেপুলেরা - *ও লোলা দিদি আপনার বিজ্ঞান ভালো আছে তো ? বিজ্ঞান কিন্তু আপনার প্রিন্স চার্মিং খুঁজে দিতে পারলো না, হে : হে:। মেয়ে তো নয় যেন কুস্তিগীর।*

তারপরে সুর করে ছড়া কাটে ::

কি বা রূপ আমড়া তলায়,

দেখে ভূত আপনি পালায় ।।

তার নি:সঙ্গ জীবনে কোন ঘনশ্যাম মোহনবাঁশি হাতে আসেননি। লোকে বলে লোলা কুশ্রী। লোলার যত রাগ সুন্দরী মেয়েলোভী পুরুষদের প্রতি।

মেয়েরা কি এক একটা রূপের প্রদীপ ? হ্যাংলা ছেলেগুলো কেবল প্রদীপ চায় ? কেন ধূপকাঠি কি ফেলনা ? ধূপও তো জ্বলে। প্রদীপের মতন আলো দিতে পারেনা বটে - উঁহুম উঁহুম,সুবাস তো দেয় ? কিন্তু পাজি নচ্ছাড় ছেলেদের বোঝায় কে ?

ধীরে ধীরে জন্ম নেয় পুরুষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা। কাজেই বিয়ের ফুলও কুঁড়িতেই আটকে থাকে। নট নড়ন চড়ন।

এই সমিতির নাম মিস লোলা কেন ভূপালি রেখে ছিলেন তা স্পষ্ট নয় সম্ভবত: ভূপালি রাগের প্রতি তার কোন দূর্বলতা ছিল।

শুনি কানন পা-আ-ড়ে, মুরলী ধ্বনি --!

ছোট্টবেলায় শেখা ভূপালি রাগের গানটি মাঝে মাঝেই দু-এক কলি আওড়ায়। তবে এতে কোন পুরুষ আকৃষ্ট হয়না বরং দু একটা কাক, চিল যা বাড়িতে আসতো তারাও রুট বদল করে।

শহরে যে কোন বেচাল দেখলেই লোলা তার নারীবাহিনি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একদিন হয়েছে কি লোলা দিদিমণির প্রতিবেশীকে ভূতে ধরেছে। ছেলেটির নাম ভুতো। এই ছেলেকে ভূতে ধরবে না তো কি আপনাকে ধরবে ? অ্যাঁ ? বলি বাপ মায়ের কি আক-কেল ? এমন সৃষ্টিছাড়া নাম কেউ রাখে ? লোলা দিদিমনিকে বলতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন !

ভূত ? কে ভূত ? ভূত বলে কিছু আছে নাকি ? ওর হয় পেট গরম হয়েছে নয়ত ইট মে বি আ *নিউরোসাইকোলজিক্যালডিসঅর্ডার*।

---এতো সেই হযবরল এর মতন হয়ে গেল দিদি ?

লোলা কটমট করে তাকালেন প্রশ্ন কর্তার দিকে -ফাজলামো করার আর জায়গা পাননি তাইনা? এই কত যেন একটা শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একহাতে মোবাইল আর অন্য হাতে কমপিউটার নিয়ে আষাঢ়ে

গপ্প ফাঁদছেন ? আপনারা হচ্ছেন যত সব নষ্টের গোড়া। বিজ্ঞানের সব সুবিধে নেবেন আর ওকালতি করবেন অবৈজ্ঞানিক সমস্ত কিছুর হয়ে। যেটা আপনাদের সুবিধে সেটাই আপনারা করবেন।

অপরপক্ষ এবার ধৈর্য্য হারালেন।

- মাথামোটার মতন বকছেন। আপনাকে কে বলেছে সবাই বিজ্ঞানের সুবিধে নেয়? দাশু ওঝা, যে ভূত তাড়াবে সে খাপরার চালের নিচে থাকে আর একটা ঝোঁটা, তালপাতার পাখা ও কুলো নিয়ে কাজ করেন। ওর ঘরে ইলেক্ট্রিক বাল্বও নেই জানেন ? মোবাইল তো অনেক দূরের জিনিস। তাতেই কেল্লা ফতে। অনেক কিছুই উনি পারেন যা আপনি আমি পারিনা। একহাতে এই বিল্ডিংটা উপড়ে ফেলতে পারেন, আপনাকে ইয়ে মানে আমাদেরকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে পারেন আর আপনারা সুবিধে নেন না ? ঝোঁটা দিয়ে ঘর ঝাড় দেন, লোডশেডিং এ তালপাতার পাখায় হাওয়া খান, কুলোয় চাল ঝাড়েন, কৈ আপনাদের লজ্জা করেনা তো ? আর সত্য তো আপনার বিশ্বাসের ওপরে নির্ভরশীল নয়। ভূতের অস্তিত্ব আপনি বিশ্বাস করলেও আছে না বিশ্বাস করলেও থাকবে।

লোলা দিদি আর বাজে সময় নষ্ট করলেন না। এইসব গন্ড মূর্খের সঙ্গে কথা বলাই বৃথা। বরং তৈরি হয়ে নেওয়া যাক। আজ বিকেলে pluto - এর ওপরে একটা লেকচার শুনতে যেতে হবে। প্রফেসর আদিনাথ গুহর লেকচার আছে। উনি খুব নামজাদা অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট। বহু পুরস্কার পেয়েছেন। ওনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা বহুদিনের।

-দিদি আজ ভুতোরে বড্ড কাহিল করসে ভূতে, ডাগতার আইসিলো। ওষুধ খাইয়াও কিসু ফল হইলো না। পাগলের মতন করতাসে। ওঝারে ডাকসে।

-ওঝা ? হ দা হেল ইস ওঝা ?

- আরে না না হেলে যাইতে হয়না ঐ দাশু ওঝা এখানেই থাকেন, এই লাইনে বড় নাম। জানেন না? শোনেন নাই ? মন্ত্রী টন্ত্রীরাও যায়।

-না শুনিনি।

(অপরপক্ষ, মনে মনে -- *নিজের গ্রহের জিনিস জানেনা আবার* **pluto !**)

---শোনো এইসব আজেবাজে কথা আমার সঙ্গে একদম বলবে না, জানো কত মহাপুরুষ বলে গেছেন বিজ্ঞান বিনা কিছু নেই ?

(অপরপক্ষ আবার মনে মনে --- কি করে জানবো বলুন আপনার কানে কানে বলেছেন কিনা !)

তোমরা কি গুহামানব ? তোমরা অনেক পিছিয়ে বুঝেছো? এই যে আমি তোমাকে স্নেহ করি আহা- উঁহু, এও বিজ্ঞান, এই যে আমার হাসি পাচ্ছে, হ্যা হ্যা - এও বিজ্ঞান। আর ভূত ? ওসব কিছু হয়না। যা দেখা যায় না, প্রমাণ করা যায়না তা হয়না। বুঝলে ?

(তাহলে সুন্দরের প্রতি মানুষের খুড়ি পুরুষমানুষের সহজাত আকর্ষণ, এও বিজ্ঞান। লোলা দিদি কি বলেন ?)

যাইহোক ভূত সম্বন্ধে একখানা জ্ঞানগর্ভ লেকচার দিয়ে দিলেন মিস লোলা।

অপরপক্ষও নাছোড়বান্দা : তাই নাকি ? তা আপনি অনু-পরমাণু দেখেছেন ?

- না, উঁহুম, উঁহুম তবে বড় বড় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন।
- ওদের কথা বিশ্বাস করছেন আর আমার কথা উঁড়িয়ে দিচ্ছেন ? আমিও তো ভুত দেখেছি। ও ! আমি গরীব বলে আমার কথার কোন দাম নেই তাই না !
- আহা হা ! তা কেন হবে ? ভূত তো প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু অনু-পরমাণু তুমিও ইচ্ছা করলেই দেখতে পাবে।
- সেতো আমিও আপনাকে ভূত দেখাতে পারি, যাবেন আমার সঙ্গে অমাবস্যার রাতে তারাপীঠের মহা শ্মাশানে ?
- এই শোনো আমি না একটু বেরবো বুঝলে, পরে কথা হবে কেমন। কাজের চাপ এতো যে সময় করে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।

লোলা বেরিয়ে গেলেন। বলা ভালো পালালেন।

Pluto সম্পর্কে জেনে যখন ফিরলেন তখন ভূতো সুস্থ। জানা গেলো ঐ ওঝা কিসব করেছেন তাতেই ভূত পলায়ন করেছে। ফিরে গেছে প্রেতলোকে। গয়ার প্রেতশিলাতে কিছু নিয়মকানুন মেনে আচার অনুষ্ঠান করলে সেই প্রেত আর ফিরবে না।

লোলা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত অনেক হল। এইসব বাজে কথা শোনার কোন মানে হয়না।

আজ কদিন ধরেই বিকেলে বাড়ি ফেরার পর মনটা চনমন করে। আচ্ছা প্রফেসর গুহঠা তো পুরুষ, কিন্তু উনি এক্সেপশনাল। উনি পুরুষ হতেই পারেন না।

পুরুষ আর ভূত - টুত সব একি ক্যাটেগরি। সব ইলজিক্যাল চীজ। আস্তে আস্তে নারীরা জাগছে। এরপরে না সব জ্বালিয়ে দেবো - পুরুষকে পুড়িয়ে দেবো।

(তার আগেই না আবার সূর্য সুপারনোভা না কি যেন বলে তাই হয়ে পৃথিবীকে পুড়িয়ে দেয়, এমনটি যে হবে তা তো বিজ্ঞানীরাই বলেন)

সেদিন সন্ধ্যায় এককাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসা মাত্র দরজায় নক। খুলতেই দেখা গেল এক সুপুরুষ দাঁড়িয়ে।

-আপনার নাম খুব শুনেছি লোলাদেবী, যশ - খ্যাতি শুনে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম সুবায়ু।

- ভেতরে আসুন। লোলা গদগদ। একেই সুপুরুষ তায় প্রশংসা করছেন। আহা হা !

আসুন আসুন ভেতরে আসুন ! আরে আ ---সু-ন না !

আপাতত পুরুষ বিদ্বেষ শিকেয় তোলা থাক। (তব সবটুকু প্রেম, দেহ পদপল্লবে মোর)

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?

লোলা গেয়েই ফেললেন। একটিলে দুই পাখি। ভদ্রলোক সাড়া দিতে চাইলে দেবেন নাহলে ভাববেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন। সুবায়ু সাড়া দিলেন। যেন অপেক্ষায় ছিলেন। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব। মাখামাখি। স্বপ্ন দেখা। সুবায়ুকে ঘিরে। অনেক অনেক মধুর স্বপ্ন। রোমাঞ্চ জাগে দেহে। সুবায়ু, সুবায়ু, সুবায়ু আকাশে আজ একটা বিশাল রামধনু। কে বলে রামধনুতে সাতটা রং ? লোলা স্পষ্ট দেখতে পায় আকাশে হাজার হাজার রঙের খেলা। রামধনু ছাড়িয়ে সেই রঙে ভরে গেছে তার ছোট্ট ঘরখানি। মনের গোপন কুঠুরিগুলোতে কাঁপুনি। সুবায়ু, তুমি এলে একটা শীতল বাতাসের মতন, এলোমেলো করে দিলে আমার সব কিছু।

সুবায়ু ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করে ও লোলার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে যে সে লালায়িত সেটা অকপটে স্বীকার করে।

বনে যদি ফুটলো কুসুম --- !

লোলা দিদিমণি পেরেমে পইরেসেন। খবর রটি গেল।

উঁড়ু উঁড়ু চুল, চোখে ভাবের বিহ্বলতা। গাঁদা ফুলগুলোকেও মনে হচ্ছে এক একটা গোলাপ। কাজে মন নাই। ভূপালি সন্ধ্য লাটে উঠতে চলেছে।

যেই লোলা আগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আজকাল তিনিই, কেউ কঠিন সমস্যা নিয়ে এলে আড়ামোড়া ভেঙে বলেন - আচ্ছা দেখছি কি করা যায়।

কামানের গোলার কি রূপ বারুদ আমদানি হয়েছে তা দেখতে বখাটেরা ওৎ পেতে আছে। কিন্তু লোলা দিদিমণি সেই যে সন্ধ্যা হলেই দ্বারে খিল আঁটেন আর নো খোলাখুলি।

সেদিন রবিবার। সারাদিন ধরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সুবায়ু লোলাকে টেনে নিয়ে যায় বাইরে।

-চল চল বৃষ্টিতে ভিজি। লোলার বৃষ্টি ভাললাগলেও ভিজতে ভালোলাগেনা। কিন্তু উপায় কি ? সঙ্গে আছে এক দামাল যুবক। ভিজতেই হল। পরে জ্বর হল। অবশ্য সুবায়ুর সেবায় সুস্থ হয়ে উঠে মনে হল জ্বরটা বড্ড তাড়াতাড়ি সেরে গেল। বেশ লাগছিল কদিন ধরে ওর ছোঁয়া, যত্ন। নাহ্- সব পুরুষেরা খারাপ নয়।

মাঝে মাঝে সুবায়ু চিকেন কাবাব বানায়, তারপরে দুজনে খায়। লোলা বলে এত ভালো কাবাব পার্ক সার্কাসের জিশানও বানাতে পারেনা।

কখনো কখনো সুবায়ু ছবি আঁকে। মর্ডান আর্ট। লোলার অবশ্য মনে হয় ওগুলো হিজিবিজি কারণ সে কিছুই বোঝেনা আর্টের ব্যাপারে তবে যেহেতু সুবায়ু এঁকেছে তাই গদগদ হয়ে বাহবা দেয়।

কোন কোজাগরী রাতে সুবায়ু সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে উপহার দেয়।

চাঁদ উঠেছে আকাশে, তুমি আমার বাহুপাশে

তোমায় মনে হচ্ছে অকৌপাস, নতমুখে ছিঁড়ছো ঘাস।

বুকের ভেতর মাঝির গান, ওরে আমার ওরাংওটাং।

কিংবা -

ওগো মোর সুন্দরী, তুমি সাগরের লহরী

কি যাদু দিয়ে প্রিয়ে নিলে মোর মন হরি,

বিদিশার নিশা তুমি, কৃষ্ণপক্ষের বিভাবরী, বব কাট কেশ তব ভ্যানিশ কবরী। লো-ও-লা, লুলু, গেল মন খুল খুল -

চোখের পিদিম মম, পাখি যেন বুলবুল।

দিব্যি কাটছিল, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। কিন্তু নাহ্ ! লোলার কপালে বুঝি সুখ সইলো না। একদিন সুবায়ুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘরের বাতি নিভে যায়। বুঝি লোড শেডিং। এখন শীত মাস।

ঘরের দরজা বন্ধ। অন্ধকারে একটি মোম জ্বালালো লোলা। কিন্তু সুবায়ুকে আর দেখা গেলোনা। --সুবায়ু , সুবু ---করে অনেক ডাকলো। কিন্তু কোথাও ওকে পেলোনা। কোথায় সুবায়ু ? সে যেন সু-বায়ু হয়েই মিলিয়ে গেছে।

হঠাৎ খামখেয়ালি আলো চলে এলো। আস্তে আস্তে পরিবেশ হালকা হল। লোলা চোখটা কচলে নিলো। ঘরের সবকটা আলো জ্বালিয়ে দিল।

লোলা কি উন্মাদ হয়ে গেছে ? নাকি স্বপ্ন দেখছে? কি দেখছে সে ? কোথায় তার স্বপ্নের রাজপুত্র ? কোথায় গেল সে? মানুষেরও sublimation হয় তাহলে ? এতদিন তো কর্পূরের কথাই জানা ছিল ! থার্মোডায়নামিক্স ক্লাশে তো এরকম কিছু পড়েনি ! নাকি ছেড়ে গেছে ? হয়ত সেই বছর ওটা important ছিলনা ! সুবায়ুর গোটা দেহটা হঠাৎ যেন আঁধার থেকেই আবির্ভুত হল তারপর স্মোক হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। অল্প অল্প করে। *সাত মহলার স্বপ্ন পুরে নিভলো হাজার বাতি।*

সুবায়ু মানব বা দানব যাইহোক, সে আর আসেনা। ভূতের রাজার পাঠানো কাবাবও আর খাওয়া হয়না। লোলা এখন শুকিয়ে গেছে। এই

কদিন কোথাও বেরোয়নি। সারারাত সব আলো জ্বালিয়ে বসে থেকেছে। সুবায়ুর ভৌতিক অন্তর্ধানে সে অবাক তো হয়েছেই সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও পেয়েছে। মানসিক ঝড়ে কাহিল লোলা। বুকের ভেতরে এক মেঘের আনাগোনা। জন্ম নিয়েছে জেদ। এক বায়বীয় মানুষের জন্য প্রেম, এখনো ছুঁয়ে আছে লোলার সর্বসত্ত্বা। রোজই স্বপ্ন দেখে যে সুবায়ু আসবে। আবার। চুমু দেবে। সি উইল বি ফাক্‌ড , ব্যাক ডোর এন্ট্রি , স্তন মালিশ ---- তেল মালিশের মতন। খুব আরামদায়ক। সুবায়ুর নিজের কন্ট্রোলে না থাকা লোভী পৌরুষ , কন্ডোম ফাটালো কিনা সেই নিয়ে মধুর খুনশুঁটি ! লোলাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করা।

আগে অবশ্যই লোলা, একাকী চিতল মাছের পেটির মতন অঙ্গে সেক্সটয় দিয়ে অর্গাজ্যাম করতে অভ্যস্থ ছিলো। কিন্তু আসলে আর নকলে সুবিশাল ফারাক সেটা এখন বুঝেছে। শুদ্ধর স্বাদই আলাদা !

নাহ্! আম্‌সি মুখো ফেমিনিস্ট মেয়েরা এগুলো না এক্সপিরিয়েন্স করেই শুষ্ক লড়াইয়ে নামে ! এসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত লোলা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেয়। একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে ভরিয়ে দেয় শোবার ঘরটি। সুবায়ু কি এলো ? --নাহ ! --ও কি আবার আসবে ?

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে লোলা আস্তে আস্তে উঠে পোশাক বদলে নেয়। দরজায় তালা দিয়ে এগিয়ে যায় দাশু ওঝার খোঁজে। প্রেতশিলায় আচার অনুষ্ঠান করলে এখান থেকে প্রেত চিরতরে ফিরে যায়। নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে আনার উপায়ও আছে ! দেখা যাক শ্রদ্ধেয় দাশু ওঝা কি বলেন। অসম্ভব ভালোমানুষ এই দাশুবাবু। সুবায়ুকে আজ তার খুব প্রয়োজন, খুউব। সেক্স না হোক্ মনের জন্যও !

হাসছি মোরা হাসছি দেখো

যখন আমাদের কোন বড় হোটেলের পার্টিতে নেমন্তন্ন থাকে আমরা যাইনা কারণ ঠিক সেইসব সময় নিজেকে খুব ওজনদার, ভারী মনে হয় ও তখন আমি সুরুৎ করে ডায়েটিং মোডে চলে যাই ।আর যখন যাবার ইচ্ছা হয় তখন কোন নেমন্তন্ন থাকেনা । কাজেই নিজেদের গ্যাটের কড়ি খরচ করে বিল মেটাতে হয় । আমার ইচ্ছা হওয়া আর নেমন্তন্ন পাওয়া একসঙ্গে প্রায় হয়ই না ।

তো এমনি এক *নেমন্তন্ন না পাওয়া দিনে* গেলাম হোটেল রোজমেরীতে । পাঁচতারা এই হোটেলটির প্রাচ্যের খাবারে বেশ নাম আছে । রেস্তোরাঁটির নাম হার্বস অ্যান্ড স্পাইস । কাঁচের ঘরে বসে লবি দেখা যায় । ইয়া **মোট্টা** মেনু কার্ড -সে খোলাবন্ধ করার জন্য লোক রাখা আছে । দেখি সব গাল ভরা নাম । আমাকে চিরদিনই খাদ্যবস্তুর থেকে তার নাম বেশি টানে । যেমন ধরা যাক পনীর কোফতা --বেশ ছিমছাম খাবার, সুস্বাদু। আমি তার ধারে কাছেও ঘেঁষবো না ।আমি অর্ডার দেবো টকাটক মুলি, চাঙ্কি পনীর বা মাটর চুটমুট । তারপরে খেতে বসে নাজেহাল অবস্থা । কিন্তু ঐ যে নামেই আমার আসে যায় ! টকাটক মুলি বা চাঙ্কি পনীর কেমন বাজনার মতন রিনরিন করে না ? নামে মোহিত হয়ে বহুবার ঠকেছি তবুও নেড়ার বারবার বেলতলায় যাবার বদ-অভ্যাসটি কিছুতেই যাবার নয় ।

বিয়ের আগে পুণায় থাকাকালীন হবুবরের সঙ্গে গেছি এক তারামার্কা ইতালীয় রেস্তোরাঁতে । হবুবর কম্পিউটার বিজ্ঞানী

তাই মানিব্যাগ পকেটে রাখতে পারেন না, তার জন্য আলাদা ক্যারিব্যাগ আছে । তো সে যাই হোক ঐ হোটেলে গিয়ে নামে মোহিত হয়ে যা অর্ডার করেছিলাম টেবিলে এসে পৌছাতে দেখি ওয়াশিং মেশিন বেরনোর আগে যেমন রাতভর সাবান জলে জামাকাপড় ভিজিয়ে রাখা হত ও পরেরদিন সকালে সেটা যা রূপ নিত একেবারে ঐরকম ভাবে পাউরুটি জলে ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে । অসম্ভব বাজে খেতে - কোন স্বাদই নেই । দামের কথায় নাই বা গেলাম । শেষে রাস্তায় বেরিয়ে ফুটপাত থেকে 'পাউভাজি' কিনে খেয়ে পেট ভরালাম । যেহেতু পাউ এর সঙ্গে ভাজি কথাটা ছিল তাই এটা জানতাম যে জলে চুবিয়ে আনবে না । সে এক দিন গেছে বটে !

যাইহোক ফিরে আসা যাক রোজমেরীর গল্পতে । অ্যাপেটাইজার শেষ করে মেন কোর্স অর্ডার করেছি আর ইন্টারভ্যালে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে লবিদর্শন করছি । হোটেলে কোন ফিল্মি পার্টি চলছে । এক এক করে আসছে কান্নাড়া রুপালী জগতের রাঘব- বোয়ালরা এবং অবশ্যই সুন্দরীরা । কেউ বাঘের ছাল জড়ানো (এবার বোঝা যাচ্ছে বাঘ এত কমে যাচ্ছে কি করে) কেউ বা হীরের গহনায় ঝকমক করছেন । আমাদের তো চোখ ধাঁধিয়ে, মাথা ঘুরে যাচ্ছে আসল নকল দুই রকম তারা দেখে । অনেকেই এলেন । আমি যদিও বেশীর ভাগকেই চিনিনা । কারণ আজকাল খবরের কাগজে একমাত্র সিনেমার পাতাটাই আমার পড়া হয়না তাই বরাবর পিছিয়ে আছি এই বিভাগে । হঠাৎ একটি মার্সিডিজ থেকে নামলেন এক নায়িকা । সকলে উল্লাসে ফেটে পড়লো । এনার নামটা আমার জানা নেই । তবে এখানকার নায়িকাদের নামগুলো একটু অন্যরকমের হয় । সৌন্দর্য্য, ঔদার্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, সহচার্য এইসব । তো যিনি নামলেন উনি নির্ঘাত ' **নির্লজ্জ** ' । কেননা ওনার দেহে

কয়েকটি সুতো ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই । মনে প্রশ্ন জাগে - দেশে টেক্সটাইল মিল গুলো করে কি ? আমাদের ডাইনে এক পাহাড় প্রমাণ মহিলা বসে আছেন আর বাঁয়ে মিস নির্লজ্জ । আমাদের ভাগ্নে একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে তার মাথা ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটলো -এই এনাকে ঢাকতে গিয়ে এনার বস্ত্র কয়েকটা সুতোতে এসে ঠেকেছে । ভাবলাম এখানেও 'ল অফ কনসারভেশন ? '

হঠাৎ পেছন থেকে কারা চীৎকার করে উঠলো - উটু উটু উট, উটু উটু উট ! আমি তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠি । পরে জানা গেল যে এটা মিস নির্লজ্জর কোন হিট ছবির গান । আমাদের কেউ উঠতে বলেনি ।

ইতিমধ্যে মেন কোর্স এসে গেছে । যেন নানান ভেষজ ঔষধির সম্ভার । কেবল খল-নুড়িটাই অনুপস্থিত । পাশের টেবিলে দুজন লোক বসে আছে আর নিজেদের মধ্যে খাবার নিয়ে ঝগড়া করছে । একটু অবাক হলাম । এইসব ভদ্রসভ্য জায়গাতে তো কেউ জোরে কথা পর্যন্ত বলেনা, সবটাই ইশারায় হয় । সেখানে এই দুইজন রীতিমতন ঝগড়া করছেন তাও সামান্য খাবার নিয়ে কেমন যেন লাগলো । আমার কৌতুহলটা বরাবরই লাগামছাড়া । লজ্জার মাথা খেয়ে ওয়েটারকে জিগেস করেই বসলাম - 'আচ্ছা এরা এরকম ঝগড়া করছেন কেন ?'

ওয়েটার বললো - 'না না ঝগড়া নয় ম্যাডাম ওরা কন্নড় ভাষায় গপ্পো করছেন - '

ভাবলাম এই যদি গপ্পো হয় তাহলে অমন গপ্পের মুখে আগুন !

হঠাৎ পাশে একটা অদ্ভুত সুরেলা ও মিষ্টি আওয়াজ শুনে মনে হল কেউ

হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন । দেখি বাঙালী । বাংলায় কথা বলছেন, গপ্পো

করছেন । এরকম গপ্পোই তো শুনতে চাই ! **বাঙালী ললনে** এসেছেন

দক্ষিণী ছবিতে অভিনয় করতে । পাশের দুজন তার দুই স্যাটেলাইট ।

ওদের কথোপকথন :

-মি : চাকলাদার পড়াসোনা বেসি জানেনা রে ।

-আরে দূর এইসব ফিল্মি লাইনে অত পড়াসোনা লাগেনা ।পড়াসোনা করে কে কবে বড় হয়েছে ? প্রোডিউসার চাঁদু ব্যাটবল থুড়ি বটব্যাল আছে না ও তো টিপসই করে কোটি কামান । তারপরে এইসব হোটেলে এসে পার্টি দেন । তখন ইয়া ইয়া পড়াসোনা জানা লোকেরা ওনার গোলামী করেন ---- সিক্ষা তো ভিক্ষা সেখায় রে ! না না পড়াসোনা করে কিস্যু হয়না, কোনকালেই না ।

উপগ্রহর জীবনবোধ চমকিত করলো । সত্যি কলকাতায় কত বেকার, সব সিক্ষিত, পড়াসোনা অল্পস্বল্প করে আমিও তো কিসুই করতে পারলাম না জীবনে ।

হঠাৎ কেন জানিনা আমার মারাত্মক হাসি পেল । আমার নানান বদ অভ্যাসের ভেতর একটি হল যখন তখন খুকখুক বা খিলখিল করে হাসা । এই ঘুসঘুসে হাসি রোগটি দুরারোগ্য । কোনদিনই বোধহয় সারবার নয় । বহু লাফিং ক্লাব থেকে ডাক এসেছে ইন্সট্রাকটর হবার । আমার ভাই বলে যে আমার নাকি হাসি মুছতে শেখা উচিৎ । সে কিরকম ? ও করলো কি হাসতে

হাসতে হঠাৎ ওর ডানহাতটা আলতো করে মুখের ওপরে বুলিয়ে নিল, যেমন করে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে সেইভাবে । ব্যাস হাসি উধাও । আর সেই হাসি মোছা দেখে তো আমি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েছি । তো এই যখন তখন হাসতে গিয়ে বহুবার হেনস্তা হতে হয়েছে -তবুও কি হাসি থামে ? বুঝি হাসি মোছাও আর হ-ই-লো--না !!

এই নিয়েই তো ও পাড়ায় চমচম দত্তের সঙ্গে যত গোলমাল । একবার বেকায়দাই হেসে ফেলেছিলাম -ব্যস্ আর যায় কোথায় ? চমচম হাটে গিয়ে চমচমের হাঁড়ি ভাঙলো আর মধুলোভীরা সব ঝাঁপিয়ে পড়লো চমচম উদ্ধারে । নামেই চমচম আসলে শুকনো, রঙ করা মাটির ঢেলা । নিরস, কাঠখোট্টা --ঠাট্টাও বোঝেনা ।আমাকে শাসালো --‘ ইমেজে কাদা ছিটিয়ে দেবো- সম্মানে দাগ লাগিয়ে দেবো । অনেক বড় জিনিস হারাবে ’- আমি তো যথারীতি হাসছি । চমচমের বালখিল্যপনা দেখে । বলে কি ! কাদা ছিটাবার আগেই তো ওকে গপ করে গিলে খেয়ে ফেলবো- চমচম বলে **কত্তা** ! এপাড়া থেকে ওপাড়া, তবুও রোজ সকালে চমচমের গালাগালি দেওয়া ই-চিঠি পড়তে হত । আজকাল *সিক্ষা যে ভিক্ষা সেখায়* তা বেশ ভালোভাবে টের পেলাম । শোভনতা, শালীনতা বিসর্জন দিয়ে যে সব চিঠি লিখেছেন উনি তাতে মনে হয় গালাগালিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করলেই চমচম ভালো করতেন । হাসতে হাসতে দিলমু নালিশ ঠুকে হেডঅফিসে । ‘ আব দে, জিতনি গালি চাহে দে !’ আসলে বতর্মান যুগে সবকিছুর মতনই শিক্ষার সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে । আবার চমচমকে বাঁচাতে মঞ্চে অবতীর্ন হলেন গোলগাপ্পা । পঞ্চাশ ছুঁ’ই ছুঁ’ই এই ব্যাক্তির বয়সটাই বেড়েছে, মস্তিষ্কের বাড় সেই অনুপাতে হয়নি । কলকাতার এক রাজনৈতিক দলের মদত পুষ্ট এই ব্যাক্তি সারা দুনিয়াকেই

নিজের ‘ লালবাড়ি’ মনে করেন । লঘুগুরু কিছুই মানেনা গোলগাপ্পা ।

যাকে শত্রু মনে করছে তার সম্পর্কে কিছুই না জেনে শুধু একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণার ওপরে ভিত্তি করে যে লড়াইয়ে নামে তাকে দেখলে ও যে আমার বড্ড হাসি পায় ।

তিরুপতি গিয়েও একবার বিপদে পড়েছিলাম । গুরুগম্ভীর পরিবেশ হঠাৎ আমার হো হো শুরু হয়ে গেল । পুরুৎ ছিলনা ধারে কাছে । হঠাৎ হাসির আওয়াজ শুনে কোথার থেকে ফুরুৎ করে এসে হাজির হল । চোখ পাকিয়ে, মুখ বেঁকিয়ে বললো - **বালাজি গুসসা হো যায়েঙ্গে !** আরে আমি কি বালাজিকে দেখে হেসেছি নাকি ? শুনেছি ওনার চোখ বাঁধা কারণ চোখটা খুলে দিলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে । আর আমি কল্পনার চক্ষে দেখছি যে বালাজীর চোখ খুলে আমি কোন শত্রুর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি - আর তাই থেকেই এই হো হো হো হো । মন্দিরে ঢোকা থেকে হাসি চেপে আছি । কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার - ‘ গোভিন্দা, গো- ও--ভিন্দা ! ’

মনে মনে ভাবলাম - ঘোর কলিই বটে - অমিতাভ বেঁচে থাকতে গোভিন্দা ? পরে জানলাম যে ওটা কৃষ্ণের অষ্টত্তর শতনামের একটা । পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার এই এক বিড়ম্বনা ।

ফিরে আসি হোটেলে । পাশের বঙ্গবাসীরা তাদের অদৃশ্য হারমোনিয়াম নিয়ে চলে গেছেন । ঝোগরুটে রাও উধাও । আমরা প্রায় একাই বসে ঘাসপাতা গিলছি । মাঝে মাঝে খিলখিল করে হাসছি । আর দ্রৌপদীর বস্ত্র যোগানোর মতন এই

যুগের এক কেষ্ট আমাকে সমানে হাসির রসদ জুগিয়ে চলেছেন । তাহলে খুলেই বলি । আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক ব্যাক্তি । নাম কেষ্ট ধর । নামের বাহার আছে মানতেই হবে । কেষ্টকে, কে না ধরতে চায় ? পরমপুরুষ বলে কথা ?

তো এই কেষ্টদা বড়ই রসিক । বিনা পারিশ্রমিকে হাসি বিতরণ ওনার একটি অপূর্ব অভ্যাস । দোহারা গড়ন, মাথায় খুব খাটো । টেনেটুনে ৪'১০ হবেন । আড়ালে লোকে ওনাকে ' **বিষ্ণুর বামন অবতার** ' বলে । যদিও এতে ওনার ব্যাক্তিত্বের কোন অভাব ঘটেনি । নেই কোনই ইনসিকিউরিটি বোধ -- তাই কাউকে কখনো চিমটি কাটেন না কেবলই হাসান । ওনার হাসাবার ধরণ ও কারণ দেখলেই সেটা বেশ মালুম হয় ।

পেছনে বামন অবতার হলেও সামনে উনি জোকার । একবার জিগেস করে ফেললাম -কোন সার্কাসে আছেন ? উনি পাল্টা মজা করে বললেন - বিশ্ব সার্কাস ।

তা এই দুনিয়া তো এক সার্কাসই বটে । লম্ফঝম্ফ, ট্রাপিজের খেলা, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সবকিছুই তো এখানে দিব্যি চলে ।

এদিকে আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছেন **সুতো-নটী** মিস নির্লজ্জ । খুব হাসছেন -হা হা হা হা ---

আমিও হাসছি- হো হো হো হো .....

আসলে আমার কল্পনার চোখে তখন হাসির দাপটে মিস নির্লজ্জর সুতো গুলো অ্যাটম বোমার মতন ফেটে বিদিকিচ্ছিরি কান্ড - প্রেসের গুপ্ত ক্যামেরায় ছবি টবি উঠে একেবার বারোটা থেকে পৌনে একটা বেজে গেছে । আমাকে লাগাম ছাড়া হাসতে

দেখে ওয়েটার ছুট্টে এলো -

কি হয়েছে ম্যাডাম এত্তো হাসছেন কেন ?

জীবনে প্রথম হাসি মুছে বলি - কে বলেছে আমি হাসছি এ্যা ? কে বলেছে ? আমি ব্যায়াম করছি । জানোনা হাসলে হার্ট ভালোথাকে ? আমরা হলুম গিয়ে সম্পাদক, আমাদের ওপরে কত্তো চাপ । একটু প্রাণ খুলে না হাসলে আমরা বাঁচি কি ভাবে ? ব্যাপার কি হে ? তুমি কি আমার **লাইফ ইন্সুরান্স নমিনির** এজেন্ট নাকি ?

ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল - না না ম্যাডাম মানে.....

আলতো করে পিঠ চাপড়ে হেসে উঠি -- হা হা হা হা -

ও জড়তা কাটিয়ে হেসে ওঠে - হি হি হি হি -

আসুন সমবেত ভাবে হাসা যাক - হো হো হো হো ।

হাসলে সত্যি স্বাস্থ্য ভালো থাকে -- মনটাও থাকে চড়াই পাখির মতন -চনমনে, ফূর্তিতে ভরপুর ।

বডি স্কাল্পটিং

দিনরাত কম্পিউটারের সামনে বসে বসে কিঞ্চিৎ মেদবহুল হয়ে পড়ায় আমার শুভাকাঙ্খীরা নানান উপদেশ দিতে লাগলেন। মেদ থেকে হার্টের রোগ, সুগার, কোমড় ব্যাথা ও নানান জটিল উপসর্গ হওয়া ও অসময়ে আয়ু ক্ষয় হওয়ার কথা উঠতে বসতে শুনতে হচ্ছিল।

আমাদের কর্পোরেট ওয়াইভস্ জগতে ছিপছিপে থাকাটাই রেওয়াজ। এক চুল মেদ কমানোর জন্যে মানুষ সব রকম পন্থাই অবলম্বন করতে পারে। আমিও প্রাথমিক পর্ব (অর্থাৎ শসা, সেদ্ধ ব্রকোলি, চিচিঙ্গা খেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন কাটিয়ে) খতম করে বিশেষ উপকার না

পেয়ে মুষড়ে পড়ি। বাঁচার মজাটাই চলে গেছিল। দীর্ঘকাল অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ফল না পেলে এরকম হয় বইকি ? যাইহোক ভেবে দেখলাম অন্য উপায় যখন আছে তখন সেটাই একবার চেষ্টা করা যাক !

ব্যাঙ্গালোর শহরের অনতিদূরে আছে একটি ৫ তারা হোটেল ও স্পা। বলিউডের নামী অভিনেতা টিপু সুলতান খ্যাত সঞ্জয় খান এটির মালিক। আমি টিনএজে সঞ্জয় খানের খুব ফ্যান ছিলাম। স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, গ্ল্যামারস্। সেই স্বপ্নের তারকাকে একদিন এত কাছ থেকে দেখতে পাবো তা ভাবিনি। এমনিতে আমরা বাড়িতে কোন বিদেশী গেস্ট এলে এই স্পাতে প্রায় সময় নিয়ে যাই, নিজেরাও যাই মাঝে মাঝে তাই খুবই চেনা জায়গা।

এই রিসর্ট টিতেই ঋত্বিক রোশানের বিয়ে হয়েছিল। সোর্ড অফ টিপু সুলতান করতে গিয়ে ১৯৮৮ সালে সঞ্জয় খানের সেই মারাত্মক অগ্নি

এক্সিডেন্টটি হবার পরে কসমেটিক সার্জারিতে বিশেষ উপকৃত হন উনি। সেই ভাললাগা থেকে জন্ম নেয় স্টুডিও -ডি -ইমেজ। এই স্টুডিওতে - বডি স্কাল্পটিং করা হয়। শরীরের নানান ধরনের ডিফর্মেশন কেটে ছেঁটে বা কোন বিশেষ খুঁত ঢেকে দিয়ে রূপে নতুন টাচ্ দেওয়া হয়। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার্জারির (যাকে সার্জেনরা বলেন ভাস্কর্য) মাধ্যমে। শুধু তফাৎ একটাই, ছেনি- হাতুড়ির বদলে থাকে ছুরি - কাঁচি। এখানে মুম্বাই থেকে মাসে একবার উড়ে আসেন এক বিশ্ববিখ্যাত কসমেটিক সার্জেন যার রুগী তালিকায় বেশির ভাগই হাই প্রোফাইল নাম। এঁর হাতে সার্জারি হলে একটা স্পট পর্যন্ত থাকবে না এরকম দাবী করে থাকে ঐ ক্লিনিক স্টুডিও -ডি -ইমেজ। আমি বেশ ইম্প্রেসড হয়ে গেলাম সেখানে। কারণ সারমেয় প্রজাতির মধ্যে ডালমেশিয়ানটি আমার একেবারেই না পসন্দ ।আগে যতবার গেছি বেশ কিছু বলিউডের তারকাকে দেখেছি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসে সুইমিং পুলে খেলাধুলো করছেন। সেটাও একটা আকর্ষণ বৈকি ? ---এবার কার পালা ?? পাশ দিয়ে হাঁটার সময় --- টুক করে একটু ছুঁয়ে দিয়ে,*সরি ম্যাম* বলে দিলেই হল। এরকম অনায়াসে আকাশের চাঁদকে ছোঁয়া কি এতই সহজ ?

যাইহোক যথাসময় পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগলাম ডাক্তারের ঘরের বাইরে। যদিও সেটা ডাক্তারখানা বলে মনে হবেনা মোটেই। মনে হবে কোন পরীর দেশে আছি। তবে চোখটা একটু কচলে নিলেই দেখা যাবে যে এই দেশের পরীরা সবাই বড্ড মোটা ! যাঁরা বিদেশে থাকেন তাঁরা জানেন যে আমাদের দেশের মোটা আর বিদেশের মোটার মধ্যে মোটা রকমের ফারাক। আমার মতে ফ্যাট ইজ রিফাইন্ড হিয়ার অর রিডিফাইন্ড দেয়ার। তবে এই পরীরা দুই দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মোটা। এতটাই যে কয়েকজন রীতিমতন দুটো করে সোফা দখল করে বসে আছেন। আমি হঠাৎ খুব লজ্জা পেলাম ঐ জায়গায় যাবার জন্যে। কারণ

আমার দেহে ঐ পরীদের তুলনায় কোন ফ্যাটই নেই। মনে মনে ভাবলাম যে আমাকে দেখে আবার ডাক্তার হেসে ফেলবেন না তো ?

- একি ? আপনি কেন এসেছেন ? জুনিয়ার ডাক্তারের, ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্ন আসায় চমকে উঠি। *এরা কি থট রিডিং ও পারে নাকি ?*

- ফ্যাট কমানোর জন্যে।

- হেঁটেছেন ?

- হ্যাঁ, মানে গাড়িতে করে এসে হেঁটে এসেছি গেট থেকে।

- না না, আমি জানতে চাইছি যে হাঁটাহাঁটি করেছেন ফ্যাট কমানোর জন্যে ?

- হ্যাঁ তা তো করেছি কিন্তু কমেনি।

- হতেই পারেনা, আপনি হাঁটতে জানেন না !

  অ্যাঁ ! বলে কি ? জীবনে যবে থেকে হাঁটতে শিখেছি তার পর থেকে হেঁটেই তো কাটালাম।

- আমি পরে আপনাকে হেঁটে দেখিয়ে দেবো, আগে ডক্টরকে মিট করে আসুন।

আরে বাবা আমি তো হেঁটেই যাব ডাক্তারের কাছে, তাহলে নতুন কি আর শেখাবে?

বলাবাহুল্য খুবই বিরক্ত হলাম। প্রথমত : এই বুড়ো বয়সে একজনের কাছে প্লেন চালানো নয়, হাঁটা শিখতে হবে আর দ্বিতীয়ত: যদি হেঁটেই কমাবো তাহলে এখানে আসা কেন ?

এদিকে একজন রুগি প্রবেশ করলে আর বেরোনোর নাম করছেন না ! অথচ আমি যখনই ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকি কোনমতেই ৫ মিনিটের বেশি সময় কাটাতে পারিনা । সব জিজ্ঞাসার ইতি হয়ে যায় । অন্য রুগিরা যে দীর্ঘসময় ধরে কি করেন এটাই আমার কাছে একটা রহস্য ! যাইহোক আসল ডাক্তারের কাছে যাবার আগে দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হওয়ায় আমি জুনিয়ার ডাক্তারকে অনুরোধ করলাম আমাকে হাঁটা শিখিয়ে দিতে । উনি অনেকটা গান্ধীজীর ডান্ডী মার্চ স্টাইলে হেঁটে আমাকে দেখিয়ে দিলেন যা দেখে সারসত্য বুঝে গেলাম যে - হেঁটে আমার মেদ কমবে না । কারণ এইভাবে হাঁটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । হয় বুক ধড়ফড় করে দম আটকে বেঘোরে প্রাণটা যাবে নয়ত হোঁচট খেয়ে পড়ে ফড়ে গিয়ে মান যাবে । কোনমতে হাসি চেপে বসে রইলাম । ইতিমধ্যে একটি কমবয়সী ছেলে এসে বললেন - আচ্ছা নাক কাটাতে কেমন চার্জ ? যাব্বাবা ! বলে কি ? নাক কাটাবে ?

জিগেস করতেই জানা গেল কি রাইনো করবে । আমি তো থতমত খেয়ে গেছি ।

১ । রুগি স্বেচ্ছায় নাক কাটাতে এসেছেন .

২ । গন্ডার করে ছেড়ে দেবে ?

হেঁয়ালির কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না । এক বেতসী, অনেকক্ষণ ধরেই আশেপাশে ঘুরে বেরাচ্ছিলেন, তাকেই ঈশারায় ডেকে জিগেস করলাম । উনি বুঝিয়ে দিলেন যে অত্যন্ত নাক উঁচু অর্থাৎ চোখা নাক এই রুগির । তাই ডাক্তার তার নাক গলিয়ে ভোঁতা করবেন । আর এই অপারেশনটিকে বলা হয় -- রাইনোপ্লাস্টি । অবশ্য অপারেশনের পরে প্লাস্টারে রাইনোসেরাসের হাড় ব্যবহার করা হবে কিনা তা জানা গেলনা ।

বসে আছি চুপ করে, খানিকক্ষণ পর আরো একজন এলেন যিনি সাক্ষাৎ ঘটোৎকচ। যেমন তার গুজন তেমনি দাঁতের গঠন। দেখে ভয় লাগে। এই বুঝি ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল ! লোকটি বারেবারে ঘুরে ঘুরে আমাকেই দেখছে। কি জ্বালা ! শেষে আত্মরক্ষার তাগিদে মিষ্টি করে হেসে দিলাম - হে হে।

বদলে বৃত্রাসুরের মতন বপু নাচিয়ে হাসি এলো - *হ্যাঁ* লা *লা* লা *লা* লা -- *হ্যাঁ* লা *লা* !! গোটা বিল্ডিংটাই কেঁপে উঠলো সেই আওয়াজে ..... ১ তলা থেকে ৫ তলায় লোক চলে এলো কি হয়েছে দেখার জন্যে। ডাক্তারের এসিসট্যান্ট বেরিয়ে এলেন - ব্যাপার কি ? ইজ ইট অ্যান আর্থ কোয়েক ? আর আর্থ তখন quake নয় quack quack করছে !

যথাসময় আমার ডাক এলো। বাঁচলাম। সার্জেনের চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের ঘন সাগরনীল। মনে মনে পরমেশ্বরের চোখোপ্লাস্টির তারিফ না করে পারলাম না ! ভদ্রলোক জন্মের আগেই সব প্লাস্টিক সার্জারি করে এসেছেন তাহলে।

ঢুকতেই হাঁউ- মাঁউ - খাঁউ করে একগাদা ইংরেজি বলে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর ---হে: হে : হে : কি খবর ?

মনে মনে বলি - আপনি তো দেবেন খবর, মেদ না কমলে আর কতদিন পরে আমার কবর !

হাসিতে সবটুকু মধু ঢেলে বললাম - এই চলছে। হে হে :।

বললেন - কেন মেদ কমাতে চান ?

ওনাকে সব খুলে বললাম। শুনে টুনে সেই একি কথা - সেদ্ধ খান, মুগুর ভাজুন কিন্তু খাওয়ার তালিকা থেকে ভাজাপোড়া বাদ দিন, হাঁটুন, জগিং করুন, লোহা পিটিয়ে ছাতু বানান, পাথর ভাঙুন, ইঁটপাটকেল মাথায় নিয়ে বাড়ির ছাদে ওঠানামা করুন। এইসব। সবই আমার জানা। একটু গলা ঝেড়ে বললাম-

আপনি তাহলে সার্জারি করবেন না ?

উনি মৃদু হেসে বললেন - দেখুন আপনার সার্জারি করার মতন কেস নয়। এই ক্ষেত্রে দুরকম হতে পারে। লাইপোসাকশন (পেটে ফুটো করে ফ্যাট সাক করে নেবে) এবং টামি টাক।

(পেট কেটে ফ্যাট বার করে দেওয়া)। আপনার এতই কম জন্মেছে যে এইগুলো করা মানে অর্থ নষ্ট ও শুধু শুধু অপারেশনের ঝামেলায় পড়া। আপনি কোন প্রফেশনালকে ধরুণ, যিনি ডায়েট চার্ট বানিয়ে দেবেন সেইভাবে চললে ৬ মাসে ১০ কিলো কমবে।

হতাশ হয়ে পড়লাম। তবে কি বডি স্কাল্পটিং অধরা থেকে গেল ? কেমন সবাইকে বলতে পারতাম যে বডি স্কাল্পটিং করে এসেছি !

ডাক্তার বাবু আমাকে মুষড়ে পড়তে দেখে বললেন - আমি একবারে ৫ কিলোর বেশি বার করতে পারবো না। হতে পারে আপনি এক্সারসাইজ করে তার চেয়ে বেশী কমিয়ে ফেললেন, কোনটা বেশি উপকারী ?

কি আর বলবো ? সেই পুরনো স্ট্র্যাটেজি প্রেসক্রাইব করছেন। ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল।

চুপ করে আছি দেখে বললেন - গাড়ি চড়া বন্ধ করুন। পায়ে হেঁটে যাতায়াতের অভ্যাস করুন। লিফ্‌ট নেবেন না। ইত্যাদি। যা বুঝলাম তা হল সর্বহারা হতে হবে। লোকে বড়লোক হতে চায় আমাকে গরীব হতে হবে। ডাক্তার বলে চলেছেন অনেক কিছুই। কোনটাই আমার কানে যাচ্ছে না। শেষের একটা কথায় চমকে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠি ! চুলোয় যাক বডি স্কাল্পটিং। আর আমার বডি স্কাল্পটিং এর কোনই প্রয়োজন নেই। হা হা হা, তাইরে নাইরে না !

কি বলেছিলেন উনি জানেন ?

আপনি এখন ২৭-২৮ এর তরুণী, ব্যায়াম করে কিছুটা কমলেই ২৪-২৫ এর মতন আরো ইয়াং ও সুন্দর লাগবে ! লাগবেই !

পাশে এক সঙ্গী ছিলেন, তিনিও বললেন - ম্যাম, ইউ উইল লুক মোর অ্যাট্রাকটিভ ! আই এম সুওর।

অ্যাঁ ! বলে কি ? রিয়েলি ?? আশ্চর্য ! অভূতপূর্ব কান্ড ! ওনাকে কিন্তু দেখে একদমই বোঝার উপায় নেই যে উনি আগে সাক্ষাৎ বরাহ ছিলেন ! চমৎকার পরিবর্তন। যুগ যুগ জিও কসমেটিক সার্জারি ! একেবারে স্পিশিস্ এর পরিবর্তন, ভাবা যায় ? নাহ্, সার্জেনের সত্যিই হাতযশ আছে। গদগদ হয়ে বাহবা দিচ্ছি, ঠিক সেই সময় জেনে হতাশ হলাম যে উনি বলেছেন যে উনি সিওর, মানে নিশ্চিত। ভাষাবিভ্রাট ! অবশ্য এতরকমের ভাষা নিয়ে আমাকে কারবার করতে হয় যে কখন কোনটা কোন ভাষায় বসাবো সেটা অনেক সময় মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। যেমন একবার গড়িয়াহাটে এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় জানা গেল সে ডাইভোর্সড। তো জিগেস করলাম -কোথায় থাকিস এখন ? একা থাকিস বুঝি ?

- নাও আই এম স্টেয়িং উইথ মাই মামা।

- সে কি ? আমার চোখজোড়া বিস্ময়। মামাবাড়িতে কেন ? তোর বাবা মা কোথায় আছেন ?

- গার্গী, সব ইংরেজি গুলে খেয়েছো ? মামা মিন্স মা, ভুলে গেছো ?

মনে মনে বলি,কলকাতার বাইরে যাও, একসঙ্গে দশটা ভাষা নিয়ে জাগলিং করতে হলে তুমিও সব ভুলে যাবে, মামা ধামাচাপা পড়ে যাবেন। মুখে অবশ্য বলি - সরি ! অবশ্যই জিভের উষ্ট্রাসন করিয়ে, ১০০ ভাগ সাহেবী কায়দায়।

এদিকে ডাক্তার তো আমার বয়স কয়েক যুগ কমিয়ে দিয়েছেন ! লা - লা - লা - লা ! এরকম একজন ঝানু কসমেটিক সার্জেনের চোখে ধুলো দিতে পারলে আনন্দ হবেনা তাই হয় ?

যেই অধরা সৌন্দর্য্যের জন্যে এখানে আসা তা যে আসলে অধরা নয় জানলে খুশি হবনা ?

লাফিয়ে বেরোতেই এক অতিকায়া আমাকে জাপটে ধরলেন - হাই !

হাই বলে হাই, ওনার বিশাল বপুর হাই প্রেশারে থুড়ি চাপে তো আমি লো হয়ে প্রায় মাটিতে মিশে যাই যাই অবস্থা !

হঠাৎ বোধহয় বোধোদয় হল। নিজের ওজন সম্পর্কে। দেরীতে হলেও উপলব্ধি করলেন যে ওনার এক আঙুলের চাপেই আমি শেষ। হয়ত গন্ডারের মতন, চামড়া ভেদ করে কিছু ভেতরে যেতেও সময় লাগে আবার আসতেও। সেইজন্যে হয়ত উপলব্ধি একটু টাইম নিলো। তাই চাপ আলগা করে বললেন - কি ? ডক্টর কি অ্যাডভাইস করলেন ?

- হাঁটতে বলেছেন।

- কেন তুমি কি বিনা কারণে শুধু আরামের জন্যে হুইলচেয়ার ব্যবহার কর ? কৈ সেরকম কিছু দেখছি না তো ! আর তুমি মিস ইন্ডিয়া কনটেস্টে তো নামছো না, তাইনা ? কেন শুধু শুধু ওয়ান ডাইমেনশন, কঙ্কালসার হতে চাইছো ?বরং সেই পয়সায় বেড়িয়ে নাও --সারা দুনিয়া।

আর বিন্দুমাত্র সংশয় রইলো না। আমায় আর পায় কে ? যো হুকুম ফ্যাটেশ্বরী !!

অবশ্য মুখে বললাম - *হ্যাঁ, এইবার ভাবছি বেরিয়েই পড়বো, বহুদিন আনন্দ ফূর্তি করা হয়নি। পদব্রজে পৃথিবীটা ঘুরে নেবো, ডাক্তারের কথাও রাখা হবে, আপনার উপদেশও শিরোধার্য।*

পাঠকের উপকারী নোট :: এখন অবশ্য নিয়মিত গ্রীন টি পান করছি, ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য।

যদি কোন পাঠক সেই চা পান করতেন চান তাহলে জেনে রাখুন যে এই চায়ের স্বাদ পুরো বাড়ি ঢালাই করার সময় সিমেন্ট গোলা জলের মতন।

স্যান্ডউইচ

জামশেদপুরকে ইন্ডিয়ার নিউ ইয়র্ক বলছে কিছু মানুষ । তার কারণ ওখানে থাকে এক বং মহিলা যার আসল নাম সুরভি মুখার্জী সে প্রচন্ড চালিয়াৎ । নেটে বসে বসে চালিয়াতি করতো । জামশেদপুরে নাকি লোকে মার্সিডিজে করে দুধ দিতে যায় লোকের বাড়ি । ভারতে হলেও এই শহর নাকি একেবারে অন্যরকম । টাটার মালিক অরূপরতন টাটা নাকি ওকে ফ্রি হাগ্ আর কিস্ দিতে আসেন ।দক্ষিণী ময়ূর মাধবনের মা ওকে সাংসারিক নানান টিপস্ দেয়, ফোন করে । আর সেক্স লাইফ নিয়ে পরামর্শ দেয় স্বয়ং সানি লিওন ।

ওকে সম্প্রতি চালিয়াতির জন্য Nobel নয় Noble প্রাইজ দেওয়া হয়েছে । ওর বাপ প্যাথোলজিস্ট , বর ইঞ্জিনীয়ার আর মেয়ে চিকিৎসক --এই তথ্য দুনিয়ার সবাই জানে নেটের কল্যাণে ।

ইদানিং এক রিয়েলিটি শোতে ঢুকে বেশ কিছুটা নাম করে নেয় সুরভি মুখোপাধ্যায় । বন্ধুদের বলে : আমার এখন নাম হয়ে গেছে ! সাবধানে থাকতে হবে যেন বদনাম না হয় ।

এক ডিসেবেল মহিলা ওর পড়শী । সে চায় না তার ডিসেবিলিটি কেউ জানুক । মহিলা নিজে, স্কুলে কাজ করে খায় । সুরভি নেটে বসে অচেনা মানুষদের ওর ডিসেবিলিটির কথা রটায় আর সবাইকে বলে : কাউকে বলো না । আমি ওর রক্ষক তাই তোমায় জানালাম ।

লোকের হাঁড়ির খবর যোগাড় করা ও তা পাচার করে করে অন্যকে হেয় করা ওর স্বভাব । কে কাকে নিয়ে কোথায় কী গসিপ্ করছে সেসব ওর নখ দর্পণে । নরকের কীট উপাধিও ওর জন্য যথেষ্ট নয় । টিপিক্যাল এক নষ্ট , কূট কমিউনিস্ট ।

সে যাইহোক্ ঐ বি-গ্রেড টিভি শোতে লোকে ওকে মুখোপাধ্যায় বলেই চিনতো । কাজেই কোনো ভুল যাতে নাহয় ওকে চিনতে-- তাই আজকাল সে সুরভি মুখোপাধ্যায় লেখে । মুখার্জি নয় ।

সারা দেহে ট্যাটু করা হয়ে গেছে, সে কটা প্রাইজ পেয়েছে ।

মেয়ে মোহিনী মুখার্জি । সুরভি ;কমিউনিস্ট হলেও মেয়ে পড়েছে দিল্লীতে । কারণ দিল্লী কলকাতার থেকে অনেক সমৃদ্ধ ।

বাংলাকে ভ্রষ্ট করে- নষ্ট কমিউনিস্ট দিদি যথারীতি দিল্লীতে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ছে । বিদেশ যাবার সুযোগও অনেক বেশি ওখান থেকে । মেয়ে ও মা আন্তর্জালে নিজেদের এক্সপোজ করে অনেক সুবিধা বাগায় । মায়ের মেনোপোজের সময় এসেছে তাই কটাদিন মাসের মধ্য খুব টালামাটাল যায় । সেইসময় ছোট বেশ্যা মোহিনী কাজে নামে । এইভাবেই বিদেশে যাবার সুযোগ হয় । এক নাচের কম্পিটিশানে অংশ নিয়ে ওখানে যায় । নাচ শিখিয়েছে ওর বাপ । এয়ার ফোর্স অফিসার । ওয়ান টু চা চা চা।

বিদেশী ঐ ক্লাবের মালিক বাঙালি, রাজ প্রিচার্ড । ওখানে গিয়ে জানা যায় যে লোকটি একটি পর্ণো সিনেমার পরিচালক । দা স্কুটার নামে একটি চেন কাফে ও ওয়াইন শপ চালায় । সেখানে মেয়েরা নিম্নাঙ্গ অনাবৃত করে খানাপিনা সার্ভ করে ।

জামশেদপুরের দুই ভেতো বং -এর ;মধ্যবিত্ত দেহসুধা যা ওদের কাছে একেবারে নিউ , তাই নিয়ে ইউ টিউবে ভিডিও তোলে প্রিচার্ড । কমিউনিস্ট অ্যাস্ দেখতেও আগ্রহী ওরা ।

ইতিমধ্যে খেতে দেয় স্যান্ডউইচ । কাফেতে শুধু পাউরুটি কিনতে হয় । অন্দরের জিনিসগুলি ফ্রিতে দেওয়া হয় । কারণ মদ্যপ মানুষ কোনোমতে ব্রেড পিস খায় । ভেতরের জিনিসগুলি ফেলে দেয় । ততক্ষণে ক্ষুধা নিবারণের জন্য হাজির মেয়েরা ; তাই ভক্ষণ করে নগ্নিকার দেহ মাধুরী ।

চালিয়াতিতে নোবেল পাওয়া সুরভি যাকে লোকে বলে চোরটা ব্যাটা , সে ব্রেড ফ্রিতে পেলেও ভেতরের জন্য আস্ত ল্যাম্ব কিনে বসে । সঙ্গে কিলো খানেক সবজি , ডিম মানে আন্ডা আর বহুমূল্য চিজ । প্রিচার্ডের চক্ষু চড়ক গাছ ! চালিয়াৎ চন্দর যে এখানেও চাতুরি দেখাবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ঝানু বটতলা পরিচালক ।

সে তো দেখাবেই--- বাপ মরলে শোকার্ত অবস্থায় যে লোককে জানায় সে কটা প্লেনের টিকিট বুক করেছে আর নিজের বুদ্ধির ওপরে যার অগাধ আস্থা সেকি আর খানার ব্যাপারে ফ্রি পেলে সুযোগ ছাড়ে ? শত হলেও বাঙালি তো তায় আবার কমিউনিস্ট ! সোনায় সোহাগা যাকে বলে ! কাজে কাজেই এতে অবাক হবার কিছুই নেই ! ----------

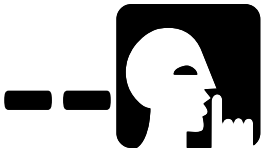

The end